# শম্ভু-বংশ-চরিত।

———(*)———

কাকিনীয়াধিপতি মহোদয়গণের
বংশের সংক্ষিপ্ত-বিবরণ।

———

শ্রী[illegible]চন্দ্র চৌধুরী
প্রণীত।

———

কাকিনীয়া।
শম্ভুচন্দ্র-যন্ত্রে-মুদ্রিত

———

বর্ত্তমান কাকিনীয়াধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহোদয় স্বীয় জন্ম দিবস উপলক্ষে বিগত ২২ শে মাঘের সভায় কাকিনীয়ার রাজ বংশ-বৃত্তান্ত সংক্ষেপে রচনা করিয়া, তাহা পাঠ করিবার নিমিত্ত, আমাকে আদেশ করেন; ঐ আদেশ সভার চারি দিন মাত্র পূর্ব্বে (১৮ ই মাঘ) প্রাপ্ত হই। আমি ইতিপূর্ব্বে বহু অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিয়া এ প্রদেশের অনেক প্রাচীন বিবরণ সহকারে, কাকিনীয়াধিপতি মহোদয়গণের বংশচরিতের একখানি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলাম; তাহা হইতে স্থূল স্থূল কথা গুলি লইয়া, দিবারাত্রি পরিশ্রম পূর্ব্বক অতি সংক্ষেপে উক্ত বংশ-চরিতের ৫২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ২২ শে মাঘের পূর্ব্বেই রচনা করিয়া দেই। তৎকালীন "রঙ্গপুরদিকপ্রকাশ" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু হরশঙ্কর মৈত্রেয় মহাশয় যন্ত্রালয়ের বর্ণযোজক প্রভৃতি কর্ম্মচারি-

গণের সহিত দিন-রাত্রি পরিশ্রম করিয়া চারি-দিবসের মধ্যে ঐ পাণ্ডুলিপি গুলি মুদ্রিত করান। অত্যল্প সময় মধ্যে মুদ্রাঙ্কিত হওয়ার জন্য উহার রচনা কাহার দ্বারা রীতিমত সংশোধন করান দূরে থাকুক, নিজে একবার মনঃসংযোগ করিয়াও দেখিতে সময় পাই নাই; সে কারণ উহাতে রচনাগত দোষ থাকিতে পারে। এইক্ষণে উক্ত গ্রন্থের রচনা শেষ হওয়াতে, তাহা মুদ্রিত হইয়া, কাকিনীয়ার-ভূস্বামি মহোদয়গণের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত প্রকাশক "শম্ভু-বংশ-চরিত" নামে এই গ্রন্থ প্রচারিত হইল। ঈশ্বরেচ্ছা থাকিলে, পূর্ব্বোক্ত সুবিস্তৃত শম্ভু-বংশ-চরিত খানিও সময় মত প্রকাশ হইতে পারিবে।

আমি পূর্ব্বে, মহাত্মা শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহোদয়ের রচনালয় সংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম; তন্নিমিত্ত তাঁহার চরিত্র এবং এবংশের স্থূল স্থূল বিবরণ গুলি পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম। তৎপরে আবার কাকিনীয়ার রাজ-সংসারের

কাগজ-পত্র দেখিয়া এবং কতক২ প্রাচীন লোক-দিগের মুখে শুনিয়া, ইহার বিবরণ গুলি সংগ্রহ করিয়াছি। কুমার কৈলাসরঞ্জনের জীবনচরিত রচনা করিবার সময়ে এখানকার অন্যতর প্রধান অমাত্য শ্রীযুক্ত গোবিন্দমোহন রায় মহাশয়ের রচিত, "কৈলাসচরিত,, নামক গ্রন্থের পাণ্ডু-লিপি হইতে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি এবং অন্যান্য প্রাচীন বিবরণ নানা গ্রন্থ হইতে সংকলন করিয়াছি।

এস্থলে সকৃতজ্ঞ-চিত্তে-স্বীকার করিতেছি, যে শম্ভু-বংশ-চরিতের ৫৩ পৃষ্ঠা হইতে সমস্ত শেষ ভাগ, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত গুরুচরণ সরকার বিদ্যারঞ্জন এবং শ্রীযুক্ত গোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ মহোদয়দ্বয় পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

কাকিনীয়া।
১১ই জ্যৈষ্ঠ, সম্বৎ ১৯৩৫। } শ্রীবনওয়ারি চন্দ্র চৌধুরী।

# শম্ভু-বংশ-চরিত।

—০০০(০)০০০—

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

জেলা ফরিদপুরের অধীন ভূষণা-পরগণার অন্তর্গত গাজনা নামে অদ্যাপি একটি গ্রাম বর্ত্তমান আছে। তথায় বারেন্দ্র-শ্রেণীস্থ কায়স্থ কুলের সুপ্রসিদ্ধ চাকী বংশে রমানাথ চাকী নামে এক জন ভদ্রলোক জন্মগ্রহণ করেন। রমানাথের পিতা পিতামহ প্রভৃতি বড় একটা সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন না। চাকরি তাঁহাদিগের জীবন-

যাত্রা নির্ব্বাহের একমাত্র ব্যবসায় ছিল। সুতরাং রমানাথ সম্ভবতঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বিষয়-বাসনায়, কোচবিহার রাজধানীতে উপস্থিত হন। তিনি কোন্ সময়ে উক্ত রাজধানীতে গমন করেন, এবং তথায় গিয়া রাজ-সংসারের মধ্যে কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন কি না, ও কোন্ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়, তৎসংক্রান্ত কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। যাহা হউক, তাঁহার পত্নীর নাম রাজমাতা ও পুত্রের নাম রঘুরাম ছিল, এবং তিনি তৎকালে জেলা রঙ্গপুরের অন্তর্ব্বর্ত্তী পরগণে টেপার মধ্যস্থিত নিজবাটী নামক স্থানে বাটী প্রস্তুত করিয়া, তথায় বাস করিতেন।

---

## রঘুরাম চৌধুরী।

রঘুরাম, কোচবিহারের মহারাজের পক্ষে চাকলে কাকিনীয়ার সরবরাহকার নিযুক্ত হন; কিন্তু তাঁহাকে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কোচবিহারে কর প্রদান করিতে হইত না, চাকলার রাজস্ব হইতে

সৈন্যদিগের বেতন দিতে হইত ; এবং যখন উক্ত মহারাজার সহিত অপর কোন রাজার যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইত, তখন তাঁহাকে সৈন্যগণের রশদ ও গুলি-বারুদ আদি যুদ্ধোপকরণ যোগাইতে হইত এবং তাঁহাকে সৈন্যদিগের সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রাম-স্থলীতে উপস্থিত থাকিয়া, সমরসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাতের অভাব-পূরণ করিতে হইত। সে সময়ে কোচবিহার রাজধানীতে, অথবা ভারতবর্ষের অপর কোন দেশে বিচার-কার্য্যের এত পুঙ্খানুপুঙ্খতা ছিলনা এবং আইন-কানুনও এত ছিল না। তখন " জোর যার, মুলুক তার ,, সুতরাং রঘুরাম চৌধুরীই চাকলে কাকিনীয়ার সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে চাকলার কোন প্রজা মস্তকোত্তোলন করিতে সাহসিক হইতনা। পরন্তু কোচবিহার রাজ-সংসারে তাঁহার এতদূর প্রতিপত্তি ছিল যে, তিনি চাকলে কাকিনীয়া সম্বন্ধে যাহা করিতেন, তাহাই প্রায় স্থিরতর থাকিত। এমন কি, তন্নিবন্ধন তিনি

অনেক ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর পর্য্যন্ত দান করিয়া গিয়াছেন। প্রবাদ আছে, রঘুরাম জমিদার ছিলেন; কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বোধ হয়, চাকলে কাকিনীয়ার উপরে তাঁহার একাধিপত্য দেখিয়াই লোকে তাঁহাকে জমিদার বলিয়া বিশ্বাস করিত। যাহা হউক, তাঁহার স্ত্রীর নাম মধু-প্রিয়া চৌধুরাণী ছিল। মধু-প্রিয়ার গর্ভে উক্ত চৌধুরী মহাশয়ের ক্রমশঃ চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম, রাঘবেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, দ্বিতীয়, রত্নেশ্বর লস্কর, তৃতীয়, রাজীবরায় চৌধুরী এবং চতুর্থ পুত্র রামনারায়ণ চৌধুরী।

---

## রাঘবেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী।

রাঘবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বংশধর জেলা রঙ্গপুরের অন্তঃপাতি পরগণে বাযড়ি বা ঘড়িয়ালডাঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ প্রশংসিত ভূম্যধিকারী বর্ত্তমান ঈশানচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়।

## রত্নেশ্বর লস্কর।

রত্নেশ্বর লস্করের বংশধরেরা জেলা রঙ্গপুরের অন্তর্গত পরগণে টেপার মধ্যস্থিত নিজবাটী নামক স্থানের আদি বাটীতেই অবস্থিত ছিলেন, এইক্ষণে তাঁহাদিগের সন্তান-সন্ততি কিছু নাই। পরন্তু রত্নেশ্বরের "লস্কর" উপাধি লাভ সম্বন্ধে এরূপ প্রবাদ আছে, যে, পূর্ব্বোক্ত রাঘবেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী প্রভৃতি চারি ভ্রাতা চাকলে কাকিনীয়া ও পরগণে টেপা, এই দুই জমিদারি লইয়া টেপার অন্তর্গত পূর্ব্বোক্ত বাটীতেই একান্নভুক্ত ছিলেন, পরে ভ্রাতৃ-পরম্পরা পৃথক্ হওয়ার সময়ে প্রথমতঃ পরগণে টেপা বণ্টন করা কালীন, রত্নেশ্বর চৌধুরী স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদর রাম নারায়ণের নিকট চাকলে কাকিনীয়ার অর্দ্ধাংশ প্রাপ্তির প্রস্তাব উপস্থিত করায়, রামনারায়ণ তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। রত্নেশ্বর প্রস্তাবিত জমিদারি লাভে বিফলপ্রযত্ন হইয়া বিষণ্ণচিত্ত হন এবং সেই মর্ম্মতাপে কিছুকাল পরে

কোচবিহারের মহারাজের নিকটে গিয়া সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। তিনি সেনাপতি ছিলেন বলিয়া তথায় "লস্কর„ উপাধি লাভ করেন। যাহা হউক, তিনি কিয়ৎকাল পরে একদা প্রাতঃকালে অস্ত্র-শস্ত্রে-সুসজ্জিত সমস্ত সৈন্য সহকারে যুদ্ধার্থ বদ্ধপরিকর হইয়া মহারাজের বাস-গৃহের সমীপদেশে উপস্থিত হন। মহারাজ সহসা রণ-বাদ্য শ্রবণে শঙ্কিত হওত অনুসন্ধান করিয়া অবগত হন যে, তাঁহারি সেনাপতি রত্নেশ্বর লস্কর সমুদয় সৈন্য-সহকারে যুদ্ধার্থির বেশে তাঁহার নিকট আসিতেছেন। মহারাজ এই কথা শ্রবণ মাত্র অতিশয় ভীত হইয়া সেনাপতির সম্মুখে গমন করত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি সসৈন্যে রণবেশে কোথায় যাইতেছ ?„ তদুত্তরে রত্নেশ্বর কহেন "আমি মহারাজের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আসিতেছি, মহারাজের যদি বল থাকে, তবে অবিলম্বে আমার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হউন, নচেৎ পরাজয়-স্বীকার করুন।„ ইহা

শুনিয়া মহারাজা কহিলেন "তুমি কিনিমিত্ত আমার সহিত যুদ্ধ করিতে দণ্ডায়মান্ হইয়াছ, তাহা ব্যক্ত কর। অবিলম্বে তোমার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে।,, তখন রত্নেশ্বর কহিলেন "আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামনারায়ণ চৌধুরী বলপূর্ব্বক চাকলে কাকিনীয়া লইয়া উপভোগ করিতেছে, আমাকে তাহার অংশ দেয় নাই, একারণ আমার একশেষ অর্থকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, এমনকি, লোকযাত্রা নির্ব্বাহের উপায়ান্তর নাই; এই দুঃসহ দুঃখে পতিত হইয়া, আমি রাজ্য-লোভে মহারাজের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া সসৈন্যে এখানে আসিয়াছি।,, ইহা শুনিয়া মহারাজ তাঁহাকে কহিলেন "তুমি যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হও, আমি তোমাকে পরগণে বাবর্ত্তি দান করিলাম।,, রত্নেশ্বর লব্ধ অভিলষিত বিষয় লাভে পরিতুষ্ট হইয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত হওত, স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

রাজীবরায় চৌধুরী নিঃসন্তান।

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### রামনারায়ণ চৌধুরী।

রামনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ই কাকিনাধিপতিদিগের আদি ভূস্বামী এবং কাকিনীয়াধিপতিগণের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত বর্ণন করাই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য; অতএব এইক্ষণে তদনুসরণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

১০৯৪ বঙ্গাব্দে (১৬৮৭ খ্রীঃ অব্দে) দিল্লীশ্বর আরঙ্গেব বাদশাহের অধীন বঙ্গদেশের নবাব সায়েস্তা খাঁ কোচবিহারের মহারাজা মহীন্দ্র নারায়ণের রাজ্য-আক্রমণ করিবার অভিসন্ধিতে ঘোড়াঘাটের * এবাদৎ খাঁ নামক এক জন সু-

---

* ঘোড়াঘাট নামক স্থানে "মোগলজাতীয় ভূপতিদিগের অধিকৃত পূর্ব্ব-বঙ্গের প্রধান নগর ছিল, ইহাতে প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইত। জাহাঙ্গির বাদশাহের রাজত্ব-সময়ে এই নগর ঢাকায় উঠিয়া যায়।"

বার প্রতি আদেশ করেন। এবাদৎ খাঁ উক্ত নবাবের নিয়োগানুসারে কতিপয় মোগল-সৈন্য সহকারে ঘোড়াঘাট হইতে যাত্রা করাতে, রঙ্গপুরের ৮ মাইল দক্ষিণে আসিয়া শিবির-সংস্থাপন করেন। প্রবাদ আছে, তিনি সমস্তিব্যাহারী সৈন্যদিগের জলকষ্ট দেখিয়া, শিবিরের নিকটে এক রাত্রি মধ্যে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করান। সদ্যঃ অর্থাৎ অবিলম্বে এই পুষ্করিণী খনন করান বলিয়া উহার নাম সদ্যপুষ্করিণী হয় এবং ঐ জলাশয়ের নামানুসারে স্থানের নামও সদ্যপুষ্করিণী হইয়াছে। উক্ত পুষ্করিণী এবং গ্রাম অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

অনন্তর সুবা সদ্যপুষ্করিণী হইতে কিছু দূরে অগ্রসর হওত সম্মুখে হিন্দুদিগের প্রতিষ্ঠিত একটি দেবালয় দেখিতে পাইয়া, মুসলমান জাতীয় স্বভাবসিদ্ধ ঈর্য্যা-বশে তৎক্ষণাৎ তাহার উচ্ছেদ সাধন করান এবং তথায় নবাবগঞ্জ নামক একটি বন্দর স্থাপন করেন। তৎপরে তিনি মাহিগঞ্জ

নামক স্থানে গিয়া সেখানেও একটি বাজার বসান।

অতঃপর এবাদৎ খাঁ চাকলে কাকিনীয়ার অন্তর্গত মোগলহাট * নামক স্থানে গিয়া পূর্ব্বোক্ত মহারাজার অধিকার চাকলে কাকিনীয়া, কাজিরহাট ও ফতেপুর এই তিন চাকলা অধিকার করিয়া লইলেন। পরিশেষে যদিও উক্ত চাকলাত্রয়ের জন্য মহারাজ মহীন্দ্র-নারায়ণ সুবার সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন; কিন্তু মোগল সৈন্য গণের পরাক্রম দৃষ্টে তিনি তাহাদিগকে প্রবল শত্রু মনে করিয়া জয়াশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শীঘ্র সুবার নিকট সন্ধির প্রস্তাব উপস্থিত করাইলেন। সুবাও তাহাতে সম্মত হইয়া ফতেপুরের চতুর্থাংশ উপরিউক্ত মহারাজাকে ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিলেন। তৎকালীন মোগলহাটই মোগল-রাজ্য ও কোচবিহারের সীমা; নি-

* এই স্থানে মোগলজাতীয় সুবা এবাদৎ খাঁ একটি হাট বসান বলিয়া উহার নাম মোগলহাট হইয়াছে।

র্দ্দিষ্ট হইল।

তৎপরে এবাদৎ খাঁ। কোচবিহারের নাজির শান্তু নারায়ণকে উপরিউক্ত ফতেপুর ও চাকলে কাকিনীয়া প্রভৃতির কর অবধারণ পূর্ব্বক জমিদারি বন্দোবস্ত করিয়া লইতে অথবা তৎপক্ষীয় অপর কোন ব্যক্তির প্রতি উক্ত চাকলাত্রয়ের আদায় তহসীলের ভার অর্পণ করিতে অনুরোধ করেন; কিন্তু নাজির শান্তুনারায়ণ উল্লিখিত সুবার বাক্যে অসম্মত হইয়া এই কথা কহেন যে, "আমি স্বাধীন-রাজবংশ, জমিদার রূপে পরিগণিত হওয়া আমার পক্ষে অত্যন্ত অবমাননার বিষয়। অতএব আপনি অন্যত্র জমিদারি বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারেন।"

নাজির শান্তুনারায়ণের নিকট এবাদৎ খাঁ এই উত্তর পাইয়া অবশেষে তিনি কোচবিহারের মহারাজার তহসীলদার, সরবরাহকার প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণকে পূর্ব্বোক্ত অধিকৃত প্রদেশ জমিদারি বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

এই সময়ে অর্থাৎ উল্লিখিত ১০৯৪ বঙ্গাব্দে (১৬৮৭ খৃঃ) রামনারায়ণের প্রতি সৌভাগ্য-লক্ষ্মী সুপ্রসন্না হওয়ায়, তিনি বঙ্গেশ নবাবের সুবা এবাদৎ খাঁর নিকট চাকলে কাকিনীয়া * নিজনামে জমিদারি বন্দোবস্ত করিয়া লন। এবং সম্ভবতঃ এই সময়েই নবাব সরকার হইতে "চৌধুরী,, উপাধি প্রাপ্ত হন। এস্থলে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, যে, রাম নারায়ণই যদি সর্ব্বপ্রথমে চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার পিতা রঘুরাম কিরূপে চৌধুরী উপাধিতে খ্যাত হইয়া ছিলেন, তাহার উত্তর এই যে, চৌধু-

* পূর্ব্বে চাকলে কাকিনীয়া পরগণে ধওলাই, পরগণে বত্রিশহাজারী, পরগণে চকচকা, পরগণে মদনপুর, পরগণে জগৎপুর, পরগণে নামুড়ী, পরগণে দানানগর, পরগণে গীতালদহ, এই আটটি পরগণাতে বিভক্ত ছিল। পরে ১১৭৬ বঙ্গাব্দে কোচবিহারের মহারাজের সহিত দেওয়ানী সনন্দ প্রাপ্ত কোম্পানীর সীমা নির্দ্দিষ্ট হওয়া কালীন, গীতালদহ ও বত্রিশহাজারী পরগণার কতক মৌজা কুচবিহার রাজ্যভুক্ত হয়।

রী উপাধিটি মুসলমান ভূপতিদিগের প্রদত্ত, এবং উহা জমিদার পরিচায়ক উপাধি বিশেষ। রঘুরাম যে জমিদার ছিলেন, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং বোধ হইতেছে যে, তিনি পুত্রের উপাধিতেই জনসাধারণ কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া থাকিবেন। যাহা হউক, রামনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় চাকলে কাকিনীয়া জমিদারি বন্দোবস্ত করিয়া লওয়ার পর টেপা স্থিত আদি বাটী হইতে আসিয়া প্রথমতঃ কাকিনীয়ার পাঁচ ক্রোশ উত্তরে কায়তেরবাড়ী নামক স্থানে বাটী প্রস্তুত করাইয়া তথায় বাস করেন। ইহার পূর্ব্বে এদেশের কোথাও কায়স্থ জাতির বসতি ছিল না, রামনারায়ণই সর্ব্বপ্রথমে এপ্রদেশে কায়তের বাড়ীতে বাস করেন; বোধ হয়, তন্নিমিত্তই লোকে ঐ স্থানকে কায়তেরবাড়ী বলিয়া থাকে। যাহা হউক, অতঃপর রামনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় উল্লিখিত কায়তের বাড়ীর সন্নিহিত সীতাই নামক স্থানেও একটী বাটী প্রস্তুত করাইয়া তথাতেও বাস

করেন তৎপরে তিনি কাকিনীয়ার এই বর্ত্তমান রাজবাটীর সুত্রপাত করাইয়া এই বাটীতে আইসেন। কুলতিলক রামনারায়ণ দুই বিবাহ করেন। তাঁহার প্রথম পত্নীর নাম সরস্বতী চৌধুরাণী, দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম গঙ্গাময়ী চৌধুরাণী। তদীয় প্রথমপক্ষের সহধর্ম্মিণী সরস্বতী চৌধুরাণীর গর্ভে ক্রমশঃ দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠের নাম রাজারায়, কনিষ্ঠের নাম রুদ্ররায়। রামনারায়ণ অনেককে ব্রহ্মোত্তর আদি নিষ্কর ভুমিদান করিয়া গিয়াছেন। ইনি ১০৯৪ বঙ্গাব্দ হইতে ১১২৯ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত সমষ্টি পঁয়ত্রিশ বর্ষকাল সর্ব্বকুষরূপে জমিদারি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ১১২৯ বঙ্গাব্দে কালগ্রাসে পতিত হন। এই সময়ে বঙ্গেশ নবাবের পক্ষে দুলারায় নামক ব্যক্তি রঙ্গপুরের কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন।

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

## রাজারায় চৌধুরী।

রামনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের লোকান্তর প্রাপ্তির পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজারায় ১১৩১ বঙ্গাব্দে পৈতৃক জমিদারিতে নিযুক্ত হন। ইঁহার বনিতার নাম জাহ্নবী চৌধুরাণী ছিল, ইনি জমিদারি কার্য্যের ঝঞ্ঝাট সহ্য করিতে না পারা হেতু, কনিষ্ঠ ভ্রাতা রুদ্ররায় চৌধুরীর প্রতি জমিদারির কর্তৃত্ব-ভার সমর্পণ করিয়া জীবিত কাল পর্য্যন্ত কাকিনীয়ার সন্নিহিত * গরুড়ের খামার নামক স্থানে বাটী প্রস্তুত করাইয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ঐ গরুড় নামক স্থানকে এইক্ষণে লোকে "যোত গরুড়,, কহিয়া থাকে। ইনি ১১৩৩ বঙ্গাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। সুতরাং কেবল মাত্র তিন বর্ষকাল জমিদারিতে

---

* গরুড়ের খামার কাকিনীয়ার রাজবাটী হইতে পোয়া ক্রোশ দূরে।

কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহার সন্তান-সন্ততি কিছুই ছিলনা।

---

## রুদ্ররায় চৌধুরী।

রুদ্ররায় চৌধুরী জ্যেষ্ঠ সহোদরের লোকান্তর প্রাপ্তির পর ১১৩৪ বঙ্গাব্দে সর্ব্বকর্ত্তৃত্বভাবে জমিদারিতে নিযুক্ত হন। রুদ্ররায়ের প্রতিষ্ঠিত বহুতর কীর্ত্তি অদ্যাপি বিদ্যমান দেখা যায়। ইনি ১৬৬৪ শকাব্দে বর্ত্তমান বর্ষ হইতে গণনা করিলে, ১৩৬ বৎসর গত হইল, অত্রত্য আনন্দময়ী নাম্নী কালিকা দেবীর বাটীতে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে নিজনামের আদ্যক্ষরে রুদ্রেশ্বর নামক শিব ( যাঁহার প্রচলিত নাম এইক্ষণে বুড়া শিব ) সংস্থাপন করত ঐ মন্দিরের পুরোভাগে এই উৎসর্গ লিপি খোদিত করান। যথা;— "বেদর্ত্তু ষট্ চন্দ্রমিতে শকাব্দে শ্রী রুদ্ররায়ো দ্বিজ সেবকশ্চ। প্রাদাচ্ছিবস্যেষ্টক মন্দিরৈকং তুষ্টৈব রুদ্রেশ্বর সজ্ঞকস্য।,, অর্থ ১৬৬৪ শকাব্দে

( ১১৪৯ বঙ্গাব্দে ) দ্বিজসেবক রুদ্ররায় ইষ্টক-নির্ম্মিত একটি মন্দির রুদ্রেশ্বর শিবের তুষ্টির নিমিত্ত প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। পরন্তু ইনি বহু লোককে ব্রহ্মোত্তর আদি নিষ্কর-ভুমিও দান করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার সহধর্ম্মিণীর নাম রাজেশ্বরী চৌধুরাণী এবং ইঁহার রসিকরায় নামক একমাত্র পুত্র ছিলেন। ইনি রসিকরায়কে বিবাহ দিয়া কিছু দিন পর পুত্রবধূ অলকনন্দা চৌধুরাণী দ্বারা বর্ত্তমান আনন্দময়ী নাম্নী কালিকা দেবীর পাষাণময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করান এবং ১১৫১ বঙ্গাব্দের ৩ রা বৈশাখ তারিখে উক্ত আনন্দময়ী দেবীর সেবার নিমিত্ত চাকলে কাকিনীয়ার অন্তঃপাতি তালুক কাকিনীয়া গ্রামমধ্যে সাড়ে চৌদ্দ বিশ ভূমি সেবয়িত্রী উক্ত অলকনন্দা চৌধুরাণীকে প্রদান করেন। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত রুদ্রেশ্বর নামক শিব, উৎসর্গ-লিপি-অনুসারে ১৬৬৪ শকাব্দে ( ১১৪৯ বঙ্গাব্দে ) সংস্থাপিত হইয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস হয়। আনন্দময়ী অন্ততঃ

১১৫১ বঙ্গাব্দের বৈশাখমাসে প্রতিষ্ঠিত হই-লেও, ইঁহারা উভয় বিগ্রহ ন্যূনাধিক দুই বর্ষ কাল অগ্র-পশ্চাতে সংস্থাপিত জন্য ইঁহাদিগকে সমসাময়িক বলা যাইতে পারে। অনন্তর প্রবাদ আছে, পূর্ব্বে বুড়া শিব গাঁজার ধূমপান করিতেন, তাঁহার হুঙ্কার শব্দ শুনা যাইত এবং আনন্দময়ী নিশাকালে কালীবাটীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেন, তজ্জন্য তাঁহার পরিহিত বস্ত্রে তৃণ লাগিয়া থাকিত !!!

যাহা হউক, রাজেশ্বরী চৌধুরাণী পতি-পুত্র বর্ত্তমানে ১১৬৮ বঙ্গাব্দের ১০ ই শ্রাবণ বুধবার কালগ্রাসে পতিত হন। ইঁহার মৃত্যুর ৬ বৎসর কাল পরে ইঁহার পতি রুদ্ররায় চৌধুরী মহাশয় ১১৭৪ বঙ্গাব্দের ১ লা ভাদ্র শুক্রবার মানবলীলা সম্বরণ করেন। ইনি সমষ্টি ৪০ বৎসরকাল জমিদারিতে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহার দেব-দ্বিজের প্রতি অচলা ভক্তি ছিল এবং ইনি পুণ্যজনক কার্য্য বিস্তর করিয়াছিলেন।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

### রসিকরায় চৌধুরী।

রসিকরায় পিতৃবিয়োগের পর ১১৭৪ বঙ্গাব্দে জমিদার নিযুক্ত হন। ইনি নিজ নামানুসারে স্বভবনে রসিক রায়নামক বিগ্রহ-মূর্ত্তি সংস্থাপিত করেন। ইঁহাদ্বারা অনেকে নিষ্কর ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইনি জেলা রঙ্গপুরের অন্তর্গত মাহিগঞ্জ * নামক স্থানে একটী কাছারি বাটী প্রস্তুত করাইয়া তথায় আপন চাকলার কাছারি স্থাপন করেন। এখানে ইঁহার গোমস্তা উপাধিধারী একজন প্রধান কর্ম্মচারী থাকিয়া জমিদারি-কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। ইনি কেবল মাত্র ৩ বর্ষকাল জমিদারিতে কর্ত্তৃত্ব ক-

* পূর্ব্বে মাহিগঞ্জে সমুদয় রাজকার্য্যালয় ছিল, পরে দেওয়ানী-সনন্দপ্রাপ্ত-কোম্পানীর রাজত্ব সময়ে ১৭৭১ খ্রীঃ অব্দে (১১৭৬ বঙ্গাব্দে) উল্লিখিত আফিস সমুদয় ধাপ নামক স্থানে নীত হয়।

রিয়া ১১৭৬ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসের ২২ শে তারিখে, বোধ হয়, কোন সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া স্বয়ং অপুত্রক হেতু, নিজ পত্নী অলকনন্দা চৌধুরাণীকে সৎ কায়স্থ কুলোদ্ভব একটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবার অনুমতি দিয়া উক্ত বঙ্গাব্দের ৪ ঠা চৈত্র কাল-কবলে পতিত হন। ইঁহার দেব-দ্বিজের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ছিল।

---

## অলকনন্দা চৌধুরাণী।

অলকনন্দা চৌধুরাণী পতির পরলোক গমনের পর ১১৭৬ বঙ্গাব্দে (১৭৭০ খৃঃ অব্দে) জমিদারিতে নিযুক্ত হন। এইবর্ষে বঙ্গদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। এই দুর্ভিক্ষই ছেয়াত্তরে মন্বন্তর বলিয়া প্রসিদ্ধ, ইহাতে অন্নকষ্টে কত লোকের প্রাণবিনষ্ট হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অনন্তর ১১৭৮ বঙ্গাব্দের (১৭৭২ খৃঃ অব্দে) বৈশাখ মাসে ইনি পতির অনুমতি পত্রানুসারে

একটি পোষ্য-পুত্র গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম রামরুদ্র রায় চৌধুরী রাখা হয়। তৎপরে ১১৮৯ বঙ্গাব্দে (১৭৮৩ খৃঃ) চাকলে কাকিনীয়ার প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তাহারা ফতেপুর ও পরগণে টেপার বিদ্রোহী প্রজাদিগের সহিত যোগ দিয়া টেপার জমিদারের নায়েবকে ৮।৯ জন লোক সহকারে বধ করে, পরিশেষে কোম্পানির সৈন্য দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া ৫০।৬০ জন বিদ্রোহী মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হয়। অবশিষ্ট বিদ্রোহীরা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়। এই সকল গোলযোগ নিবন্ধন প্রজাদিগের নিকট কর আদায় করিতে না পারিয়া, অলকনন্দা চৌধুরাণী কোম্পানির রাজস্ব-দায়ে মহা বিব্রত হইয়া পড়েন। অতঃপর তিনি রাজস্ব পরিশোধের উপারান্তর না দেখিয়া পলায়ন পূর্ব্বক কলিকাতায় গমন করেন। তথাকার কৌন্সিলের নিকট তৎসম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিয়া অবিলম্বে বাটীতে প্রত্যাগমন করেন; কিন্তু ১১৮৮ বঙ্গাব্দে

( ১৭৮২ খ্রীঃ অব্দে ) বাকী খাজানার জন্য ইঁহা-র জমিদারি চাকলে কাকিনীয়ার অন্তর্গত চন্দ্র-পুর প্রভৃতি ৪৭ খানি মৌজা ( উহার সদর জমা ১৮০০০ হাজার টাকা ) নীলাম হইয়া যায়।

ইনি কাকিনীয়ার ৫ ক্রোশ উত্তরে সীতাই নামক স্থানে " অলকেশ্বর,, নামক শিবস্থাপন করিয়া তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, এবং অনেক লোককে ব্রহ্মোত্তর আদি নিষ্কর-ভুমি দান করেন। ইনি ১৪ বৎসর কাল জমিদারি চালাইয়া অবশেষে ১১৯০ বঙ্গাব্দে ( ১৭৮৪ খ্রীঃ-অব্দে ) জেলা রঙ্গপুরের তদানীন্তন কালেক্টর মেং মুর্ সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়া দত্তকপুত্র রামরুদ্র রায় চৌধুরীর নামজারি করিয়া দেন-এবং অনেক দিনের পর সম্ভবতঃ ১২০৭ বঙ্গাব্দে ইনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। ইনি লেখাপড়া জানিতেন, এবং অতিশয় বুদ্ধিমতী ও ধর্ম্মপ-রায়ণা ছিলেন। জমিদারি [illegible] ইঁহার বিলক্ষণ নৈপুণ্য ও দক্ষতা ছিল। ইনি তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ

বংশীয়া মহিলাদিগের মধ্যে একজন গুণবতী ছিলেন।

---

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

## রামরুদ্র রায় চৌধুরী।

রামরুদ্র রায় চৌধুরী রাজমোহন চৌধুরী নামক নিজ গোমস্তা সহকারে ১১৯৩ বঙ্গাব্দের (১৭৮৭ খ্রীঃ অব্দে) ২৯ শে জ্যৈষ্ঠ দেওয়ানী সনন্দপ্রাপ্ত-কোম্পানীর পক্ষে জেলা রঙ্গপুরের কালেক্টর ডে, হার্ট; ম্যাকডাওয়াল সাহেবের নিকট ১০০০০হাজার টাকা জমা বৃদ্ধি দিয়া আপন জমিদারির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পূর্ব্বক তাহার সনন্দ গ্রহণ করেন।

ইনি ক্রমশঃ তিন বিবাহ করেন। ইঁহার বড় স্ত্রীর নাম কাত্যায়নী বা গৌরসুন্দরী চৌধুরাণী মধ্যম-পত্নীর নাম রামমোহিনী চৌধুরাণী। ছোট স্ত্রীর নাম রামমণি চৌধুরাণী। ইঁহার জ্যেষ্ঠা স্ত্রী গৌরসুন্দরী চৌধুরাণীর গর্ভে ক্রমশঃ ইঁহার

রামচন্দ্র, কৃষ্ণনাথ ও ভৈরবচন্দ্র নামে তিনটি পুত্র, এবং কমলা নাম্নী একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার মধ্যম-পত্নী রামমোহিনী চৌধুরাণীর সন্তান-সন্ততি কিছু হয় নাই। কনিষ্ঠা স্ত্রী রামমণি চৌধুরাণীর গর্ভে রুদ্রনাথ নামে একটি পুত্র ও বিমলা এবং কাশীশ্বরী নাম্নী দুইটী কন্যার জন্ম হয়।

১১৯৩ বঙ্গাব্দের (১৭৮৭ খ্রীঃঅব্দে) চৈত্র মাসে বৃষ্টি হইয়া ভয়ানক জলপ্লাবন হয়। * এই বন্যায় জলমগ্ন হইয়া কতক লোক হাবু ডুবু খাইয়া প্রাণত্যাগ করে। অবশিষ্ট লোকেরা মঞ্চ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তদুপরি বাস করিয়া প্রাণরক্ষা করে। এই বন্যার শেষ হইতে না হইতেই আবার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এই দুর্ভিক্ষে যে কত লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, তাহার সংখ্যাবধারণ করা সুকঠিন। বিপদ বিপদের অনুসরণ করে,

* কার কথা কাঁয় শুনে চৈৎ মাসে বান্, কারো গেল চিনা কাউন্ কারো গেল ধান।

ইহার উপর আবার ত্রিস্রোতা নদীর জল-বৃদ্ধি হইয়া অনেক গ্রাম জলমগ্ন করে, এবারেও জল-মগ্ন হইয়া, অনেকটি লোক কালগ্রাসে পতিত হয়। তৎপরে লোমহর্ষণ ঝটিকা উপস্থিত হইয়া রঙ্গপুর প্রদেশের অনেক গ্রাম সমভূমি করিয়া যায়। এই ঝড়েও বিস্তর লোক কাল-কবলে পতিত হয়।

এই সময়ে কুলতিলক রামরুদ্র রায় চৌধুরী মহাশয় চাকলে কাকিনীয়ার অন্তর্গত পূর্ব্ব নিলা-মী মহাল মধ্যে চোরতাবাড়ী প্রভৃতি কয়েক খানি মৌজা ক্রয় করেন। তৎপরে ইনি ক্রমশঃ মৌজে পলাশবাড়ী, মৌজে খলিশাপচা, মৌজে মশুরুত গোড়গ্রাম, কিসামত মশুরুত গোড়গ্রাম খরিদ করেন। ইহার পর ইনি পরগ-ণে শূকরগুজারি, পরগণে মূলগাম-চাঁদনগর, চাকলে কাজিরহাটের অন্তর্ব্বর্ত্তী কিসামত খা-রিজা গোলনা, শিবরাম বাউরা, তালুক অমা-খানার ৫০ আনা অংশ ক্রয় করেন এবং দক্ষিণ

অঞ্চলের কার্যাকুশল অমাত্য সকল নিযুক্ত করিয়া জমিদারি কার্য্য সুশৃঙ্খল-বদ্ধ করেন।

অতঃপর ইনি ১২০৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র রায় চৌধুরীকে সাহেববাম রায়ের কন্যা জয়মণির সহিত ও ১২১১ বঙ্গাব্দের ৪ ঠা জ্যৈষ্ঠ বুধবার স্বীয় কমলা নাম্নী জ্যেষ্ঠা কন্যাকে গৌরীচন্দ্র রায়ের সহিত বিবাহ দেন। এই দুই বিবাহে বিস্তর ব্যয়বিধান করেন এবং কন্যা-জামাতাকে প্রচুর দান-সামগ্রী ও প্রতিপালনের নিমিত্ত সম্ভ্রমানুরূপ স্থাবর-সম্পত্তি প্রদান করেন।

ইনি ১২১৩ বঙ্গাব্দে সস্ত্রীক (তিন স্ত্রী সহকারে) শ্রীক্ষেত্র ধামে গমন করেন। শুনিতে পাওয়া যায়, তথায় উপনীত হইয়া প্রচুর ব্যয় বিধান করিয়া সুখ্যাতি লাভ করেন। প্রত্যাগমন সময়ে বর্দ্ধমানের তাৎকালিক মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরিচিত হন এবং তথায় সমারোহের সহিত দুর্গোৎসব নির্ব্বাহ করিয়া

দান-শৌণ্ডতার নিমিত্ত প্রশংসা লাভ করেন।, তথা হইতে প্রত্যাগমন সময়ে জেলা পাবনার অধীন তাড়াশ গ্রামের তদানীন্তন জমিদারের সহিত চাক্ষুষ করিয়া সৌহৃদ্য সংস্থাপন করেন।

তৎপরে ইনি বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া, অন্তঃপুরস্থ বর্ত্তমান দক্ষিণ দ্বারি অট্টালিকা, বহির্বাটীর দুইটি দ্বিতল গৃহ এবং আনন্দময়ী দেবীর মণ্ডপের সম্মুখস্থ নাট-মন্দির প্রস্তুত করান। এই সময়ে আনন্দময়ীর বাটীতে একটি মঠ প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে তদীয় মধ্যম স্ত্রী রামমোহিনী চৌধুরাণী দ্বারা "রামেশ্বর" নামক শিব-স্থাপন করান। তৎপরে ইনি শান্তিপুর নিবাসি কমলাকান্ত গোস্বামি প্রভুর দ্বারা দক্ষিণ অঞ্চল হইতে সিংহাসন সহকারে শ্যামসুন্দর বিগ্রহ আনয়ন করিয়া নিজালয়ে সংস্থাপন করেন। ইঁহা দ্বারাই নিজ বাটীতে অতিথিশালা সংস্থাপিত হয় এবং ইনিই প্রতিবর্ষে একটি করিয়া জলছত্র সংস্থাপন করা ও কাকিনীয়াস্থ আশ্রিত জনসাধারণের

বাটীতে আবশ্যক মত কূপখনন করিয়া দেওয়ার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন। পরন্তু কাকিনীয়াতে কোন লোকের মৃত্যু ঘটিলে, কাষ্ঠাদি দিয়া তাহার শব সংস্কারের সাহায্য করিবার প্রথাও স্থাপিত করেন। ইনি নিজ জমিদারির মধ্যে জল-কষ্টের কথা শুনিয়া অনেক স্থানে পুষ্করিণী খনন করিয়া দেওয়াইয়াছেন। ইনি অনেক অবিবাহিত ব্রাহ্মণকে বিবাহ দেন এবং পাটগ্রামের অধীন ভাণ্ডারদহ গ্রামবাসি রামকিশোর শর্ম্মা নামক একজন ব্রাহ্মণ হাড়ির কন্যাকে বিবাহ করিয়া পতিত ও সমাজচ্যুত হয়। তিনি বিশেষ আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক উক্ত ব্রাহ্মণের নিরাশ্রয় শিশুসন্তান দুটিকে সমাজভুক্ত করিয়া দেন।

ইনি আপনার মধ্যম স্ত্রী রামমোহিনী চৌধুরাণীর হস্তে অন্তঃপুরস্থ সমস্ত কর্ত্তৃত্ব-ভার অর্পণ করেন। উক্ত চৌধুরাণী গৃহের লক্ষ্মী-স্বরূপা ছিলেন। তিনি অন্দর-মহলে সর্ব্বদা নানাবিধ উপাদের সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। ভিন্ন

দেশীয় কোন ভদ্র লোক বহির্ব্বাটীতে আসিলে, তত্ত্ব লইয়া তৎক্ষণাৎ জল-সেবনের নিমিত্ত ঐ সকল দ্রব্য পাঠাইয়া তৎপরে আহারের জন্য মৎস্য তরকারি পর্য্যন্ত পাঠাইয়া দিতেন। ইনি প্রতি দিন একটি ব্রাহ্মণকে আহারোপযুক্ত খাদ্য সামগ্রী না দিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। ঐ খাদ্য দ্রব্যকে এখানে "ব্যঞ্জনের সাজ,, কহে উহা অদ্যাবধি প্রতি দিন ব্রাহ্মণকে দেওয়া হইয়া থাকে। পরন্তু বিদেশস্থ ভদ্র লোক কেহ পীড়িত হইলে, তাহার পথ্য পর্য্যন্ত অন্তঃপুর হইতে পাঠাইয়া দিতেন। ইনি কাকিনীয়ার সন্নিহিত গোপাল রায় নামক স্থানে একটি পুষ্করিণী খনন করাইয়া প্রজাগণের জলকষ্ট দূর করেন। এই সময়ে ইঁহার সপত্নী গৌরসুন্দরী চৌধুরাণী মহাশয়া মানবলীলা সম্বরণ করায়, ইনি সপত্নী সন্তানগণকে প্রতিপালন করেন। বাৎসল্যগুণে উক্ত সন্তানগণও ইঁহার অতিশয় বাধ্য ছিলেন।

অনন্তর রামরুদ্র রায় চৌধুরী মহাশয় পুত্র

মহা মহা বারুণী গঙ্গাস্নান করিয়া পরিশেষে ১২১৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে মধ্যম ও ছোট স্ত্রী এবং জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্র সঙ্গে করিয়া জল পথে গয়া ও কাশী প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটনে গমন করেন। পথি-মধ্যে ভাগলপুর নামক স্থানে ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র রায় চৌধুরী বসন্ত রোগে প্রাণত্যাগ করেন। রামচন্দ্র গৌরবর্ণ ও দীর্ঘাকৃতি সুন্দর মনুষ্য ছিলেন। যাহা হউক, ইঁহার মৃত্যুতে রামকন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় সাতিশয় শোকাকুল হইয়া তথা হইতে প্রথমে গয়া ও তৎপরে কাশী-ক্ষেত্রেউপ স্থিত হন। ইনি কাশীতেগিয়া তথায় একটী অট্টালিকাময় বাটী প্রস্তুত করাইয়া, সেখানে "আনন্দেশ্বর,, নামক শিব-স্থাপন করেন এবং কাশীবাসি বহু লোককে বৃত্তি ও অন্নবস্ত্র এবং ধনদান করিয়া যশোলাভ করেন। এই সময়ে ইঁহার মধ্যম বনিতা রামমোহিনী চৌধুরাণী মহাশয়া বহু ব্যয়-বিধান করিয়া ভুবভাণ্ডার নিবাসি স্বর্গীয় সূর্য্যপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয়ের

স্ত্রীর সহিত সখীত্ব-সম্বন্ধে সংবদ্ধ হন।

তৎপরে মহাত্মা রামরুদ্র রায় চৌধুরী কাশী হইতে মুরশিদাবাদে আগমন করেন। ইনি এই যাত্রায় মুরশিদাবাদের অন্তঃপাতী বড়নগর নামক স্থানে ভাগীরথী তীরে একটী অট্টালিকা-ময় বাটী প্রস্তুত করাইয়া তথায় শিব-স্থাপন করেন এবং দেবীপুরের নিকটবর্ত্তী খাঁটুরা নামক একখানি গ্রাম ক্রয় করেন।

ইহার বহুকাল পরে রামরুদ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠা স্ত্রী রামমোহিনী চৌধুরাণী মহাশয়া মুরশিদাবাদের অন্তর্গত দেবীপুরে একটি বাটী প্রস্তুত করাইয়া তথায় শিব-স্থাপন করেন। ঐ শিব-মন্দিরের পুরোভাগে এই উৎসর্গ-লিপি অঙ্কিত আছে, যথা;—"নব-বৈশ্বেন্দ্রমে শাকে রামরুদ্রস্য কামিনী। মন্দিরং মোহিনীশস্য নির্ম্মমে রামমোহিনী।" অর্থ রামরুদ্রের রামমোহিনী নাম্নী সহধর্ম্মিণী ১৭৬৯ শকে ( ১২৫৩ বঙ্গাব্দে শিব-পার্ব্বতীর মন্দির )

নির্ম্মাণ করিলেন। অনন্তর উক্ত চৌধুরাণী তথায় রুদ্রবাটী নামক এক খানি গ্রাম ক্রয় করেন।

রামরুদ্র রায় চৌধুরী মহাশয় মুরশিদাবাদ হইতে কাকিনীয়ার বাটীতে প্রত্যাগত হইয়া, সম্ভবতঃ ১২২০ বঙ্গাব্দে স্বীয় মধ্যম পুত্র কৃষ্ণনাথ রায় চৌধুরীকে ব্রজমোহন নিয়োগীর ভগ্নী কৃষ্ণরমণীর সহিত বিবাহ দেন। তাঁহার পুত্রগণ মধ্যে ভৈরবচন্দ্র রায় চৌধুরীকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ এবং কার্য্যদক্ষ জানিতে পারিয়া, তাঁহার উপর জমিদারি সংক্রান্ত সমস্ত কর্ত্তৃত্ব-ভার সমর্পণ করেন। অতঃপর ইনি শারীরিক কিঞ্চিৎ অসুস্থ হওয়ায়, ১২২০ বঙ্গাব্দে গঙ্গাতীরে বাস করার মানসে স্বীয় পুত্র কৃষ্ণনাথ, ভৈরবচন্দ্র ও রুদ্রনাথ রায় চৌধুরী ত্রয়ের নিকট জমিদারি এবং সংসার চালাইবার নিমিত্ত সুবিস্তৃত ও সদুপদেশপূর্ণ এক নিয়ম-পত্র লিখিয়া দিয়া, জেলা মুরশিদাবাদের অন্তর্ব্বর্ত্তী বড়নগরস্থ বাটীতে গমনকরেন।

ইনি মুর্শিদাবাদে গমন করার পর সম্ভবতঃ ১২২০ বঙ্গাব্দে ইঁহার বিমলা নাম্নী দ্বিতীয় কন্যার গুরুপ্রসাদ রায়ের সহিত বিবাহ হয় এবং বোধ হই তেছে, তৎপরে ইঁহার প্রথমপক্ষের কনিষ্ঠ পুত্র ভৈরবচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় মুক্তারাম চৌধুরীর কন্যা শবঙ্গসুন্দরীর পাণি-গ্রহণ করেন।

কয়েক বৎসর পরে, পুণ্যাত্মা রামরুদ্র রায় চৌধুরী মুরশিদাবাদ হইতে কাকিনীয়ার বাটী-তে প্রত্যাগত হন এবং টীকা না হওয়া হেতু, ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র রায় চৌধুরী বসন্তরোগে প্রাণত্যাগ করা বিশ্বাস করিয়া সমস্ত পরিবারকে টীকা দেওয়ান; কিন্তু পরিশেষে তাহাতে বিপরীত ফল ফলে, কারণ, প্রদত্ত টীকাজনিত বসন্তরোগে ইঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র রুদ্রনাথ অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হন। রুদ্রনাথ উত্তম শ্যামবর্ণ মধ্যমাকারের মনুষ্য ছিলেন; ইনি যৌবন-সীমায় পদার্পণ না করিতেই লীলাসম্বরণ করেন।

পুত্রের মৃত্যুতে রামরুদ্র রায় চৌধুরী মহাশয় শোক-সন্তপ্ত হইয়া নিজপরিবারের টীকা দেওয়ার প্রথা একবারে উঠাইয়া দেন, সেই হইতে কাকিনীয়ার রাজ-পরিবারের কাহাকেও টীকা দেওয়া হয় না। ইনি যদিও ক্রমশঃ ভার্য্যা ও দুইটি পুত্র-শোকে কাতর হইয়াছিলেন, তথাপি ইঁহাকে সর্ব্বতোভাবে সুখী বলা যাইতে পারে, যেহেতু ইনি পৌত্র-পৌত্রী এবং দৌহিত্রী পর্য্যন্ত দেখিতে পাইয়াছেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র রায় চৌধুরীর ক্রমশঃ দুইটী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন; প্রথমটী অর্থাৎ রামসুন্দরী ১৭২৯ শকাব্দে (১২১৩ বঙ্গাব্দে) এবং দ্বিতীয় কন্যাটী অর্থাৎ কৃষ্ণসুন্দরী ১৭৩১ শকাব্দে (১২১৫ বঙ্গাব্দে) প্রসূত হন। তৎপরে ইনি মুরশিদাবাদে অবস্থান কালে ইঁহার মধ্যম পুত্র কৃষ্ণনাথ রায় চৌধুরীর একটি পুত্র ১৭৩৯ শকাব্দে (১২২৩ বঙ্গাব্দের ৪ঠা আষাঢ় সোমবার) জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নাম শ্রীনাথ রাখা হয়।

অবশেষে রামচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় ১২২৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে জ্বর-রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃতকল্প হন, পুত্রগণ ইঁহার জীবনের প্রতি নিরাশ হইয় কাকিনীরাতেই ইঁহাকে বিধিপূর্ব্বক বৈতরণীপার করান; কিন্তু ইনি সেই আসন্ন মৃত্যু সময়ে মুক্তিকাশায়ী হইয়া পুত্রগণের প্রতি আদেশ করেন যে, "আমার মৃত্যু এখানে হইবেনা, তোমরা অবিলম্বে আমাকে ভাগীরথী তীরে পাঠাইয়া দাও।" তদনুসারে তাঁহার পুত্র ভৈরবচন্দ্র রায় চৌধুরী ও পত্নীদ্বয় তাঁহাকে লইয়া গঙ্গাতীর বড়নগরের বাটীতে গমন করেন। সমভিব্যাহারী লোকদিগের নিকট অবগত হওয়া গিয়াছে যে, ইনি তথাকার বাড়ীতে উপনীত হইয়া ৮ আট দিবসের পর পূর্ব্বোক্ত অব্দের ১৭ ই আষাঢ় বুধবার রজনীতে মুমূর্ষাবস্থ হওয়ায়, বড় নগরের বাটী হইতে ইঁহাকে গঙ্গাতীরস্থ গৃহে ( এই গৃহ পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়াছিল ) লইয়া যাওয়া হয় ও গঙ্গাদর্শন করিবার

জন্য কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত জাহ্নবী আলোকিত করা হয়। ইনি গঙ্গাতীরে নীত হইলে, সঙ্গীয় লোক দিগকে জিজ্ঞাসা করেন, "এই কি গঙ্গা?" তদুত্তরে তাঁহারা কহেন "হাঁ এই গঙ্গা দর্শন করুন।" তিনি এই কথা শ্রবণ মাত্র আনন্দে গদ গদ হওতঃ হাস্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, "আর আমার ভয় কি? অদিগঙ্গাকে প্রাপ্ত হইলাম।" তৎপরে যথা সময়ে ইঁহার অর্দ্ধাঙ্গ পবিত্র-সলিলা-জাহ্নবী-নীরে নিমগ্ন করা হইলে উপরিউক্ত দিবসের ৩। ৪ তিন চারি দণ্ড রাত্রি অবশিষ্ট থাকিতে কাশীকান্ত ও উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য গুরুপুত্র দ্বয় সাক্ষাতে প্রাণত্যাগ করেন।

মহাত্মা রামকৃষ্ণ রায় চৌধুরী মহাশয়, গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি মনুষ্য ছিলেন। ইঁহার বয়স কত হইয়াছিল, জ্ঞাত হওয়া যায় নাই; কিন্তু ইনি ৪৯ বর্ষকাল কাকিনা-সংসারে ছিলেন। শুনা গিয়াছে, ইনি শেষদশায় যষ্টি-অবলম্বন করিয়া চলিতেন। এ নিমিত্ত বোধ হইতেছে, ইঁহার বয়স

৬০। ৬৫ বৎসরের ন্যূন হইয়াছিল না। ইনি এক জন পরম-ধার্ম্মিক, পরোপকারী; প্রসিদ্ধ আতিথেয়, পরম-দয়ালু, সুশীল, বদান্য, বাগ্মী এবং বিজ্ঞ লোক ছিলেন। ইঁহার চরিত্র এতদূর পবিত্র ছিল যে, তাৎকালিক লোকেরা মুক্তকণ্ঠে কহিয়া থাকে, "পুণ্যাত্মা রামরুদ্র রায় চৌধুরীর নাম প্রাতঃস্মরণীয়।" পরন্তু বিখ্যাত ভ্রমণকারী বুক্যানন্ সাহেব স্বরচিত গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন যে, রামরুদ্র রায় চৌধুরী এক জন প্রসিদ্ধ অতিথি-সেবক এবং বিজ্ঞ ও সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন।

---

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

### কৃষ্ণনাথ ও ভৈরবচন্দ্র রায় চৌধুরী।

কৃষ্ণনাথ ও ভৈরবচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় দ্বয়, সমারোহের সহিত পিতৃশ্রাদ্ধ নির্ব্বাহ করিয়া ১২২৬ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে পৈতৃক জমিদারীতে নিযুক্ত হন। কৃষ্ণনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের নামজারি হইল বটে, কিন্তু তিনি

সাক্ষি-গোপালের ন্যায় বসিয়া থাকিতেন; যেহেতু, কোন লোক প্রয়োজন বশতঃ তাঁহার নিকট গমন করিলে, তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভৈরব-চন্দ্রকে দেখাইয়া দিতেন, সুতরাং ভৈরব চন্দ্রই কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। ভৈরবচন্দ্র ১২২৭ বঙ্গাব্দের ২৪ শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার বরদা নাম্নী স্বীয় বৈমাত্রেয় ভগিনীকে গৌরচাঁদ রায়ের সহিত এবং ঐ অব্দের ২৫ শে আষাঢ় শুক্রবার ভ্রাতু-ষ্পুত্রী কৃষ্ণসুন্দরীকে হরেকৃষ্ণ রায়ের সহিত বিবাহ দেন। ১২২৯ বঙ্গাব্দে লক্ষ্মী-পূর্ণিমার দিবস ইঁহার মধ্যম বিমাতা রামমোহিনী চৌধুরাণী মহাশয়া সোম-রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্তা হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। ইনি মধ্যমাকারের স্থূলকায়া ছিলেন এবং অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা, দানশীলা, দয়াশীলা, বুদ্ধিমতী ছিলেন। ইঁহার এরূপ বুদ্ধির প্রতিভা ছিল যে, ইনি জমিদারী কার্য্যের জটিল বিষয়েও মন্ত্রণা দিতে পারিতেন। সপত্নী-সন্তানেরা ইঁহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া,

কোন কার্য্য করিতেন না।

ভৈরবচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় যথাসময়ে রজত-নির্ম্মিত-দ্রব্যজাতসংক্রান্ত ৪ চারি ষোড়শ এবং হস্তী ঘোটকাদি দান-সামগ্রী দ্বারা বিমাতার দান-সাগর-শ্রাদ্ধ করেন। ইনি জেলা রঙ্গপুরের অন্তর্গত মাহিগঞ্জ নামক স্থান হইতে চাকলার কাছারী উঠাইয়া আনিয়া কাকিনা রাজবাটীর নিকটে (একণে যেখানে পুষ্পোদ্যান আছে, তথায়) সংস্থাপন করেন। ইঁহার সহিত তদানীন্তন রঙ্গপুরের জজ্ মেং ন্যাথেনিয়াল্ স্মিথ্ সাহেবের বিলক্ষণ সৌহৃদ্যতা ছিল। ইঁহার ক্রমশঃ দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন; প্রথমটি, ১২২৬ বঙ্গাব্দের ১১ ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার প্রসূত হন, তাঁহার নাম কালীচন্দ্র রাখা হয় এবং দ্বিতীয়টি ১২২৯ বঙ্গাব্দের ৭ ই শ্রাবণ রবিবার জন্মাষ্টমীর দিবস জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নাম শম্ভুচন্দ্র হয়।

অতঃপর ১২৩০ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে,

কৃষ্ণনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় " আগুমিগ্রাস,, ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া মৃতকল্প হওয়ায়, স্বীয় সহধর্ম্মিণী কৃষ্ণরমণী চৌধুরাণীকে অপ্রাপ্ত-ব্যবহার পুত্র শ্রীনাথের ভবিষ্যৎ ভূসম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অছি নিযুক্ত করত কালগ্রাসে পতিত হন। ইনি মধ্যমাকারের গৌরবর্ণ, ক্ষীণ-শরীরী সবলমনুষ্য ছিলেন।

ভৈরব চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীনাথের দ্বারা যথাসময়ে শ্রাদ্ধক্রিয়া সাঙ্গ করান। তৎপরে ইনি ১২৪২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে জ্বর-রোগে আক্রান্ত হওত জীবনের প্রতি নিরাশ হইয়া, কালীচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রদ্বয়ের ভাবী-সম্পত্তি রক্ষার জন্য স্বীয় সহধর্ম্মিণী লবঙ্গসুন্দরী চৌধুরাণী মহাশয়াকে অছি নিযুক্ত করিয়া উপরিউক্ত বঙ্গাব্দের ৪ঠা কার্ত্তিক মঙ্গলবার ( ১৮৩৫ খ্রীঃঅব্দের ২০ শে অক্টোবর ) নানবলীলা সম্বরণ করেন।

মহাত্মা ভৈরবচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়

শ্যামবর্ণ মধ্যমাকারের মনুষ্য ছিলেন। ইনি ধার্ম্মিক, বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্, কার্য্যদক্ষ, ও গম্ভীর-প্রকৃতির মনুষ্য ছিলেন। ইনি, তৎকাল-প্রচলিত বঙ্গ ও পারসী ভাষা জানিতেন ; কিন্তু পারস্য ভাষাতেই ইঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইঁহার পৈতৃক কীর্ত্তি-কলাপ বজায় রাখা সম্বন্ধে আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, ইনি তাহাতে সফলপ্রযত্নও হইয়াছিলেন। ইঁহার আর একটি প্রশংসনীয় এই গুণ ছিল যে, ইনি বুদ্ধি ও অনুভব-শক্তি দ্বারা লোকের চরিত্রগত দোষগুণ অনেকাংশেই জানিতে পারিতেন।

---

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

## কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী।

কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় যথাবিধি পিতৃশ্রাদ্ধ নির্ব্বাহ করত ১২৪৩ বঙ্গাব্দে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পৈতৃক জমিদারিতে নিযুক্ত হন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শম্ভু চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় অপ্রাপ্তবয়স্ক

জন্য তৎপক্ষে তদীয় জননী অছি নিযুক্ত থাকেন।

## শ্রীনাথ রায় চৌধুরী।

১২৪৩ বঙ্গাব্দে শ্রীনাথ রায় চৌধুরী স্বীয় পিতৃব্য পুত্র কালীচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরীদ্বয়ের সহিত পৈতৃক জমিদারী বণ্টন করিয়া লইয়া, বর্ত্তমান রাজবাটীর আদি ভদ্রাসনে স্থায়ী থাকেন। কালীচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্রের বাসের নিমিত্ত রাজবাটীর দক্ষিণাঙ্গন স্থিরীকৃত হয়।

শ্রীনাথ রায় চৌধুরী ১২৪৩ বঙ্গাব্দের ১৪ ই ভাদ্র ব্রজগোবিন্দ রায়ের লক্ষ্মীশ্বরী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন। ১২৪৬ বঙ্গাব্দে ইঁহার সহধর্ম্মিণীর গর্ভে একটি পুত্র-সন্তান প্রসূত হন। তাঁহার নাম দ্বারকানাথ রাখা হয়। শ্রীনাথ রায় চৌধুরী পরগণে বাজিতপুরের অন্তর্গত লাট শক্তিপুর ক্রয় করেন এবং ক্রমশঃ নিজালয়স্থ বহির্ব্বাটীর পূর্ব্ব-পশ্চিম এবং দক্ষিণ দ্বারী ও রন্ধনশালা এবং চণ্ডীমণ্ডপ, নাটমন্দির ও অন্তঃপুরস্থ দক্ষিণ ও পূর্ব্বের অট্টালিকা নির্ম্মাণ

করান। ১২৫২ বঙ্গাব্দের ২৬ শে ফাল্গুন রবিবার বেলা দ্বিপ্রহরের সময় ইঁহার জননী কৃষ্ণরমণী চৌধুরাণী মহাশয়া কাশীর নিকটস্থ বরুণার ঘাটের অদূরে মানব-লীলা সম্বরণ করেন। কৃষ্ণরমণী চৌধুরাণী মহাশয়া মধ্যমাকারের শ্যামবর্ণা, ও ক্ষীণাঙ্গিনী ছিলেন। শ্রীনাথ রায় চৌধুরী যথা সময়ে রজত-নির্ম্মিত চারি ষোড়শ সহকারে দান সাগর করিযা মাতৃশ্রাদ্ধ সমাপন করেন।

১২৪৩ বঙ্গাব্দের ৪ ঠা অগ্রহায়ণ শুক্রবার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় পার্ব্বতীচরণ রায়ের কন্যা শ্যামাসুন্দরীকে বিবাহ করেন। এবং ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহোদয় ঐ অব্দের ১০ ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার উক্ত রায়ের কনিষ্ঠা কন্যা উমাসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন। কালীচন্দ্র পরগণে আমড়হরের অন্তর্গত লাট-ফরিদপুরের ।১০ আনা অংশ ক্রয় করেন, এবং নিজবাটীর কাছারীর দ্বিতলগৃহ ও চণ্ডীমণ্ডপ, ( এই গৃহে যন্ত্রালয় স্থাপিত হইয়া-

ছে) অন্তঃপুরস্থ নূতন অট্টালিকা-নির্ম্মাণ ও রাজ বাটীর পূর্ব্ব দিগস্থ কালী-সাগর নামক পুষ্করিণী খনন করান। ইঁহার দেব-দ্বিজের প্রতি অবিচলিত প্রীতি ও ভক্তি ছিল। শুনিয়াছি, কেহ ইঁহাকে উপাদেয় খাদ্য-দ্রব্য উপহার দিলে, ইনি নিজ উপাস্য কালিকা-দেবীকে না দিয়া কখনই তাহা ভক্ষণ করিতেন না। তন্নিমিত্ত ইনি সময়ে সময়ে মৃন্ময়ী কালিকা-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া, তাঁহাকে উল্লিখিত ফল-মূল সহকারে ষোড়শোপচারে পূজা দেওয়াইয়া, কৃতার্থম্মন্য হইতেন এবং অবশেষে সাদরে ব্রাহ্মণ-ভদ্রদিগকে প্রসাদ ভক্ষণ করাইয়া অতুলানন্দ অনুভব করিতেন।

১২৫১ বঙ্গাব্দের ১১ই চৈত্র কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী, শ্যামাসুন্দরী চৌধুরাণী মহাশয়া যক্ষ্মা-রোগে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হন। ইনি মধ্যমাকৃতি ক্ষীণাঙ্গিণী সুন্দরী এবং সচ্চরিত্রা ছিলেন। অতঃপর কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় ১২৫২ বঙ্গাব্দের ২৮শে আষাঢ়

শুক্রবার ব্রজবন্ধু রায়ের হরিপ্রিয়া নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন।

এই সময়ে শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় দৈহিক কিঞ্চিৎ অসুস্থ হইয়া চিকিৎসার্থে ১২৫২ বঙ্গাব্দের ১৯ সে অগ্রহায়ণ বুধবার নিজালয়ে হইতে যাত্রা করিয়া ২০ শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার জলপথে ঢাকা জেলায় গমন করেন এবং ৪ ঠা পৌষ তথায় উপনীত হন। ইনি কিছুকাল তথায় অবস্থানের পর কথঞ্চিৎ আরোগ্য-লাভ করিয়া ঐ বর্ষে নির্ব্বিঘ্নে নিজালয়ে প্রত্যাগমন করেন।

শম্ভু চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় ১২৫৩ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে পুনরায় শারীরিক কিঞ্চিৎ পীড়িত হওয়ায়, তদীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী মহোদয় তাঁহাকে জ্যেষ্ঠানুসারে জমিদারিতে কর্ত্তৃত্ব করিবার বিবরণে একরার লিখিয়া দেওয়ার কথা কহেন, উদারচরিত্র শম্ভুচন্দ্র এই কথা শ্রবণ মাত্র উল্লিখিত বিবরণে এক-

বার পত্র লিখিয়া দিয়া অগ্রজের মনোরথ পূর্ণ-করেন। ঐ একরারের স্থূল মর্ম্ম এই যে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সমস্ত সম্পত্তির সম্পূ-কর্ত্তৃত্ব করিবেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমান পর্য্যন্ত কেবল মাত্র দেড় শত টাকা মাসিক মাসহারা প্রাপ্ত হইতে থাকিবেন এবং এই একরারের লিখিত বিবরণ ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারি দিগকেও মানিতে হইবে।

অনন্তর, ১২৫৫ বঙ্গাব্দের মাঘমাসে কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় জ্বর, প্লীহা, উদরাময় প্রভৃতি নানারূপ ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার্থ উক্ত অব্দের ১৯ শে মাঘ বুধবার ঊষা-যাত্রা করিয়া গঙ্গাতীরস্থ বড়নগরের বাটীতে গমন করেন। ইনি তথায় উপনীত হইলে পর দৈনন্দিন ইঁহার ব্যাধি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তৎপরে, উক্ত অব্দের ২৯ শে ফাল্গুন রবিবার সহসা ইঁহার বাক্‌রোধ হয়, তদ্দর্শনে সমভিব্যাহারী অমাত্য প্রভৃতি ইঁহাকে ভাগীরথীতীরে লইয়া যান এবং আসন্ন-মৃত্যু-সময় উপস্থিত দেখিয়া

অর্দ্ধাঙ্গ গঙ্গানীরে নিমগ্ন করান। সে সময় ঊর্দ্ধ-শ্বাস প্রভৃতি মৃত্যু-লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে ইঁহার শ-রীরে আবির্ভূত হইয়াছিল, এমন সময়ে ইনি জ্ঞানলাভ করিয়া সমভিব্যাহারী লোক দিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন যে, "এখনও আমার মৃত্যু সময় উপস্থিত হয় নাই। অতএব আমাকে নারায়ণ-ক্ষেত্রে উঠাইয়া রাখ।,, ইঁহারআদেশানু-সারে ইঁহাকে তম্মুহূর্ত্তে নারায়ণ-ক্ষেত্রে উঠাইয়া রাখা হইলে পর, ইনি কহিলেন, " গঙ্গাতে সহস্র পরিমাণে দীপ জ্বালাইয়া দাও, আমি পবিত্র-সলিলা-ভাগীরথীকে দর্শন করি।,, তদনুসারে গ-ঙ্গানীর আলোকিত করা হইলে, ইনি দর্শন করিয়া কহিলেন, " মায়ের কি আশ্চর্য্য শোভা হইয়া-ছে!,, এসময়ে তদীয় বনিতা হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী মহাশয়া তথায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহার চরণ-তলে পড়িয়া নানারূপ আর্ত্তনাদ প্রকাশ করেন; মুমূর্ষু-প্রায় মহাত্মা কালীচন্দ্র তাঁহার শান্তনার জন্য বলেন " যদিও আমি তোমাকে পরিত্যাগ করি-

য়া যাইতেছি, তথাপি, তুমি শম্ভুচন্দ্রের অবাধ্য আচরণ না করিলে, সে তোমাকে মাতার ন্যায় প্রতিপালন করিবে। শম্ভুচন্দ্র কখনই তোমাকে ত্যাগ করিতে পারিবেনা, তুমি বাটীতে ফিরিয়া যাও, কদাচ শম্ভুচন্দ্রের অনিষ্ট বা অসন্তোষের কার্য্য করিবেনা।„ এই সমস্ত কথা শেষ হইলে পর, পুনরায় গঙ্গাতে লইয়া যাইবার আদেশ করিলেন। তাঁহার অনুমত্যনুসারে তাঁহাকে অর্দ্ধনাভি-গঙ্গাতে শায়িত করা হইল। সন্নিকটে ব্রাহ্মণমণ্ডলী সমাসীন হইলেন এবং তাঁহার মন্ত্রদাতা গুরুদেব উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই সময়ে মস্তকে চরণ-সংস্থাপন করিলেন এবং মস্তকের অনতিদূরে শালগ্রাম-চক্র ও বাণ-লিঙ্গ-শিব স্থাপন করা হইল। তিনি এই সময়ে, ইষ্টদেবের আজ্ঞা লইয়া একবার ধূম্রপান করেন। তৎপরে তিনি “ এই পবিত্র-ক্ষেত্রে বোধ হয়, যমদূতের কোন অধিকার নাই „ এইরূপ প্রকাশ করিলে, নিকটস্থ সমস্ত লোকে উত্তর কু-

রিল " এমন পবিত্র-স্থানে যমদূতের নিশ্চয়ই কোন অধিকার নাই।,, তচ্ছ্রবণে মহাত্মা কালীচন্দ্র সগর্ব্বে বলিলেন " পীতাম্বর খুড়া ! যম এবার ফাকিতেই পড়িল !!! তোমরা কেউ মায়ের নামের মাল্‌শী গান গাইতে পার ? ,, সকলে উত্তর করিল " এখানে কেহ গাইতে পারে, এমন লোক নাই ,, তাহা শুনিয়া পুণ্যাত্মা কালীচন্দ্র কহিলেন " তবে আমিই একটি মাল্‌শী গান করি ,, এই বলিয়া, রাজা রামকৃষ্ণের রচিত " কি হেরিলাম, জয়কালী রূপ – ,, এই মাল্‌শী গানটি স্বর-যোগে গাইতে গাইতে তাঁহার জীবাত্মা দেহ-মন্দির পরিত্যাগ করিল। এই ঘটনাটি ১২৫৫ বঙ্গাব্দের ৩০ শে ফাল্গুন সোমবার রাত্রি এক দণ্ড অবশিষ্ট থাকিতে সংঘটিত হয় । পুণ্য জীবন কালীচন্দ্র আসন্নকালে ইহাও বলেন যে, " যে সকল মহাশয়েরা এখানে উপস্থিত আছেন, আমি ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি, তাঁহাদের সকলেরই যেন এইরূপ মৃত্যু হয়। ইঁহার সমভিব্যা-

ছারী গঙ্গাতীরস্থ লোকেরা এবম্বিধ আশ্চর্য্য জ্ঞান-মৃত্যু দেখিয়া সকলেই ইঁহাকে ধন্যবাদ দেয়।

ইনি খর্ব্বাকৃতি, শ্যামবর্ণ, পরম ধার্ম্মিক, বুদ্ধিমান্, শান্তপ্রকৃতি ও সুসভ্য লোক ছিলেন। জমিদারি-কার্য্যে ইঁহার অত্যন্ত দক্ষতা ছিল, ইনি ১৩ বর্ষকাল জমিদারিতে কর্তৃত্ব করেন। শুনা গিয়াছে, ইঁহার অতিশয় যশোলিপ্সা ছিল, তন্নিবন্ধন ইনি স্বীয় পিতৃব্য-পুত্র শ্রীনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের সহিত সাংসারিক সমস্ত বিষয়ে প্রতিযোগিতা করিতেন, তিনি যাহাকে ১০ টাকা দান করিতেন, ইনি তাহাকে ১৫ টাকা দিতেন, তিনি একদা আপন গৃহের শীর্ষদেশে ইষ্টক দ্বারা ব্যাঘ্র-মুর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইলেন, তদ্দৃষ্টে ইনিও স্বীয় সৌধ-শিখরে হস্ত্যারূঢ়ব্যাঘ্র-বধার্থী শিকারির মুর্ত্তি প্রস্তুত করাইলেন। অদ্যাপি তাহার ভগ্নাবশেষ গৃহচূড়ায় বর্ত্তমান আছে।

ইঁহার মৃত্যুর পর, ইঁহার পত্নী হরি-প্রিয়া চৌধুরাণী মহাশয়া যথাসময়ে গঙ্গাতীরে রৌপ্য

ত্র্যহস্পর্শ সংক্রান্ত ষোড়শ-দানাদি করিয়া, শ্রাদ্ধক্রিয়া সমাপন করেন।

অনন্তর, ১২৫৫ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে শ্রীনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় গয়া, কাশী প্রভৃতি তীর্থ-পর্য্যটনের নিমিত্ত গমন করেন এবং ঐ সকল তীর্থদর্শনের পর নিজালয়ে প্রত্যাবৃত্ত হন। অবশেষে ইনি ১২৫৬ বঙ্গাব্দের ১৫ ই ফাল্গুন জ্বর ও উদরাময় আদি ব্যাধির তীব্র-আক্রমণে জীবনের প্রতি একান্ত নিরাশ হইয়া স্বীয় একাদশ বর্ষীয় অবয়ঃপ্রাপ্তপুত্র দ্বারকানাথের ভাবী ভূ-সম্পত্তি আদি রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিজ পত্নী লক্ষ্মীশ্বরী চৌধুরাণী মহাশয়াকে উইল্-সূত্রে সমর্পণ করেন। তৎপরে ব্যাধি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হওয়ায়, পূর্ব্বোক্ত অব্দের ১৯ শে ফাল্গুন শুক্রবার কালগ্রাসে পতিত হন।

ইনি চৌদ্দ বৎসর কাল জমিদারিতে কর্ত্তৃত্ব করেন। ইনি গৌরবর্ণ, অত্যন্ত ক্ষীণশরীরী, শান্ত-প্রকৃতি, ধর্ম্মনিষ্ঠ, ও বুদ্ধিমান্ লোক ছিলেন।

ইহাঁর মুখ-মণ্ডলে সর্ব্বদা হাস্য বিরাজ করিত

---

## লক্ষ্মীশ্বরী চৌধুরাণী।

লক্ষ্মীশ্বরী চৌধুরাণী মহাশয়া, পরলোকগত পতির শ্রাদ্ধক্রিয়া যথাবিহিত সম্পাদন করত, ১২৫৬ বঙ্গাব্দে স্বীয় স্বামির প্রদত্ত উইল্ অনুসারে জমিদারির কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হন। ইনি ১২৫৯ বঙ্গাব্দের ১৯ শে বৈশাখ কাশীকান্ত মজুমদারের মুক্তকেশী নাম্নী কন্যার সাহিত নিজ পুত্র কুমার দ্বারকানাথের বিবাহ দেন। ইনি রাজ-বাটীর পশ্চিমদিগস্থ পুষ্করিণী খনন করাইয়া, তাহার নাম লক্ষ্মী-সরোবর রাখেন এবং ঐ জলাশয় ব্যয়বিধান করিয়া উৎসর্গ করেন।

---

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

---

### শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী।

শম্ভুচন্দ্র, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাশীচন্দ্রের মৃত্যুর পর ১২৫৫ বঙ্গাব্দে সংসারের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব-ভার গ্রহণ করেন। ১২৫৮ বঙ্গাব্দের ১৩ ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার ব্রজবন্ধু রায়ের কন্যা ব্রজাঙ্গনার সহিত তাঁহার দ্বিতীয়পরিণয় হয়। তৎপরে ইনি ১২৫৯ বঙ্গাব্দের ৮ ই অগ্রহায়ণ সোমবার সপরিবারে জলপথে গয়া, কাশী প্রভৃতি তীর্থ দর্শনার্থ গমন করেন। ইনি ১১ ই পৌষ শুক্রবার গঙ্গাতীরস্থ পুখরিয়া নামক স্থানে উত্তীর্ণ হন। তথায় চারি দিবস অবস্থান করিয়া চন্দ্রগ্রহণোপলক্ষে পুরশ্চরণ এবং শ্যামাপূজা, গঙ্গাদেবীর অর্চ্চনা ও সম্ভবানুরূপ দান-বিতরণ করেন। পরে ২৭ শে পৌষ বটেশ্বর নামক স্থানে উপনীত হন। তথায় পর্ব্বতারোহণপূর্ব্বক

তত্রত্য অনাদিলিঙ্গ সদাশিবকে দর্শন করেন। তৎপরে ১ লা মাঘ পূর্ব্বাহ্ন বেলা ১ এক প্রহরের সময় জাঙ্গীরা নামক স্থানে গিয়া তথাকার পর্ব্বতোপরিস্থাপিত শিব-সন্দর্শন করেন। ৩ রা মাঘ শনিবার সীতাকুণ্ডের * নিকট উপস্থিত হন এবং সপরিবারে তথায় নৌকা হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক স্নানতর্পণাদি সমাপন করেন। ৫ ই মাঘ পূর্ব্বাহ্ন বেলা ১॥ দেড় প্রহরের সময় মুঙ্গেরের ঘাটে উত্তীর্ণ হন, এবং মুঙ্গের নগর দর্শন করেন। ১৫ ই মাঘ বৃহস্পতিবার কতুয়া নামক স্থানে উপস্থিত হন। এই স্থানে নৌকা রাখিয়া ১৯ শে মাঘ সোমবার পূর্ব্বাহ্ন ১॥ দেড় প্রহরের সময় সপরিবারে যাত্রা করিয়া ২৩ শে মাঘ শুক্রবার গয়ার সন্নিহিত লক্ষ্মীবাগ নামক স্থানে পৌঁছেন। তথায় স্নানাহার সমাধানান্তে সূর্য্যাস্তের প্রাক্কালে গয়াধামে যাইয়া উপনীত হন। পরে উক্ত তীর্থ দর্শনাবসানে

* সীতাকুণ্ড নামে এই উষ্ণ প্রস্রবণ টি মুঙ্গেরের ৩ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত আছে।

বাসাবাটীতে গিয়া, রাত্রি দুই ঘটিকার সময়ে কাকিনীয়ার অপরপক্ষের দেওয়ান ব্রজমোহন নিয়োগীর লিখিত পত্রে অবগত হন যে " ১২৫৯ বঙ্গাব্দের ৯ ই পৌষ বুধবার দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী জ্বররোগে পঞ্চত্বলাভ করিয়াছেন। দ্বারকানাথের বয়স ১৩। ১৪ বৎসর মাত্র হইয়াছিল, তিনি অত্যন্ত সুশ্রী ছিলেন। তাঁহার বর্ণ গৌর, এবং সর্ব্বাঙ্গ সুগঠিত ছিল। তাঁহার মৃত্যু সময়ে তদীয় বনিতা মুক্তকেশীর বয়ঃক্রম ৩।। কি চারি বৎসরের অধিক হইয়াছিল না।

শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যু সংবাদে অতীব শোকাকুল হন। অতঃপর ইনি কয়েক দিবস গয়াধামে অবস্থান পূর্ব্বক তত্রত্য ধর্ম্মারণ্য প্রভৃতি তীর্থদর্শন এবং ধনদানাদি কর্ত্তব্যকর্ম্ম সমাপনান্তে ১০ ই ফাল্গুন তথা হইতে সপরিবারে যাত্রা করিয়া ১৯ শে ফাল্গুন সায়ংকালে কাশী-ক্ষেত্রে পৌঁছেন।

ইনি এই সময় হইতে কিঞ্চিন্ন্যূনাধিক তিন

বর্ষকাল কাশীর বাটীতে অবস্থিতি করেন। এই কাল মধ্যে ইনি কাশীবাসি বেদান্তবিৎ ব্রহ্মানন্দ ও পরমানন্দ স্বামি পরমহংস মহাশয়-দ্বয়ের নিকট বেদান্ত স্যমন্তক, আত্ম-বোধ, বেদান্তসার, সভাষ্য হস্তামলক, ব্রহ্মনিরূপণকারিকা, শঙ্করভাষ্য, বেদান্তপরিভাষা এবং পঞ্চদশী চিত্র-দীপ প্রভৃতি ৩১ একত্রিশ খানি বেদান্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া উক্ত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন (১) এই

(১) পত্রের নকল বহী দৃষ্টে জানা গিয়াছে, শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় ১২৬০ বঙ্গাব্দের ৩০ শে ফাল্গুন তারিখে বারাণসী নগর হইতে জেলা রঙ্গপুরের অন্তর্গত তুষভাণ্ডার নিবাসি প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারি শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চৌধুরী রায় বাহাদুর মহোদয়কে একখানি পত্র দ্বারা জানান যে, "এপর্য্যন্ত আমি ৩১ খানি বেদান্তগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছি; অতঃপর পঞ্চদশী চিত্র-দীপ ও আরবীভাষার আলোচনা করিতেছি।" ইহাতে বোধ হয়, ইনি ঐ সকল পুস্তক ব্যতীত আরো কতিপয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

সময়ে ইঁহার পবিত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রতি অটল বিশ্বাস জন্মে। বেদান্তশাস্ত্র ভিন্ন ইনি তথায় আরবী ভাষাও অভ্যাস করেন। এতদ্ভিন্ন বিদ্যোৎসাহি শম্ভুচন্দ্র, কাশীরবাটীতে "আনন্দ সভা" নামে একটী সভা সংস্থাপন করিয়া, তাহাতে সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণকে নিযুক্ত করেন এবং তাঁহাদিগের দ্বারা নিজ সংগৃহীত হস্তলিখিত বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ সংশোধন ও তন্মধ্যস্থ ধর্ম্ম পুস্তক সকল পারায়ণ করান। ইনি তথায় "বসন্তকাশিকা" নামে একখানি সংস্কৃত-গ্রন্থ ও "মুকুন্দ সায়ের" নামে একখানি উর্দ্দু ও পারস্য ভাষার বহি এবং "আনন্দ-সভা-রঞ্জন-চম্পু" নামক একখানি বঙ্গভাষার গদ্য-পদ্য ছন্দের পুস্তক প্রণয়ন করেন; কিন্তু তন্মধ্যে কেবল মাত্র শেষোক্ত গ্রন্থ খানি মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হয়। তদ্ভিন্ন ইনি ইতিপূর্ব্বে কাকিনীয়ার বাটীতেও কয়েকখানি বঙ্গভাষার গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি কাশীর বাটীতে একটি যন্ত্রালয় সংস্থাপন করিবার সংকল্প

করিয়া কলিকাতা হইতে দুইটি মুদ্রাযন্ত্র আনয়ন করান; কিন্তু পরিশেষে বিশেষ প্রতিবন্ধক বশতঃ ইঁহার সে মনোরথ পূর্ণ হয়না।

১২৫৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে ইনি বারাণসী স্থিত-বাটীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকস্থ একটী বাটী ক্রয় করেন, তৎপরে ইনি তত্রত্য পুরাতন বাটীতে প্রতিদিন শত সংখ্যক লোকের আহার চলিতে পারে, এমন একটি অন্নসত্র সংস্থাপন করেন।

১২৬০ বঙ্গাব্দের ১১ ই পৌষ রবিবার ২॥ প্রহর রজনী সময়ে ইঁহার জ্যেষ্ঠা সহধর্ম্মিণী উমাসুন্দরী চৌধুরাণী মহাশয়া কাশীর বাটীতে জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া গতাসু হন। মণি-কর্ণিকার ঘাটে তদীয় দেহ দাহ করা হয়। উমা সুন্দরী চৌধুরাণী মহাশয়ার শরীরের গঠন অতিশয় সুদৃশ্য ছিল। ইনি গৌরবর্ণা, ঈষৎ স্থূলকায়া, অসাধারণ লাবণ্যবতী ছিলেন। রাজবাটীতে এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, কাশী গমন কালীন পথিমধ্যে একদা নিশীথ-সময়ে

হনি নৌকা হইতে বাহির হইয়া স্বামির সহিত পাদচারণা করিতেছিলেন, এমন সময়ে সুপ্তোত্থিত জনৈক প্রহরী, সহসা ইঁহার আলুলায়িত কেশ সংযুক্ত অপরূপ রূপ-লাবণ্য দর্শনে কোন দেবী আবির্ভূতা হইয়াছেন মনে করিয়া, চকিত-চিত্ত হয় এবং সেই দিবসেই সে জ্বর-রোগে আক্রান্ত হইয়া তিন দিনের পর প্রাণত্যাগ করে। ইঁহার বয়স ১৮ বৎসর ৫ মাস মাত্র হইয়াছিল।

শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় সহধর্ম্মিণীর শোকে অত্যন্ত অধীর হন। প্রবাদ আছে, উমাসুন্দরী চৌধুরাণীর মৃত্যুর কয়েক দিবস পর একদা তদীয় সপত্নী ব্রজাঙ্গনা চৌধুরাণী উমাসুন্দরীর অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইয়া স্বামি-সমীপে গমন করেন। শম্ভুচন্দ্র, পরলোক গতা প্রিয়তমা-ভার্য্যার আভরণ কনিষ্ঠা পত্নীর শরীরে দেখিয়া আন্তরিক বিরক্ত হন; কিন্তু সে সময়ে মনোগত-ভাব কিছু ব্যক্ত না করিয়া তৎপরে

ছুতিচ্ছলে অন্তঃপুর হইতে অলঙ্কার গুলি আনয়ন করান। অবশেষে স্বয়ং ঐ আভরণ গুলি লইয়া গিয়া তত্রত্য চতুঃষষ্ঠীর-ঘাটের অদূরে গঙ্গানদীর গর্ভে নিক্ষেপ করেন। পর দিবস বারাণসী নগরের তাৎকালিক মাজিষ্ট্রেট্ গবিন্‌স সাহেব পরম্পরায় ঐ কথা জ্ঞাত হইয়া ইঁহার নিকট যান, এবং গঙ্গাগর্ভ হইতে ঐ সমস্ত মূল্যবান্ আভরণ উঠাইয়া লওয়ার নিমিত্ত অনুরোধ করেন; কিন্তু মহাত্মা শম্ভু চন্দ্র-কহেন, যে "আমি যে দ্রব্য একবার গঙ্গায় সমর্পণ করিয়াছি, পুনর্ব্বার তাহা কখনই গ্রহণ করিবনা।", ইহা শুনিয়া মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব ডুবাক দ্বারা ঐ সকল আভরণ উঠাইয়া তন্মূল্য দ্বারা কাশীর পঞ্চ-ক্রোশি পথের সংস্কার করান।

কাশীবাসি সুপ্রসিদ্ধ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পুত্র গুরুদাস নামক এক জন ধনাঢ্য লোক ও কতিপয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিপক্ষতা সত্ত্বেও শম্ভু চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় ১২৬০ বঙ্গাব্দের

কার্ত্তিক মাসে একদা ৬ ছয়টি পতিত ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করিয়া তাহাদিগকে সমাজভুক্ত করিয়া দেন। এই ব্যাপারে কাশীর প্রায় ৬। ৭ হাজার লোক নিমন্ত্রিত হইয়া ইঁহার আলয়ে আগমন করেন এবং তাঁহারা দানাদি গ্রহণান্তে প্রোক্ত পতিত ব্রাহ্মণ কয়েকটির সমন্বয় করিয়া যান, ইহাতে ইঁহার বহু অর্থ ব্যয় হয়।

ইনি ১২৬১ বঙ্গাব্দের ১১ ই কার্ত্তিক বৃন্দাবন এবং হরিদ্বার প্রভৃতি স্থান সকল দর্শন-মানসে ডাকের গাড়ীতে বারাণসী নগর হইতে যাত্রা করেন। তৎপরে ১৩ ই কার্ত্তিক ফতেপুর * ১৪ ই কার্ত্তিক কাণপুর † এবং ১৮ ই কার্ত্তিকে আগ-

* ফতেপুর এলাহাবাদের পশ্চিম।

† কাণপুর ফতেপুরের পশ্চিম, এই নগরে ব্রিটিস সৈন্য গণের শিবির সন্নিবিষ্ট আছে। এখানে ১৮৫৮ খৃীঃ অব্দের জুলাই মাসে বিঠুরের দুন্দপন্থ নানা সাহেব কর্ত্তৃক শোচনীয় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। বিঠুরে পূর্ব্বে বাল্মীকির আশ্রম ছিল।

রায় * উপস্থিত হন। এই নগরে ইনি ৭ দিবস কাল অবস্থান করিয়া অত্রত্য পরম মনোহর তাজ-মহল † সুদৃশ্য জুম্মা মসজিদ্, রমণীয় প্রাচীন দুর্গ ও আগরার ৩ ক্রোশ উত্তরস্থিত সেকন্দর নগরে লোহিত প্রস্তরে বিনির্ম্মিত সমাধি মন্দির, আগরা নগরস্থ ধর্ম্মাধিকরণ প্রভৃতি দর্শন করেন। পরিশেষে ২৫ শে কার্ত্তিক তথা হইতে মথুরায় ‡

* মহাত্মা আকবর বাদশাহের সময়ে আগরায় মোগল রাজ্যের রাজধানী ছিল। তৎকালে ইহার তুল্য মনোহর নগর কোথাও ছিলনা। এইক্ষণে ইহা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রাজধানী।

† সম্রাট্ সাজেহান্ মম্তাজমহল নাম্নী স্বীয় প্রিয় মহিষীর সমাধির উপরিভাগে বিবিধ প্রস্তর দ্বারা এই তাজমহল নামক সুদৃশ্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ১৬৩০ অব্দে ইহার কার্য্যারম্ভ হইয়া ১৬৩৭ অব্দে কার্য্য শেষ হয়। ভূমণ্ডলে ইহার তুল্য রমণীয় অট্টালিকা নাই।

‡ শত্রুঘ্ন, লবণ নামক রাক্ষসকে বধ করিয়া তাহার রাজ্য মধ্যে এই মথুরা নগর স্থাপন করেন। কুন্তী ও বসুদেবের পিতা সুরসেন এই স্থানে কিছু দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই স্থানে জন্ম হয়। যে সময়ে গজনিপতি মহম্মদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন ইহার সমৃদ্ধির পরিসীমা ছিলনা।

গিয়া উপনীত হন। এই স্থানে ইনি ১১ দিবস বাস করিয়া মথুরা ও বৃন্দাবনের বন উপবন এবং বিগ্রহ প্রভৃতি দর্শন করেন। তৎপরে মথুরা-বৃন্দাবন * বাসি বহু লোককে ভোজন করাইয়া সম্ভবানুরূপ দানবিতরণ করেন ও ৭ ই অগ্রহায়ণ তথা হইতে যাত্রা করিয়া ৮ ই অগ্রহায়ণে বুলন্দর সহরে * পৌঁছেন। পরিশেষে তথা হইতে ৯ ই অগ্রহায়ণ তারিখে দিল্লী নগরে *

* বৃন্দাবন বৈষ্ণবদিগের প্রধান তীর্থ স্থান।

* বুলন্দর সহরের জন্তু সকল বাঙ্গলা ও বিহারের জন্তু অপেক্ষা খর্ব্বকায়।

* দিল্লী নগর মুসলমান সম্রাট দিগের রাজধানী ছিল, সে সময়ে ইহার শোভা ও সৌভাগ্যের পরিসীমা ছিলনা। এইক্ষণে সেই প্রাচীন দিল্লীর ভগ্নাবশেষ মাত্র পতিত রহিয়াছে। অধুনা যাহাকে দিল্লী কহে, সে স্থানেও অনেক মনোহর অট্টালিকা ও সুবিন্যস্ত বিপণিশ্রেণী দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখায় ৪৯৬৬ বর্ষ পূর্ব্বে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের রাজধানী ছিল। তৎকালীন ইহার নাম ইন্দ্র-

উপস্থিত হন। এখানে ইনি নবাব জিয়া উদ্দৌলার বাটীতে বাসা করিয়া তথায় ১৫ দিবস অবস্থান পূর্ব্বক সম্রাট্ সাজেহানের লোহিত প্রস্তরে বিনির্ম্মিত রাজপ্রাসাদ, রমণীয় জুম্মা মস্জিদ্, মনোহর পুষ্পোদ্যান, মাদ্রাসা কলেজ, ১১ মাইল দূরবর্ত্তী কুতবমিনর নামক অত্যুচ্চ কীর্ত্তিস্তম্ভ, ৩।। মাইল দূরবর্ত্তী তোগলক সাহার সমাধিগৃহ প্রভৃতি দর্শন করেন।

পরিশেষে উক্ত রায় চৌধুরী মহাশয় ২৪ শে অগ্রহায়ণ তারিখে দিল্লী নগর হইতে যাত্রা করিয়া ২৫ শে অগ্রহায়ণে পানীপথ নগরে * পৌঁছেন। তথা হইতে ২৬ শে অগ্রহায়ণ কুরু-

প্রস্থ ছিল, পরে পাণ্ডব-বংশ-জাত (তুয়ার-বংশ সম্ভূত) রাজাদিগের রাজত্ব-কালে ইন্দ্রপ্রস্থের পরিবর্ত্তে ইহার নাম দিল্লী হইয়াছে।

* পানীপথ নগরে ১৫২৫ খ্রীঃ অব্দে মোগল সম্রাট্ দিগের আদি পুরুষ বাবর, ইব্রাহিম-লোদীকে সংগ্রামে পরাস্ত করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

ক্ষেত্রে * উপনীত হন। এথায় ইনি চারি দিবস অবস্থান করিয়া ১ লা পৌষ মিরট বিভাগের অন্তর্গত রুড়কি নামক স্থানে ✤ যান, অবশেষে তথা হইতে ২ রা পৌষ হরিদ্বার ✤ গমন করেন। এখানে ইনি ৬ দিবস কাল অবস্থিতি করিয়া দক্ষরাজার বাটী ও অন্যান্য দর্শনীয় স্থান দর্শন করার পর দীন-দুঃখী দিগকে ধন

* ইউরোপীয়েরা কহেন, খ্রীষ্টীয় অব্দের ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে, এবং হিন্দুরা কহেন, দ্বাপর ও কলি-কালের সন্ধি সময়ে কুরুক্ষেত্রে চন্দ্রবংশীয় রাজা কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হয়।

✤ রুড়কীতে "রুড়কী,, নামক একটি কলেজ আছে।

✤ সাহারণপুরের অন্তর্গত শিবালিক পর্ব্বতের পাদদেশে হরিদ্বার, এই স্থান হিন্দুদিগের একটি মহাতীর্থ, এথায় দক্ষ-যজ্ঞে দক্ষরাজ-দুহিতা সতী, পতি-নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া, প্রাণ ত্যাগ করেন। এখানে ১২ বৎসরের পর কুম্ভমাসে একটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। এথাকার আরণ্য জঙ্গল-মধ্যে সিংহ দেখিতে পাওয়া যায়।

বিতরণ ও তাহাদিগকে ভোজন করান। তৎপরে তথা হইতে ৯ ই পৌষ মিরট নগরে † উত্তীর্ণ হন। এথায় ইনি ৩ দিবস অবস্থান করিয়া অত্রত্য প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ, ধর্ম্মাধিকরণ প্রভৃতি দর্শন করেন। তৎপরে ১২ ই পৌষ তথা হইতে যাত্রা করিয়া পূর্ব্ব-পথে ১৮ ই পৌষ প্রাতঃকালে এলাহাবাদে (প্রয়াগ) উপনীত হন। এখানে ইনি দুই দিবস কাল বাস করিয়া, দর্শনীয় সমস্ত স্থান দর্শন করেন; তাহার পর ২১ শে পৌষ বারাণসীর বাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হন।

এদিকে লক্ষ্মীশ্বরী চৌধুরাণী মহাশয়া, পুত্র রাজকান্তের শোকে অধীর হইয়া কিয়ৎকাল

---

† প্রবাদ আছে, মিরটে মন্দোদরীর পিতা অসুর শিল্পি-ময়দানবের রাজধানী ছিল। তৎপরে এখানে শির্দ্ধানা সর্ম্ম বেগমের রাজধানী হয়। ইহার অনতিদূরে পশ্চিমোত্তর প্রান্তে কুরু-পাণ্ডবের জন্মভূমি হস্তিনাপুর।

পরে ১২৬০ বঙ্গাব্দে কাকিনীয়া হইতে কামরূপ * তীর্থে গমন করেন, এখানে ইনি কয়েক দিবস অবস্থান করিয়া উক্ত তীর্থ দর্শনান্তে নিজ নিলয়ে প্রত্যাবৃত্ত হন। তৎপরে ইনি ১২৬১ বঙ্গাব্দের ২ রা আষাঢ় তারিখে একটি পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়া তদীয় যাগাদি ক্রিয়া যথাবিধি

* কামরূপ হিন্দুদিগের একটি প্রধান তীর্থ। শাস্ত্রকারগণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে, দক্ষবালা সতী দক্ষ-যজ্ঞে প্রাণপরিত্যাগ করিলে, তদীয় দেহ সতী-পতি শূলপাণি একান্ন খণ্ডে বিভক্ত করিয়া এই স্থানে তাহার কোন এক প্রধান অংশ ও অন্যান্য স্থানে অবশিষ্টাংশ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; তজ্জন্য এই স্থানকে মহাপীঠ-স্থান বলে। ইহা বঙ্গদেশের পূর্ব্বোত্তরে আসাম প্রদেশের অন্তর্নিবিষ্ট একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতোপরি স্থাপিত। আসামের প্রধান নগর গৌহাটি, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি। এ প্রদেশ এইক্ষণে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের পক্ষীয় একজন চিফ্ কমিশ্যনরের শাসনাধীনে রহিয়াছে।

সম্পাদন পূর্ব্বক উক্ত পুত্রের নাম প্রসন্ননাথ রাখেন, কিন্তু এই হত-ভাগ্য দত্তক পুত্রটিও অ-ত্যল্প দিবস মাত্র জীবিত থাকিয়া, উক্ত অব্দের শ্রাবণ মাসে গত-জীবন হন। ইঁহার পঞ্চত্বের পর লক্ষ্মীশ্বরী চৌধুরাণী সংসারের প্রতি একান্ত নিরাশ হইয়া শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়কে গৃহে আনয়ন উপলক্ষে জলপথে পূর্ব্বোক্ত অব্দের অগ্রহায়ণ মাসে কাশীধামে গমন করেন। ইনি প্রথমতঃ গয়া তীর্থ দর্শন করিয়া পরিশেষে ১১ ই মাঘ বারাণসী নগরে উপনীত হন। তথায় কয়েক দিবস অবস্থান পূর্ব্বক দর্শনাদি কর্ত্তব্য-কার্য্য শেষ করিয়া তৎপরে প্রয়াগতীর্থে গমন করেন। প্রয়াগে গিয়া তত্রত্য কর্ত্তব্যকার্য্য সমা-পনান্তে কাশী-ক্ষেত্রে প্রত্যাগত হন; কিন্তু এস-ময়ে শম্ভুচন্দ্র বাটী প্রত্যাগমনে সম্মত না হও-য়ায় চৌধুরাণী মহাশয়া ২৮ শে চৈত্র বারাণসী নগর হইতে যাত্রা করিয়া ১২৬২ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে কাকিনীয়ার বাটীতে প্রত্যাগমন করেন।

কিয়ৎ কাল পর ইনি উক্ত অব্দের আশ্বিন মাসে জ্বর রোগে আক্রান্ত হওয়ায়, ইঁহার আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক দত্তক রাখার চেষ্টা হয়; কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী না হইতেই ইনি উক্ত ব্যাধিতে অধিকতর কাতর হইয়া পড়েন। অবশেষে ইনি পুত্র-বধূ মুক্তকেশীকে উইল-সূত্রে সমস্ত সম্পত্তির উপর কর্ত্তৃত্ব দিয়া মুক্তকেশী অল্পবয়স্কা হেতু, গুরুপুত্র দুর্গাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে উল্লিখিত বিষয়ের প্রধান অছি নিযুক্ত করার পর ১২৬২ বঙ্গাব্দের ২৪ শে আশ্বিন কালগ্রাসে পতিত হন। শুনা গিয়াছে, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেও ইঁহার এরূপ জ্ঞান ছিল যে, ইনি মৃত্তিকা-শায়িনী হইয়াও গঙ্গাজলের পাত্র গৃহের যে স্থানে ছিল, তাহা কহিয়াছিলেন। ইনি অত্যন্ত সুন্দরী না হইলে ও, ইঁহার অঙ্গসৌষ্ঠব প্রশংসনীয় ছিল। গুণে, ইনি পুণ্যবতী রামমোহিনী চৌধুরাণী মহাশয়ার সদৃশী আতিথেয়া ও ধর্ম্ম-পরায়ণা ছিলেন। জমিদারি কার্য্যও বিলক্ষণ

বুঝিতেন।

শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহোদয় বারাণসী নগরে লক্ষ্মীশ্বরী চৌধুরাণী মহাশয়ার লোকান্তর প্রাপ্তির কথা শুনিয়া স্বীয় জননী লবঙ্গসুন্দরী চৌধুরাণী মহাশয়াকে চির-বাসের নিমিত্ত কাশীতে রাখিয়া তথা হইতে ১২৬২ বঙ্গাব্দের ২২ শে কার্ত্তিক বুধবার কাকিনীয়ার বাটীতে আসিয়া উপনীত হন, এবং "আমি শ্রীনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রকৃত উত্তরাধিকারী" এই কথা দুর্গাকান্ত ভট্টাচার্য্য অছি মহোদয়কে কহিয়া তাঁহার নিকট উপরি উক্ত চৌধুরাণীর ত্যজ্য সম্পত্তি বুঝিয়া লন। তৎপরে প্রাগুক্ত অছি মহাশয় রঙ্গপুরের তদানীন্তন কালেক্টর মেং আলেক্‌জেণ্ডর জর্জ মেক্‌ডোন্যাল্ড্‌ সাহেবের নিকট সংক্ষেপতঃ এই মর্ম্মে এক দরখাস্ত করেন, যে, "শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরীই এইক্ষণে শ্রীনাথ রায় চৌধুরীর প্রকৃতউত্তরাধিকারী, লক্ষ্মীশ্বরীর এই বিষয় কাহাকে দান করা অথবা উহা রক্ষার পি-

মিত্র আছি নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা নাই; যেহেতু, সে নিজে আছি, তাহার বিষয়ের উপর কোনই সত্ব ছিল না। একারণ আমি শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরীকে উক্ত সম্পত্তি বুঝিয়া দিয়া অবসর গ্রহণ করিলাম।,,

এ দিকে মুক্তকেশীর শ্বশ্রূপক্ষীয় রঙ্গপুরের মোক্তার শ্রীকণ্ঠ নিয়োগী, দুর্গাকান্ত ভট্টাচার্য্য আছি মহাশয় বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া, শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহোদয়কে মৃত লক্ষ্মীশ্বরী চৌধুরাণীর ত্যজ্য সম্পত্তি দেওয়া ও উক্ত রায় চৌধুরী অর্থ দ্বারা আছিকে বাধ্য করিয়া মুক্তকেশীর ক্ষতি করা বলিয়া রঙ্গপুরের দেওয়ানী আদালতে ও অন্যান্য বিচারালয়ে দরখাস্ত করেন। ইহার উপর আবার পূর্ব্বোক্ত আছি মহোদয়ও উল্লিখিত রায় চৌধুরী মহাশয়ের বিপক্ষে অভ্যুত্থান করিয়া শম্ভুচন্দ্র তাঁহাকে এবং মুক্তকেশীকে কয়েদ রাখা বলিয়া ফৌজদারি বিচারালয়ে অভিযোগ করেন; কিন্তু পরিশেষে তাঁহারা কোনই ফললাভ করিতে পারেন না।

অতঃপর কালেক্টর্ সাহেব রীতিমত দখলের প্রমাণ লইয়া ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দের ২৮ শে এপ্রিল তারিখে প্রস্তাবিত জমিদারিতে শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের নামজারির আদেশ প্রচার করেন।

মহাত্মা শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহোদয় ১২৬৩ বঙ্গাব্দের ১৮ ই কার্ত্তিক রবিবার স্বীয় ভ্রাতৃবধূ হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী মহাশয়াকে একটি পোষ্য পুত্র রাখিয়া দেন এবং নিজেও ঐ দিবস একটি দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। রীতিমত দত্তক-দ্বয়ের যাগাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া প্রথম জনের নাম করুণারঞ্জন ও শেষ জনের নাম মহিমা-রঞ্জন রাখেন।

কুমার মহিমারঞ্জনের কাকিনীয়ায় নাম করণ হওয়ার পূর্ব্বে, রাধাগোবিন্দ নাম ছিল। শুনা গিয়াছে, ১২৬০ বঙ্গাব্দের ২২ শে মাঘ রাত্রি ১০ ঘণ্টার সময়ে বগুড়ার অন্তঃপাতী কালুগ্রামের মধ্যগত লক্ষ্মীপুর নামক স্থানে

রাধাগোবিন্দের জন্ম হয়। রাধাগোবিন্দের পিতার নাম রামকমল মজুমদার, ও মাতার নাম শান্তমণি। রামকমল মজুমদারের ঔরসে ও শান্তমণির গর্ব্ভে ক্রমশঃ দুই কন্যা, চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করে; তন্মধ্যে রাধাগোবিন্দ সর্ব্ব কনিষ্ঠ। রাধাগোবিন্দকে গর্ভে ধারণ করিয়া তদীয় মাতা শান্তমণি, যেরূপ অপরিসীম ক্লেশ ও যন্ত্রণা-ভোগ করিয়াছিলেন; তদ্রূপ যন্ত্রণা তিনি অন্য কোন সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিয়া প্রাপ্ত হন নাই। যে সময়ে রাধাগোবিন্দ গর্ভে ছিল; সে সময়ে শান্তমণির উঠিতে, বসিতে এবং শয়ন ও আহার করিতে বিশেষ ক্লেশ অনুভব হইত। এমন কি, তিনি রীতিমত বসিয়া আহার করিতে পারিতেন না। পাড়ার অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা বলিত, যে এবার মজুমদারের স্ত্রীর লক্ষণ দেখিয়া বোধ হইতেছে, তাহার যমজ পুত্র হইবে। শান্তমণি সকলের নিকট এই কথা শুনিয়া "এবার বোধ হয়, আমি বাঁচিবনা", এইরূপ অনেকের

নিকটে প্রকাশ করিতেন। রাধাগোবিন্দ ভুমিষ্ঠ হওয়া মাত্র তদীয় জননী মুচ্ছি্র্ত হইয়া পড়েন; তাঁহার মূচ্ছ্র্া দেখিয়া সকলেই নিতান্ত ব্যস্ত হয় এবং শীঘ্র চেতনালাভ না করায়, মৃত্যুর একান্ত সম্ভাবনা বলিয়া অনুমান করে। কতকক্ষণ পরে অনেক শুশ্রূষার পর, তিনি চেতনালাভ করেন; কিন্তু এরূপ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে, লোকের মুখের দিকে দৃষ্টি করা ব্যতীত স্পষ্ট রূপে কোন কথা বলিতে পারিতেন না; অসামান্য মাতৃস্নেহের বশবর্ত্তিনী হইয়া নবজাতশিশুর প্রতি এক এক বার দৃষ্টিপাত করিতেন ও আপনার দুর্ব্বল কম্পিত হস্তকে তাহার গাত্রে স্থাপন করিতেন। এইরূপ শয্যাগত অবস্থায়, তাঁহাকে অনেক দিন কাটাইতে হইয়াছিল। তাঁহার মুমূর্ষু অবস্থা দেখিয়া সকলেই বিবেচনা করিয়াছিল, যে তিনি সূতিকা-গৃহে একমাস কাল মধ্যেই প্রাণপরিত্যাগ করিবেন, সুতরাং একুশ দিন পরে ক্ষৌর-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া, শান্তমণিকে

সন্তান সহকারে সূতিকা-গৃহ হইতে বাহির করা কর্ত্তব্য বলিয়া অনেকে রামকমল মজুমদারকে উপদেশ করিল; কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ অশৌচ অন্ত না হইলে আপন সহধর্ম্মিণীকে অন্য ঘরে প্রবেশ করিতে দিবেন না, এইরূপ প্রকাশ করিলেন। একারণ, শান্তমণি পূর্ণ একমাস-কাল পর্য্যন্ত অত্যন্ত কাতর অবস্থায় সূতিকা-গৃহে থাকিয়া, পরে যথাসময়ে শিশুসন্তানটিকে লইয়া সূতিকা-গৃহ পরিত্যাগ করেন। পরন্তু ২২শে মাঘ রাত্রি প্রভাত হইলে, রামকমল মজুমদার মহাশয় নব-জাত শিশুর জন্মপত্রিকা লেখাইবার নিমিত্ত শিরোমণি উপাধি-ধারী একজন পণ্ডিতের নিকটে গমন করিলেন। শিরোমণি মহাশয়ের নিবাস বগুড়া জেলায় ছিল না, তিনি আপন ভূসম্পত্তির তত্ত্বাবধারণের নিমিত্ত কালুতে আসিয়াছিলেন। ইঁহার কলিত জ্যোতিষে বিশেষ অধিকার ছিল। রামকমল মজুমদারের বাসনানুসারে শিরোমণি মহাশয় জন্মপত্রিকা

লিখিয়া বলিলেন যে, "আপনার এই পুত্র বিশেষ ভাগ্যবান্ এবং নিশ্চয়ই রাজা হইবে।,, রামকমল মজুমদার আপন পুত্রের সৌভাগ্যের কথা শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। যদিও রামকমল মজুমদার মহাশয় পুত্রের সৌভাগ্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া পরিবার গণের মধ্যে হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার শয্যাগতা স্ত্রী শান্তমণি আনন্দিতা না হইয়া তদ্বিপরীতে বিষণ্ণচিত্ত হইলেন। তিনি মনে করিলেন, যে আমাদের ন্যায় দরিদ্রের পুত্র রাজা হইবে, ইহা কদাচ সম্ভব নহে; তবে অন্য কোন ঘরে গিয়া বড় মানুষ হইলে হইতে পারে।

কুমার করুণারঞ্জন এই দত্তক গ্রহণের চারিমাস কাল পর ১২৬৩ বঙ্গাব্দের ২৪ শে ফাল্গুন জ্বর-রোগে জীবনবিসর্জ্জন করেন। কিয়ৎকাল পরে শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় অত্রত্য রাজবাটীর দেওয়ানখানা ও খাজানাখানার অট্টা-

লিকা দুইটি নির্ম্মাণ করান। তৎপরে ইনি প্রথমতঃ রাজবাটীর চতুর্দ্দিক্স্থ অরণ্য সকল পরিষ্কার করাইয়া পরিশেষে রাজবাটী হইতে উত্তরাভিমুখে গমনাগমনের নিমিত্ত পথটি প্রস্তুত করণান্তে তাহার নাম " বৈকুণ্ঠ সড়ক ,, রাখেন।

ইঁনি রাজবাটীর পুরোদ্বার হইতে এখানকার হাটখোলা পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত পথ ( যাহার নাম আনন্দ সড়ক ) প্রস্তুতের সূত্রপাত করান; কিন্তু ঐ পথের সম্মুখে তাৎকালিক দেওয়ান গোলোক চন্দ্র বক্সির বাটী পড়ায়, তিনি পথটি সম্পন্ন না হওয়ার অভিসন্ধিতে নানারূপ ষড়যন্ত্র উপস্থিত করেন, এমন কি, রাজবাটীর প্রায় সমস্ত লোকের সহিত মিলিত হইয়া ঘোর বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তন্নিবন্ধন দেওয়ানের প্রতি শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় মর্ম্মান্তিক বিরক্ত হন। এই সময়ে অর্থাৎ ১২৬৪ বঙ্গাব্দের ১০ ই কার্ত্তিক রবিবার পুণ্যাত্মা রামরুদ্র রায় চৌধুরী মহোদয়ের কনিষ্ঠাস্ত্রী রামমণি চৌধুরাণী মহাশয়া

গঙ্গাতীর দেবীপুরের বাটীতে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হন। ইনি স্থূলকায়-উত্তমশ্যামবর্ণা এবং ধর্ম্ম-পরায়ণা ছিলেন।

মহাত্মা শম্ভুচন্দ্র ১২৬৫ বঙ্গাব্দের ১১ ই মাঘ রবিবার নিজ ভ্রাতৃবধূ হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী মহাশয়াকে পুনরায় একটি পোষ্যপুত্র রাখিয়া দেন; যথা বিধি যাগাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহের পর তাঁহার নাম কৈলাসরঞ্জন রাখা হয়। এই দিবস রজনীতে দেওয়ান গোলোকচন্দ্র, প্রভুর ক্রোধাগ্নি হইতে নিস্কৃতি লাভের নিমিত্ত অপর চারিটি অমাত্য সহকারে পলায়ন করেন এবং তিনি রঙ্গপুরের মোক্তার শ্রীকণ্ঠ নিয়োগীর সহিত যোগ দিয়া শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহোদয়ের শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হন। তৎপরে তাঁহারি ষড়যন্ত্রে ভুলিয়া ১২৬৫ বঙ্গাব্দের ১৪ই ফাল্গুন রাত্রিতে হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী ও মুক্তকেশী চৌধুরাণী মহাশয়া দ্বয় সম্পত্তি-লাভ-লালসায় পলায়ন পূর্ব্বক শিবিকারোহণে রঙ্গপুরে গমন করেন। ইঁহাদিগের সঙ্গে চারিটী পরিচা-

রিকা, মুক্তকেশীর মাতা শ্যামাসুন্দরী ও কুমার কৈলাস রঞ্জন ছিলেন; তদ্ভিন্ন মহেশচন্দ্র বসু মুহুরি ও শিবচন্দ্র রায়ও সঙ্গে গিয়াছিল। ইহাঁরা রঙ্গপুরে গমন করিলে পর কিছু দিবস শম্ভুচন্দ্রের সহিত ইঁহাদের জমিদারী লইয়া তুমুল বিরোধ চলে; এমন সময়ে সহসা ১২৬৬ বঙ্গাব্দের ১৫ ই বৈশাখ বুধবার পয়দা নিবাসি চৈতন্যচন্দ্র রায় জমিদারের রঙ্গপুরস্থ বাসাবাটীতে মুক্তকেশী চৌধুরাণী জ্বর-রোগে জীবন বিসর্জ্জন করেন। ইনি গৌরবর্ণা, সুন্দরী ছিলেন, ইঁহার বয়স ন্যূনাধিক ১২ বৎসর হইয়া ছিল।

এই সময়ে ১২৬৬ বঙ্গাব্দের ২৪ শে বৈশাখ কুমার মহিমারঞ্জন জ্বর-রোগে আক্রান্ত হইয়া এরূপ অসুস্থ হন যে, ইঁহার জীবন-রক্ষা পাওয়া কঠিন হইয়া উঠে; এমনকি, ৩০ শে বৈশাখ তারিখে ইঁহার ঘোরতর বিকার হইয়া পার্শ্ববেদনা ও শিরোলুণ্ঠন প্রভৃতি দুর্লক্ষণ সকল আবির্ভূত

হয়, তদ্দর্শনে পরদিবস সমবেত চিকিৎসক গণ যুক্তি পূর্ব্বক "গোপালবসুর নাস,, প্রয়োগ করায় ঈশ্বরের অসীম কৃপাবলে ইনি মৃত্যু-মুখ হইতে অব্যাহতি লাভ করেন।

১২৬৬ বঙ্গাব্দের ৩২ শে আষাঢ় হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী কুমন্ত্রণাকারি-লোকদিগের সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইয়া কুমার কৈলাসরঞ্জন কে সঙ্গে লইয়া কাকিনীয়ার বাটীতে প্রত্যাগমন করেন। ইনি কাকিনীয়াতে আসিলে পর শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহোদয় ইঁহার বিষয়-বাসনা-জনিত অবাধ্যতায় ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া ইঁহাকে কালী-বাটীতে স্থান দেন। তৎপরে ইনি উল্লিখিত রায় চৌধুরী মহাশয়ের অভিপ্রায়ানুসারে ১২৬৬ বঙ্গাব্দের ৭ ই শ্রাবণ গঙ্গাতীর দেবীপুরের বাটীতে গমন করেন; সঙ্গে ইঁহার পিতা ব্রজবন্ধু রায় যান। অতঃপর, ইনি ১২৬৮ বঙ্গাব্দে কামরূপ-তীর্থ গমনচ্ছলে প্রথমতঃ জেলা রঙ্গপুরের অন্তর্গত খড়িয়াল ডাঙ্গার ভূম্যধিকারি ঈশানচন্দ্র রায়চৌধুরী মহোদয়ের

বাটীতে উপস্থিত হন। পরিশেষে উক্ত রায় চৌধুরী মহাশয়ের পরামর্শানুসারে শিবিকা রোহণ পূর্ব্বক ছদ্মবেশে কাকিনীয়াতে প্রত্যাগমন করিয়া দেবর শম্ভুচন্দ্রের অজ্ঞাতসারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন।

১২৬৫ বঙ্গাব্দে ( ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দে ) মহাত্মা শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী " শম্ভুচন্দ্র দাতব্য বিদ্যালয় ,, নামে একটি বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। ইনি এই বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা, উর্দ্দু, ইংরেজী, এবং সংস্কৃত এই চারিটী ভাষা শিক্ষা দেওয়ার সংকল্প করিয়া প্রথমতঃ রামচন্দ্র ভৌমিক ও ফজলর রহমান মুন্সী নামে দুই জন শিক্ষককে নিযুক্ত করেন এবং বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধারণের ভার রঙ্গপুরের তদানীন্তন স্কুল পণ্ডিত ভীমলোচন স্যান্যালকে দেন। বিদ্যোৎসাহী শম্ভুচন্দ্র নির্দ্দিষ্ট সময়ে বালকদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া যোগ্যতা ভেদে তাহাদিগকে পুরস্কার ও ছাত্রবৃত্তি প্রদান করিতেন এবং নিরুপায় বালকদিগকে অন্ন-

বস্ত্র ও পাঠ্য-পুস্তক আদি দানকরিয়া বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। উল্লিখিত মহাত্মার পরলোক গমনের পর, তাঁহার নিযুক্ত অছি গণ এই বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যগ্রহণ করেন। বহু দিবস হইল, ইহা হইতে উর্দ্দু ভাষা উঠিয়া গিয়াছে এবং অধুনা ইংরেজী ও বঙ্গভাষায় দুইটি পৃথক্ স্কুল হইয়াছে। ইংরেজী স্কুলে "মাইনর স্কলার সিপ্" পরীক্ষা পর্য্যন্ত গৃহীত হইয়া থাকে। এইক্ষণে ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষকের পদে বাবু বিশ্বেশ্বর সেন, দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে বাবু গৌরলাল রায়, তৃতীয় শিক্ষকের পদে বাবু মুকুন্দলাল সরকার এবং বঙ্গবিদ্যালয়ে প্রধান পণ্ডিতের পদে বাবু গগন চন্দ্র ঘোষ, দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদে বাবু অক্ষয় কুমার দাস নিযুক্ত আছেন।

১২৬৬ বঙ্গাব্দে শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় পূর্ব্বারব্ধ আনন্দ-সড়ক সমাধান করাইয়া রাজবাটীর চতুর্দ্দিকস্থ সুপ্রশস্ত পথ সকল প্রস্তুত

করান। ইনি কালীবাড়ীর নিকট হইতে বেশ্যা দিগের বাটী উঠাইয়া দিয়া রাজবাটীর প্রায় ১ মাইল দূরে তাহাদিগের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন এবং রাজবাটী পরিবেষ্টিত চতুষ্পথের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে দুইটি জলাশয় খনন করান; এই দুইটি জলাশয়ের মধ্যে দক্ষিণস্থ পুষ্করিণীটী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। ১২৬৭ বঙ্গাব্দের ৩১ শে বৈশাখ শনিবার শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহোদয় উল্লিখিত জলাশয় দুইটি ও পুরোদ্বারের সম্মুখবর্ত্তি-পথটি উৎসর্গ করিয়া দক্ষিণের পুষ্করিণীর নাম "শম্ভু-সরোবর,, উত্তর দিকের জলাশয়ের নাম "মুকুন্দ-পুষ্করিণী,, এবং শেষোক্ত পথের নাম "আনন্দ-সড়ক,, রাখেন।

উক্ত মহাত্মা ১২৬৬ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে ( ১৮৬০ খৃীঃ এপ্রেল মাসে ) নিজবাটীতে " শম্ভুচন্দ্র,, যন্ত্র নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপন করেন এবং বর্দ্ধমানের অন্তর্গত মাজিদা গ্রামনিবাসি মধুসূদন ভট্টাচার্য্যকে সম্পাদকীয়

ও নদীয়ার অন্তর্গত মাণিক্দী নিবাসি তারাশঙ্কর মৈত্রেয়কে সহকারি সম্পাদকীয় পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা ১২৬৭ বঙ্গাব্দের ১ লা বৈশাখ বৃহস্পতিবার ঐ যন্ত্রালয় হইতে "রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ,, নামে এক খানি সংবাদপত্র বাহির করান। এই দিবস ইনি দিক্‌প্রকাশের জন্মোৎ-সব উপলক্ষে, সর্ব্বসাধারণকে ভোজন করাইয়া দীন-দুঃখি দিগকে সমুচিত দান-বিতরণ করিয়া-ছিলেন এবং ঐ উৎসবের জন্য তিন দিবস ব্যাপিয়া নৃত্য-গীত ও আতষ-বাজি হইয়াছিল। এইক্ষণে রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশের সম্পাদকীয় পদে পূর্ব্বোক্ত তারাশঙ্কর মৈত্রেয়ের পুত্র বাবু হরশঙ্কর মৈত্রেয় নিযুক্ত আছেন। অতঃপর, পুণ্যজীবন শম্ভুচন্দ্র ১২৬৬ বঙ্গাব্দে জেলা রঙ্গপুরের অন্তর্গত মাহিগঞ্জের নিকটস্থ কাঁচনা নামক নদীতে ইষ্টক দ্বারা একটী বৃহৎ সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া পথিক দিগের মহদুপকারসাধন করেন। ইনি রাজ-বাটীর অদূরে একটি পুষ্পোদ্যান প্রস্তুত

করাইয়া, তাহার নাম "রঞ্জনবাগ,, রাখেন। রঞ্জনবাগের উপর ইঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল; এমন কি, ইনি প্রতিদিন প্রাহ্নে ও অপরাহ্নে এই উদ্যানে যাইয়া তত্ত্বাবধারণ করিতেন। যে স্থানে কোন উৎকৃষ্টতর ফুল বা ফলের গাছ দেখিতে অথবা শুনিতে পাইতেন, তাহা তথা হইতে আনাইয়া নিজ উদ্যানে রোপণ করাইতেন। এই উদ্যানটি, পূর্ব্বে পরম মনোহর ছিল। অধুনা ইহার তত শোভা নাই।

ইনি নিজালয়ে একটি "চিড়িয়াখানা, স্থাপন করেন। ইহাতে নয়নানন্দবর্দ্ধক নানাবিধ পাখী ও পশু ছিল, এইক্ষণে তাহা নাই বলিলেও অসংগত হয় না।

পণ্ডিতপ্রবর শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহোদয় কাকিনীয়াতে একটি সংস্কৃত চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করিয়া তাহার অধ্যাপনা কার্য্যে এথাকার দ্বারপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে নিযুক্ত করেন, বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের ছাত্রেরা রাজ-

সংসার হইতে খাদ্য-সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

কুলতিলক শম্ভুচন্দ্র, নিজ বাটীতে একটি গ্রন্থালয় স্থাপন করেন। এই লাইব্রেরীতে সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরেজী, আরবি, পারসী, উর্দ্দু, হিন্দী ও উড়িয়া ভাষার অতি প্রাচীন এবং ইদানীন্তন মুদ্রিত ও হস্তলিখিত বহু গ্রন্থ আছে; এই গ্রন্থালয়ের কার্য্যসম্পাদনের নিমিত্ত বাবু প্যারীমোহন সেন এবং তাঁহার সহকারী বাবু অনঙ্গনাথ মিশ্র নিযুক্ত আছেন।

শম্ভুচন্দ্র ১২৬৬ বঙ্গাব্দে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র-মতের একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাহার নাম "শম্ভুচন্দ্র চিকিৎসালয়" রাখেন; এই চিকিৎসা-গৃহে বাবু রূপচন্দ্র দাস ও বাবু কালীকুমার গুপ্ত চিকিৎসক দ্বয় নিযুক্ত আছেন। ইঁহাদিগের দ্বারা কাকিনীয়া এবং তন্নিকটস্থ বহু লোক বিনাব্যয়ে চিকিৎসিত হইতেছে।

শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়, ক্রমশঃ নিজ বাটীর তোষাখানা, তাহার উপর তলস্থ বৈঠখ-

খানা, আহারের কুঠরী; তোষাখানার অঙ্গনস্থিত পশ্চিমদ্বারি অট্টালিকা, বৈঠকখানার নিম্নস্থ পাকা চবুতরা (এই স্থানে পূর্ব্বে লাল রঙ্গের মৎস্য ছিল) দেওয়ানখানার নিকটস্থ পূর্ব্ব-দ্বারি অট্টালিকা, রাজবাটীর বহিরঙ্গনের পূর্ব্ব-ও উত্তর দিগে শ্যামসুন্দর বিগ্রহের বাটী পর্য্যন্ত প্রাচীর প্রস্তুত করান। তৎপরে, ইনি মাহিগঞ্জের বাসাবাটীতে একটি বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া, কিয়ৎকাল পরে রঙ্গপুরের অন্তর্গত সাতগাড়া ও ধাপ নামক স্থানে দুইটি কুঠী ক্রয় করেন। তাহার পর, ইনি তালুক অমরখা-নার ১৭৷৷ গণ্ডা অংশ এবং কিসামত দলগ্রাম নামক একটি তালুক ক্রয় করিয়া লন। খাটামারি গ্রামে "আনন্দগঞ্জ,, নামে একটি বন্দর ও মৃত্তিঙ্গা গ্রামে "শম্ভুগঞ্জ,, নামক একটি হাট সংস্থাপন করেন। তৎপরে ভালাবাড়ী গ্রাম-মধ্যে নিজ দত্তকপুত্রের নামানুসারে "মহিমারঞ্জন,, নামে একটি যোত রাখেন এবং তালক গোপাল-

রায় মধ্যে একটি বাঁশ বাগান প্রস্তুত করান।

ইনি ১২৬৬ বঙ্গাব্দের ২২ শে মাঘ নিজ জমীদারির উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশস্থ গ্রাম সকল পরিদর্শনের নিমিত্ত যাত্রা করিয়া তথা হইতে মাঘ মাসের শেষে জল্পেশ্বর * নামক স্থানে উপস্থিত হন এবং তথায় দুই দিবস অবস্থান করিয়া তত্রত্য শিব ও মেলা দর্শনের পর ভোটরাজের

* জল্পেশ্বর পূর্ব্বে ভোটরাজের অধিকারভুক্ত ছিল। পরে ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজ্যভুক্ত হইয়া জেলা জলপাইগুড়ির অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। এখানে জল্পেশ্বর নামে এক শিব-লিঙ্গ আছেন, শিব-চতুর্দ্দশী-তিথিযোগে এথায় একটী মেলা হইয়া থাকে। শিব মন্দিরটি প্রায় দুই শত বর্ষ পূর্ব্বের নির্ম্মিত। অনেকে অনুমান করেন, এই মন্দিরটি কোচবেহারের মহারাজ মল্ল নারায়ণ ভূপ বাহাদুর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। কথিত আছে, পাপ-পুণ্যানুসারে দর্শকগণ শিবের নানা বর্ণ দেখিয়া থাকেন !!!

ডুক্‌সি সাহেব নামক সুবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সম্মানার্থ তাঁহাকে ৫ পাঁচ টাকা দেন; * সুবা ইঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া সমুচিত শিষ্টাচার প্রদর্শন পূর্ব্বক "ভোটমালা,, নামক বস্ত্র ও সমভিব্যাহারী ৪। ৫ টী হস্তীর এবং তিন শত লোকের খাদ্য-সামগ্রী প্রদান করেন। ঐ খাদ্য-দ্রব্যের সহিত প্রথমতঃ তিনি শূকর দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে ইঁহাদিগের অসম্মতি বুঝিতে পারিয়া তৎপরিবর্ত্তে কয়েকটি ছাগ দেন। মহাত্মা শম্ভুচন্দ্র, জল্পেশ্বর গমনের বিবরণ আদ্যোপান্ত সমস্ত রঙ্গপুরদিক্‌প্রকাশ পত্রে মুদ্রিত করাইয়া ছিলেন; বাহুল্য-ভয়ে তাহা পরিত্যক্ত হইল। ইনি জল্পেশ্বর হইতে ফাল্গুন মাসের প্রথমেই নিজালয়ে প্রত্যাগমন করেন।

---

* কোন সম্ভ্রান্ত লোক, ভোট-রাজের কোন সুবার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, সম্মানার্থ তাঁহাকে পাঁচ টাকা দিয়া সাক্ষাৎ করিতে হয়, ইহার ন্যূনাধিক দেওয়ার নিয়ম নাই।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ১২৫২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় দৈহিক অসুস্থ হইয়া চিকিৎসার্থ ঢাকা জেলায় গমন করেন; কিন্তু তিনি তথায় সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিতে না পারিয়া যে, সেই যাত্রায় মুরশিদাবাদে গিয়াছিলেন, তাহা উল্লেখ করা যায় নাই। বস্তুতঃ, তিনি ঐ সময়ে মুরশিদাবাদে গমন করিয়া তত্রত্য সুপ্রসিদ্ধ ভট্টচিকিৎসকদিগের দ্বারা চিকিৎসা করাইয়া কিঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করেন। সেই সময়ে উল্লিখিত ভট্টগণ তাঁহার বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাইয়া প্রীত হন। তিনি কতিপয় দিবস মুরশিদাবাদে অবস্থান করিয়া তথাকার দর্শনীয় সমস্ত স্থান দর্শনান্তে নিলয়ে প্রত্যাগমন করেন।

বিদ্যোৎসাহী শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় নিজালয়ে একটী রচনাগার সংস্থাপন করিয়া তাহাতে কতিপয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও বঙ্গভাষায় সুশিক্ষিত লোক নিযুক্ত করেন। তাঁহারা ইং-

হার সাহায্য লইয়া কয়েক-খানি সংস্কৃত ও বঙ্গ ভাষার গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সংস্কৃত "বিক্রম-ভারত,, নামক গ্রন্থখানি অতি বৃহৎ; এই গ্রন্থে নানাবিধ পৌরাণিক ইতিবৃত্ত সহকারে রাজা বিক্রমাদিত্যের জীবনচরিত বর্ণন করিয়া লক্ষ শ্লোক দ্বারা সম্পূর্ণ করিবার প্রস্তাব হয়, তন্মধ্যে ২০। ২২ হাজার শ্লোক মাত্র রচনা হইয়াছিল। ইহার রচনা-কার্য্যে কাকিনীয়া-নিবাসি সংস্কৃত শাস্ত্র-বিশারদ শ্রীযুক্ত শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার ও বিক্রমপুর-পুরাপাড়া-নিবাসি শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু তর্কবাগীশ মহাশয় দ্বয় নিযুক্ত ছিলেন; ইঁহাদিগের দ্রুত কবিত্বশক্তি অত্যন্ত প্রশংসনীয়া। ইঁহারা প্রতিদিন বিবিধচ্ছন্দোবন্ধে অন্যূন একশত শ্লোক রচনা করিতেন। "কথলাজা,, নামক অপর একখানি সংস্কৃত চম্পূকাব্য জেলা পাবনার অন্তঃপাতি মালঞ্চী-নিবাসি পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত গুরুচরণ সরকার * মহাশয় প্রণয়ন করেন; এই

* গুরুচরণ সরকার মহোদয় "এইক্ষণে বিদ্যারঞ্জন,, উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

গ্রন্থ খানি দিক্‌প্রকাশ-যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। উক্ত সরকার মহোদয় বঙ্গভাষায় রচিত পুস্তক সকল সংশোধন করিতেন। সংস্কৃত ধাতু-ঘটিত "ধাতুমালা" নামে একখানি গ্রন্থ জেলা রঙ্গপুরের অন্তর্গত ব্রাহ্মণীকুণ্ডা-নিবাসি যোগেন্দ্র বিদ্যা-মণি, গোবিন্দ পঞ্চানন, রাজমোহন সার্ব্বভৌম, বিশ্বেন্দ্র বিদ্যারত্ন, পাবনার অধীন দুধবাড়ীয়া নিবাসি জানকীনাথ সার্ব্বভৌম সংকলন করেন। এ গ্রন্থ খানিও মুদ্রাঙ্কিত হইতে পারে নাই। কাকিনীয়া-বাসি মৃত তারাশঙ্কর মৈত্রেয় মহাশয় "কমলদন্তা-হরণ" নামে একখানি বঙ্গভাষায় পদ্য গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা মুদ্রিত হইয়াছিল। বিক্রমপুর মালবৃদিগ্রাম-নিবাসি বাবু ভারত চন্দ্র গুপ্ত, "নিজাম-চরিত" নামে একখানি পদ্য গ্রন্থ রচনা করেন, উহা মুদ্রাঙ্কিত হয় নাই; এতদ্ভিন্ন বিদ্যারসজ্ঞ শম্ভুচন্দ্র, মুন্সী ফজলার রহমান দ্বারা উর্দ্দু ভাষার "রামায়ণ" গ্রন্থ অনুবাদ করান এবং "বুধেলারহস্য" ও "তারাহরণ" নামে দুই

খানি নাটক রচনা করিবার জন্য রচয়িতা দিগকে প্রত্যেক খণ্ডে ২০০ শত টাকা পুরস্কার দেওয়ার প্রস্তাবে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রচার করান; ঐ বিজ্ঞাপন দৃষ্টে জগদীশ তর্কালঙ্কার নামক একজন স্কুল পণ্ডিত "বুধেলা-রহস্য,, নাটক রচনা করিয়া দিয়া, পারিতোষিক প্রাপ্ত হন এবং উক্ত নাটক মুদ্রাঙ্কিতও হয়। পূর্ব্বোক্ত উর্দ্দু পুস্তক ও তারাহরণ মুদ্রিত হইতে পারে নাই। উপরিউক্ত পণ্ডিতগণ ব্যতীত ইঁহার সভাসদ্ আরো কতিপয় বিদ্বান্ ও উপযুক্ত লোক ছিলেন। তন্মধ্যে এইক্ষণকার অন্যতর প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত গোবিন্দমোহন রায় † মহাশয় উল্লিখিত সমস্ত গ্রন্থের তত্ত্বাবধারণ এবং তন্মধ্যে বঙ্গভাষার গ্রন্থ সংশোধন করিতেন। ইনি সময়ে২ "রঙ্গপুরদিক্‌প্রকাশ,, পত্রিকার সম্পাদকীয় কার্য্যও নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

---

† ইনি অধুনা "বিদ্যা-বিনোদ,, উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহোদয় পূর্ব্বোল্লিখিত অধিকাংশ গ্রন্থের আখ্যান নিজে বলিয়া দি-তেন এবং পরিশেষে তাহা আবার সংশোধন করি-তেন, তন্নিমিত্ত ইঁহাকে অতিশয় পরিশ্রম করিতে হইত,। ইনি অত্যন্ত উপযুক্ত লোক ছিলেন বলি-য়াই ঐ সকল গুরুতর কার্য্য অবলীলাক্রমে সম্পাদন করিতে সক্ষম হইতেন। ইনি রচনা কার্য্যে এতদূর সুপটু ছিলেন যে, উপর্য্যুপরি দুইজন লেখককে দুইটি বিষয় বলিয়া দিতে পারিতেন। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কোন ক্রুত লেখকও ইঁহার বলার সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া যাইতে পারিত না। ইনি পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত দিগকে লইয়া নিয়ত বিদ্যামোদেই নিযুক্ত থাকিতেন। নি-তান্ত নির্জ্জন সময়েও একখানি পুস্তক হস্তে লইয়া নিবিষ্ট-চিত্তে পাঠ করিতেন। ইনি সময়ে ২ সং-স্কৃত, পারসী, উর্দ্দু এবং বঙ্গভাষায় যে সমস্ত কবিতা আদি রচনা করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদয় সংগ্রহ করিলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া উঠে,

প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে ও সময়ের অল্পতা নিবন্ধন ঐ সকল কবিতার সম্যক্ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে নিবন্ধ করা গেল না। পাঠকদিগের অবগতির নিমিত্ত ইঁহার রচিত কয়েকটী মাত্র সংস্কৃত, বঙ্গ এবং উর্দ্দ ভাষার কবিতা এস্থলে গৃহীত হইল।

---

১। "সুরুচির নবমল্লী বল্লিকা গুৎসকাঢ্যা। সুকুসুম মধুধারা সিক্তিতোদ্যান ভূমিঃ; দ্বিজকুল কল নাদৈ র্যত্র না কামমত্তঃ, ঋতুপ শুভ-বসন্তে কাশতে কাশিকাসৌ।"

২। "তুরগ রথ নিষণ্ণা স্ত্রীঙ্গবালা সুচেলা, জলদ রুচিরকেশা যত্র সম্বদ্ধ বেণী। স্মিত-সুভগ কপোলা লোকয়ন্তী স্বকান্তং, ঋতুপ শুভ-বসন্তে কাশতে কাশিকাসৌ।"

৩। নিখিল-বকুল-কুঞ্জে পুষ্পকারাম পুঞ্জে, ব্রততি ততিষ ভৃঙ্গা মঞ্জু গুঞ্জন্ত্যজস্রং। সুমনুজকুল মস্মিন্ নৃত্যগীত প্রমোদি, ঋতুপ শুভ-বসন্তে কাশতে কাশিকাসৌ।"

৪। " বিপুল জঘনযুক্তা বারকান্তা বয়স্থা, ধৃত মুকুর করাজা কস্তুরী কেশলগ্না। পথিক-জন মুদীক্ষ্যা মোদতে প্রার্থকামা, ঋতুপ শুভ-বসন্তে কাশতে কাশিকাসৌ। ,,

৫। "গতে প্রাবৃট্ কালে ঘন-জলদ-জালেন সহিতে মহী নির্ঝালা স্বনঘ কুল বালেব সততং। নদাদীনামস্যামমলমতিশীতঞ্চ সলিলং, সদা লোকাকীর্ণা শরদি শুভ-কাশী বিলসতি।

৬। " চঞ্চৎসৌদামনীভির্গুড়ুগুড়ু নিনদৈ শব্দিতো বারিবাহ, স্তোয়াসারৈর্ধরিত্রী প্রতিদিন মধিক প্লাবিতা শোভিতা চ। নীরৈঃ সম্পূরিতাস্তুহ্রদনদ তটিনী দীর্ঘিকাঃ পঙ্কজাঢ্যাঃ, প্রাবৃট্ কালোত্র কাশ্যাং জনগণ সুখদঃ সম্প্রতি প্রাদুরস্তি। ,,

---

বঙ্গভাষায়

বীররস।

হ্রস্ব দীর্ঘানুসারে পঠিত হইবে।

" বাজিল সমর বিঘোর।

সর্ সর্ প্রসরিত, শরগণ ভীষণ,
মার ২ ঘন সোর ॥ ১ ॥
জ্যা-টঙ্কারে, স্তব্ধ শ্রুতিযুগ,
বোধ-সোধ চলি যায়।
যত জনপদ সব, মূর্চ্ছিত নিপতিত,
মানস-বৃত্তি-নভায় ॥ ২ ॥
হরি-চরণ-প্রতি, রতি সমুপস্থিতি,
যার তার গত দায়।
হা, হা, হা করি, দুর্জ্জন-দুর্ম্মদ,
মৃত্যু-কবল গতি পায় ॥ ৩ ॥
টং টং টাঙ্গির, শব্দ বিনির্গত,
হয় অনবরত ভয়াল।
উদ্ধত ভটগণ, ক্ষিপ্ত সুভীষণ,
খরতর বর,শর-জাল।
এহি রূপ কত, শৌর্য্য বিকাশিত,
ঘোর ঘটিত রণ-কালে।
মল্ল হুহুঙ্কৃতি, প্রকৃতি ভয়াবহ,
সুমিলিত বাজন-তালে ॥ ৫ ॥

বাহ্বাস্ফোটন, চাপড় তড় বড়,
দগড় রগড় কড়খাতে।
বন্দুক ধূমে, রবি লুক্কায়িত,
যেন নিশা হয় তাতে ॥ ৬ ॥
জয়-ঢক্কা-ধ্বনি, ডং ডং ডঙ্কিত,
রণ রণ রণ রণ-ঘণ্টা।
ক্ষণিক বিলম্বে, হইল বিকর্ত্তিত,
রাশি রাশি কর-কণ্ঠা ॥ ৭ ॥
রক্ত স্রোতো, হইল প্রবাহিত,
কল কল শব্দ গম্ভীর।
সজ্জন জয় যুত, দুর্জ্জন হকু হত,
শম্ভু ভণিত রসবীর ॥ ৯ ॥,,

---

উর্দ্দু সায়ের।

“ আয় পরীতো চশ্‌ম নজ্‌রা আজ্জবম
দরপেষ হেয়।
কহরে জোঅতীকি ওক্কী গোল্‌সনে
দরপেষ হেয় ॥

বর্গ তোড়া তোন্দ আকর জোর অবর
দরপেষ হেয়।
আগর্ক্ষকা লুতি কয়লা গেরদগাঁ
দরপেষ হেয়॥
ভাগ চলা ঘর কোই না আওয়ে মরদগাঁ
দরপেষ হেয়।
আয়ছে ময়দাঁ আয়ছে কয়দাঁ খোরিয়া
দরপেষ হেয়॥
গোদ গোদায়ে মস্ত বোল২ যোক্ত গোলা
দরপেষ হেয়।
কদম ধরণে নেস্ত তাকদ লাল মস্ত
দরপেষ হেয়॥
লোক মধে তাম্বুল গোটকা দেল খোরা
দরপেষ হেয়।
বুকে উপর ধরদে নোক্তা ফ্রি কলম
দরপেষ হেয়॥
জিয়ে বোল বোল ফুলে গোলশন্ উপাঃ দরপে
দরপেষ হেয়।

খোদা জানে দিগর মতলব আগর্
দরপেষ হেয় ॥
বিল্‌কিয়ল অঞ্ বাগ্‌ছিটাওয়ে বাগ্‌ছিট
দরপেষ হেয়।
হোঁঅছেঁ আবঞ্‌ওঠা দেওঁ পোষ্‌ব কল
দরপেষ হেয় ॥
ভব ইয়াঃ হুব্ গোল্‌গোলেন্তাঁ জেওয়ে
দরপেষ হেয়।
হুব হোজাগা তাজগীতর তাজগী
দরপেষ হেয় ॥
হস্তুবোল্‌বোল্ বোল্ কোকারে চেশরম
দরপেষ হেয়।
বাহবাকর্ পেষ হেয়্ দরপেষ হেয়
দরপেষ হেয় ॥,,

পূর্ব্বে এখানকার জমিদারি সেরেস্তাসংক্রান্ত কাগজ-পত্রের সুশৃঙ্খলা ছিল না, তখন কাণ কোঁড়ান বাঙ্গালা কাগজে শুমার ও রোকড় আদি লেখা হইত। শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় সকল

সেরেস্তায় পাকা বহী লেখার প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন ও মহাফেজখানা এবং মহাফেজি পদের সৃষ্টি করিয়া যান। পুরাকাল হইতে প্রজাদিগের নাম পরিবর্ত্তন সংক্রান্ত পাট্টা, মফঃস্বলের পাটা-রি ও তহশীলদার প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণের নিকট হইত। তাহারা এই উপলক্ষে প্রজাদিগের অর্থ-শোষণ এবং রাজ সরকারের ক্ষতি করিতে ক্রটি করিত না। এই দোষ নিবারণের জন্য ইনি ঐ নিয়ম রহিত করিয়া, কাকিনীয়ার সদর কাছা-রিতে প্রজাদিগের নাম-খারিজ-দাখিল সম্বন্ধীয় পাট্টা কবুলিয়ত আদান প্রদান করিবার নিয়ম অবধারিত করেন। ইনি ১২৬৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে সুশৃঙ্খলরূপে জমিদারি কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত কতিপয়-নিয়ম সম্বলিত নিয়মা-বলী নামে একখানি পুস্তক মুদ্রিত করান; এবং জেলা রঙ্গপুরের অন্তর্গত বরইবাড়ী কুঠির ম্যানেজার মেস্তর হেন্‌রি ডি, লেবেন্‌; পিয়ার্স সাহেবকে দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করেন;

কিন্তু তিনি অধিক দিবস ঐ পদে নিযুক্ত ছিলেন না। মহাত্মা শম্ভুচন্দ্র, বিদ্যালোচনায় অধিক সময় ব্যাপৃত থাকা হেতু যদিও কর্তৃত্বের শেষকালে জমিদারি কার্য্যে সর্ব্বদা মনঃসংযোগ করিতে পারিতেননা, (কেবল মাত্র সানোপলক্ষে তৈল-মৃক্ষণের সময় জমিদারি সংক্রান্ত কর্ত্তব্য-কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন) তথাপি ইহার শাসন-প্রভাবে উক্ত কার্য্য সুনিয়মে নির্ব্বাহ হইত। ইনি পূর্ব্বোক্ত অব্দের অগ্রহায়ণ মাসে একশত কয়েকজন আমিন নিযুক্ত করিয়া সমস্ত জমিদারি জরিপ করান, কিন্তু প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠায়, কর-বৃদ্ধি সম্বন্ধে পূর্ণ-মনোরথ হইতে পারেন না।

পূর্ব্বে রঙ্গপুরে "ভূম্যধিকারি-সভা,, নামে একটী সভা ছিল; তাহা উঠিয়া যাওয়ায়, শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহোদয় ডুমভাণ্ডারের ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চৌধুরী মহাশয়ের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক ১২৬৭ বঙ্গাব্দের

১৮ ই বৈশাখ রবিবার উক্ত স্থানে ঐ সভা পুনর্ব্বার সংস্থাপন করিয়া নিজে তাহার অবৈতনিক সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন। সভার কার্য্য নির্ব্বাহার্থ কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে এক জন সহকারি সম্পাদক মাসিক ২৫ পঁচিশ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন এবং সভা সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম স্থিরীকৃত হয় যে, মহাত্মা শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী কিম্বা রমণীমোহন চৌধুরী, এতদুভয়ের একজন এবং অন্য পাঁচ জন ভূম্যধিকারী উপস্থিত না থাকিলে, সভার কার্য্যারম্ভ হইতে পারিবে না। এই সভাটী অতি সদুদ্দেশ্যে সংস্থাপিত হয়। সংক্ষেপতঃ ইহার উদ্দেশ্য এই যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূম্যধিকারী, ব্যবসায়ী লোক অথবা সাধারণ প্রজাগণের অপ্রীতিকর কোন আইন বিধিবদ্ধ হইলে, তাহা নিবারণের জন্য সমুচিত উপায় অবলম্বন করিয়া কলিকাতা নগরস্থ ভারতবর্ষীয়-সভার সহযোগে গবর্ণমেণ্টে আবেদন করা, স্থানীয় ভূম্যধিকারিদিগের মধ্যে

পরস্পর ভূম্যধিকার লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে, তাহার মীমাংসা করা, কিসে কৃষি এবং স্থানের উন্নতি হয়, তাহার সদুপায় উদ্ভাবন করা ইত্যাদি। ফল কথা, এই সভাটী স্থায়ী হইলে এপ্রদেশের যে মহদুপকার সংসাধিত হইত, তা-হার সন্দেহ নাই।

শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহোদয়ের সহিত কুণ্ডীর কাশীচন্দ্র রায় চৌধুরী, মন্থনার শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী, টেপার শ্রীযুক্ত দক্ষিণা-মোহন রায় চৌধুরী, মাহিগঞ্জ নিবাসী জ্ঞানেন্দ্র গিরি সন্ন্যাসী, রাধাবল্লভ নিবাসী নারায়ণপ্রসাদ সেন, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ২ ভূম্যধিকারি মহাশয়-গণের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল।

ইনি ১২৬৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাস হইতে শারীরিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ অসুস্থ হন, তন্নিবন্ধন উক্ত অব্দের ৭ ই ফাল্গুন তুলা দান (আত্ম-দেহের বিনিময়ে অর্থদান) করেন। প্রথমে পিত্তল আদি ধাতুর এক তল,

দ্বিতীয়ে শাল বনাত আদি বস্ত্রের এক তুল, অবশেষে কেবল রৌপ্য মুদ্রার এক তুল প্রদত্ত হয়। স্বর্ণ-দান-গ্রহণের প্রথা এপ্রদেশে প্রচলিত না থাকায়, রৌপ্য-তুলে নিয়ম রক্ষার নিমিত্ত এক খণ্ড স্বর্ণ মুদ্রা মাত্র দেওয়া হয়। ইনি এই তুলা দানে বহু অর্থ ব্যয় করেন।

শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহোদয়, কলিকাতা বাসি সমাচার চন্দ্রিকার সম্পাদক ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়কে একটি উৎকৃষ্টতর মুদ্রাযন্ত্র প্রদান করেন এবং নিজ ব্যয়ে অনেক নিরুপায় বালকদিগকে কলিকাতা ও নবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে পাঠাইয়া দিয়া ও নিজালয়ে রাখিয়া বিদ্যা শিক্ষা দেন। ইনি বহু বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতিতে সাহায্য দান করিয়াছেন। ইঁহার দানশীলতা সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতে গেলে, বিস্তর লিখিতে হয়, সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যাইতেছে যে, ইনি এক জন বদান্য লোক ছিলেন। ইঁহার বদান্যতা

কুসুম-সৌরভে সন্তুষ্ট হইয়া বঙ্গদেশের তদানীন্তন লেপ্‌টনাণ্ট গবর্ণর পব্‌লিক্ ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্টের অফিসিয়েটীং সেক্রেটারি লেপ্‌টনাণ্ট কর্ণেল জে, পি, বীডন্ সাহেবের প্রতি আদেশ করায়, উক্ত সেক্রেটারি সাহেব ইঁহাকে ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দের ২৬ শে নবেম্বর তারিখে ৫০৫৯ নম্বরের ধন্যবাদ সূচক যে পত্র লেখেন, এস্থলে তাহার অনুবাদের স্থূল বিবরণ সংগৃহীত হইল।

" ১৮৬০ সালে বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের অধীন নানা জেলাবাসি লোকেরা সাধারণ হিতকর যে সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ক এই পত্রের অন্তর্ব্বর্ত্তী ঘোষণা যাহা কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আপনার দর্শনার্থ প্রেরণ করিতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি।

২। ঐ ঘোষণায় লিখিত সাধারণ কার্য্যে ব্যয়দাতাদিগের নামের যে তালিকা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে আপনার নাম যে উচ্চ"

স্থান ( সর্ব্বাগ্র স্থান ) প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা শ্রীযুক্ত লেপ্‌টনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরবিশেষ লক্ষ্য করিয়াছেন এবং আপনি সাধারণহিতকর কার্য্যে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া যে বদান্যতা প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য উক্ত বাহাদুর আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন। ,,

শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহোদয় একদা ভুবণ্ডাওয়ারের ভুম্যধিকারি শ্রীযুক্ত রমণী মোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের নিকট কথার প্রসঙ্গে বলেন, যে, "ব্যবস্থানুসারে মহিমারঞ্জন সমস্ত জমিদারির ৷৶০ আনা * অংশ ও কৈলাসরঞ্জন তাহার পিতার ।০ আনা অংশ মাত্র পাইতে পারে ; কিন্তু উভয়েই দত্তক এবং আমার যত্নেই উভয়ে

* শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে শ্রীনাথ রায় চৌধুরী মহোদয়ের ।।০ আনা অংশ জমিদারি প্রাপ্ত হন, তদ্ভিন্ন তাঁহার পৈতৃক ।০ আনা অংশে স্বত্ব ছিল। একারণ তিনি ৷৶০ আনা অংশের স্বত্বাধিকারী ছিলেন।

গৃহীত হইয়াছে ; বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সন্তান ও নিজের সন্তানে কিছুই প্রভেদ বিবেচনা হয় না। অতএব আমি মহিমারঞ্জন ও কৈলাস রঞ্জনকে সমুদায় জমিদারি তুল্যাংশে লিখিয়া দিতে ইচ্ছা করি। এ বিষয়ে আপনার মত কি ?" ইহা শুনিয়া উক্ত চৌধুরী মহাশয় নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া উত্তর করিলেন " আপনি যে, উভয় ভ্রাতার মধ্যে তুল্যাংশে জমিদারী লিখিয়া দিতে চাহেন, ইহা বিশেষ সদাশয়তার বিষয়। এইরূপ কার্য্য করিলে, আপনি চিরদিনের জন্য নিঃস্বার্থতার একটি বিশেষ চিহ্ন রাখিয়া যাইবেন, সন্দেহ নাই।

শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের দৈহিক পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায়, ইনি জীবনের প্রতি একরূপ নিরাশ হইয়া ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ১৯ শে আশ্বিন নিজ দত্তক পুত্র কুমার মহিমারঞ্জন ও ভ্রাতৃদত্তক কুমার কৈলাসরঞ্জনকে সমস্ত বিষয়-বিভবের উপর তুল্যানুরূপ স্বত্ব প্র-

দান করিয়া রীত্যনুযায়ী উইল্ প্রস্তুত এবং সম্পত্তি-রক্ষার নিমিত্ত চারি জন অছি' নিযুক্ত করেন। তন্মধ্যে ইঁহার ভ্রাতৃবধূ হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী মহাশয়া ও গুরুপুত্র নীলকান্ত ভট্টাচার্য্য মহোদয় প্রধান অছির পদে এবং গঙ্গাপ্রসাদ পালধি সদর নায়েব ও পীতাম্বর মিশ্র পেস্কার সহকারি অছির পদে নিযুক্ত হন। তৎপরে ইনি স্বাস্থ্যলাভের জন্য দার্জ্জিলিঙ্গে গমন করার মানসে, উপরিউক্ত অব্দের ৯ ই ফাল্গুন বুধবার প্রাতঃকালে কাকিনীয়া পরিত্যাগ করিয়া রঙ্গপুরস্থ ধাপের কুঠিতে যান। পরে তথাকার সম্ভ্রান্ত ও বিজ্ঞলোক দিগের পরামর্শানুসারে দার্জ্জিলিং-গমন রহিত করিয়া মাতৃদর্শন-লাভ ও উত্তম স্থান বিবেচনায়, কাশীক্ষেত্রে যাওয়া স্থিরসিদ্ধান্ত হওয়ায়, ১২ ই ফাল্গুন শনিবার বিষয় সংক্রান্ত একখানি দ্বিতীয় উইল্ প্রস্তুত করেন। এই উইল্ অনুসারে নীলকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উপর জমিদারি

সম্বন্ধীয় সমস্ত ভার ন্যস্ত হয়। তৎপরে ইনি ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ১৪ ই ফাল্গুন সোমবার প্রাতঃকালে কাশীযাত্রা করেন।

ইনি ২২ শে ফাল্গুন গঙ্গাতীর কাণসাট্ নামক স্থানে গিয়া উপনীত হন, এখানে ইনি এতদূর অসুস্থ হন যে, ইঁহার জীবন রক্ষা পাওয়া ভার হইয়া উঠে। পরিশেষে তথাকার একজন ডাক্তর চিকিৎসা দ্বারা ইঁহাকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ করিয়া তোলে। ইনি কথঞ্চিৎ আরোগ্য-লাভের পর তত্রত্য গঙ্গা-স্নানোপলক্ষে সমবেত নানা দিগ্‌দেশীয় দীন-দুঃখীদিগকে ভোজন করাইয়া বহু দান বিতরণ করেন। তৎপরে তত্রত্য কয়েকটি দরিদ্রের প্রার্থনানুসারে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ৮ ই চৈত্র তথা হইতে নৌকারোহণ পূর্ব্বক বৈশাখ মাসে বারাণসী নগরে উপনীত হন। ইনি কাশীতে গিয়া নানারূপ চিকিৎসা করান; কিন্তু কোন রূপেই আরোগ্য লাভ করিতে পারেন না। অবশেষে বঙ্গদেশের একটি রত্ন স্বরূপ প্রোক্ত

পণ্ডিতপ্রবর মহাত্মা শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহোদয়, কাশীবাসি লবঙ্গসুন্দরী চৌধুরাণী বৃদ্ধা জননী মহাশয়াকে অকূল শোক-সাগরে ভাসাইয়া এবং উত্তর-বঙ্গকে অন্ধকার করিয়া ১২৬৯ বঙ্গাব্দের ১৩ ই আশ্বিন রবিবার ( ১৮৬২ খ্রীঃ ২৮শে সেপ্টেম্বর) রাত্রি সাড়ে সাত ঘটিকার সময় মায়াময় অনিত্য জীবন বিসর্জ্জন করেন।

পুণ্যাত্মা শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমারোহ সহকারে নির্ব্বাহিত হয়। ইঁহার শব তত্রত্য ভাগীরথীতীরে লওয়া কালীন রাজবাটী হইতে মণিকর্ণিকার ঘাট পর্য্যন্ত সমস্ত পথ আলোক-মালায় সুশোভিত করিয়া নৌবত আদি বাদ্যোদ্যম করা হয় এবং শবের সঙ্গে সঙ্গে কাশীবাসি ও সঙ্গীয় বহু ব্রাহ্মণ-ভদ্র এবং আশা, সোটা, বল্লম ও ছত্র-চামর-ধারি পদাতিক প্রভৃতি গমন করে, তৎপরে চন্দন কাষ্ঠাদি দ্বারা এই মহাত্মার দেহ দাহ করা হয়।

শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহোদয় ১৪ বর্ষ

কাল জমিদারিতে কর্ত্তৃত্ব করেন। জন্মদিন ১২২৯ বঙ্গাব্দের ৭ ই শ্রাবণরবিবার (১৮২২ খ্রীঃ২০ শে জুলাই, হইতে গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে) ইঁহার বয়ঃক্রম ঊনচল্লিশ বৎসর দুই মাস ছয় দিবস হইয়াছিল। ইনি খর্ব্বাকৃতি কিঞ্চিৎ স্থূলকায় এবং শ্যামবর্ণ ছিলেন, ইঁহার মুখমণ্ডলে সর্ব্বদা গাম্ভীর্য্য বিরাজ করিত। ইনি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভাল বাসিতেন। বৈঠকখানার পুস্তক এবং অন্যান্য দ্রব্যজাত এরূপ যত্নের সহিত রাখাইতেন যে, দেখিলে ঐ সকল দ্রব্য নূতন বলিয়া বোধ হইত। ইঁহার এই স্পৃহাটীর জন্য রঞ্জনবাগ, চিড়িয়াখানা, এবং রাজবাটীর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তি-পথ সকল সর্ব্বদা পরিস্কৃত থাকিত। ইনি প্রায়শঃ প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা হইতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতেন; তৎপরে তামদান যানারোহণে দূরপ্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া আসিতেন। সর্ব্বদা সঙ্গে এক খানি স্মারকবহি থাকিত, যখন যে কার্য্য করিবার ইচ্ছা হইত, তৎক্ষণাৎ তাহা ঐ স্মারকবহি-

তে লিখিয়া রাখিতেন। কার্য্য শেষ হইয়া গেলে, তাহাতে সমাপনসূচক চিহ্ন দিতেন। ইনি কোন ব্যয়সাধ্য কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ব্যয়ের পরিমাণ না বুঝিয়া কখনই তাহাতে প্রবৃত্ত হই-তেন না এবং কোনরূপ অপব্যয় দেখিতে পারিতেন না। লেখাপড়ার প্রতি ইঁহার বাল্যাবস্থা হইতেই অসাধারণ অনুরাগ ছিল। ইনি মুহূর্ত্ত কালও বৃথা নষ্ট করিতেন না, দিবা রাত্রি ইঁহার হস্তে একখানি না একখানি পুস্তক দেখা যাইত। ইনি ইংরেজী ভাষা জানিতেননা; কিন্তু নিয়মিত রূপে "ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া ও ইলষ্ট্রেটেড্ লণ্ডন নিউস্,, প্রভৃতি পত্রিকা পাঠ করাইয়া অর্থ শুনি-তেন। চিত্র-কার্য্যেও ইঁহার নৈপুণ্য ছিল, ইনি সময়ে সময়ে যে সকল ছবি আঁকিতেন, তাহা সাধারণের প্রীতিপ্রদ ও সুদৃশ্য হইত। সুধাময় সঙ্গীত-বিদ্যার প্রতিও ইঁহার অনু-রাগ ছিল। ইনি যৌবনের প্রারম্ভে যন্ত্র-সংগীত মধ্যে বেয়ালা যন্ত্র অভ্যাস করেন; তৎপরে নানা -রাগ রাগিনীর কতকগুলি গান রচনা করিয়া

স্থানীয় যাত্রার দলে দিয়াছিলেন। ইনি বালক দিগের ধাবন, কূর্দ্দন, সন্তরণ, অশ্বারোহণ, বৃক্ষারোহণ প্রভৃতি পুরুষোচিত ক্রীড়া সকল ভাল বাসিতেন। পরীক্ষা গ্রহণের সময়ে যখন বিদ্যালয়ে গমন করিতেন, তখন উৎসাহ দিয়া ছাত্র দিগকে উল্লিখিত রূপ ব্যায়ামে প্রবৃত্ত করাইতেন এবং নিজ পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র, কুমার মহিমারঞ্জন কৈলাসরঞ্জনকে সন্তরণ শিক্ষা দেওয়ার জন্য অমাত্যদিগকে সঙ্গে দিয়া প্রতি দিন পুষ্করিণীতে পাঠাইয়া দিতেন ও উষাকালে অশ্বারোহণে ভ্রমণ করানের জন্য অশ্বারোহিদিগের প্রতি আদেশ করিয়া দিয়াছিলেন, তজ্জন্য অশ্বারোহি গণ প্রত্যুষে কুমারদ্বয়কে অশ্বারোহণ করাইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করাইত। বাল্যাবস্থা হইতেই ইঁহার উদ্দেশ্যসাধনের প্রতি দৃঢ়তর পণ ছিল, যে কার্য্য করিবার সংকল্প করিতেন, তাহা যত কালে এবং যেপ্রকারে হউক, অবশ্যই সাধন করিতেন। কেহ মিথ্যা কথা কহিলে ইনি তাহার

প্রতি আন্তরিক বিরক্ত হইতেন। ইনি অত্যন্ত অল্পাহার করিতেন, সহসা ইঁহার ভোজন-পাত্র দেখিলে বোধ হইত, সে পাত্রে কেহ ভোজন করে নাই। ইনি পাখী অতিশয় ভাল বাসিতেন, নিয়ত যে স্থানে শয়ন এবং উপবেশন করিতেন, তাহার অনতিদূরে কতিপয় পিঞ্জরবদ্ধ সুকণ্ঠ বিহঙ্গম থাকিত। ইঁহার উপন্যাস শুনিবার ইচ্ছাটী অতীব বলবতী ছিল, প্রতিদিন রজনীতে শয়ন করিয়া কাহার না কাহার নিকট কোন একটি উপন্যাস শুনিতেন। ইনি অত্যন্ত আশ্রিতবৎসল ছিলেন, বিশেষতঃ প্রাচীন চাকর এবং তদ্বংশীয় লোক দিগকে বিশেষ অপরাধ ভিন্ন কখনই পরিত্যাগ করিতেন না; ও অনুগত লোকেরা যাহাতে সর্ব্ব বিষয়ে গুণবান্ হয়, তৎপ্রতি ইঁহার আন্তরিক প্রযত্ন ছিল। ইঁহার শয্যার সমীপ-দেশে প্রতিনিয়ত নিজজননীর প্রতিমূর্ত্তি থাকিত, ইনি সময়ে সময়ে রোগ-যন্ত্রণায় জীবনের প্রতি নিরাশ হইয়া ঐ

মূর্ত্তিকে সম্বোধন করিয়া কহিতেন, “তোমার শ্রাদ্ধ আমি করিতে পারিলামনা; কিন্তু আমার শ্রাদ্ধ তুমি করিতে পারিবে।„ ইঁহার একান্ত বাসনা ছিল যে, বৃহদাড়ম্বর করিয়া (কাকিনীয়ার রাজসংসারে কখনও যেরূপ শ্রাদ্ধ হয় নাই) মাতৃশ্রাদ্ধ নির্ব্বাহ করিবেন; কিন্তু নির্দ্দয় কাল অকালে ইঁহার জীবন-রত্ন হরণ করিয়া লওয়ায়, ঐ আশা এবং অন্যান্য অনেক সাধু-সংকল্প হৃদয়েই লীন হইয়া যায়।

ইঁহাদিগের বংশ-পরম্পরা মধ্যে মহাত্মা রামরুদ্র রায় চৌধুরী মহোদয় ভিন্ন তৎপরবর্ত্তি প্রায় সকলেই শক্তি-উপাসনা উপলক্ষে মদ্যপান করিতেন, এই সূত্রে শম্ভু চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়েরও পানদোষ ঘটিয়া উঠে; কিন্তু ইনি সুরা পানজনিত অশেষ অনিষ্টকারিতা দোষ বুঝিতে পারিয়া, পরিশেষে অত্যন্ত পরিতাপিত হন *

* স্মারকবহিতে দেখা গিয়াছে, ইনি মদ্য পানের অশেষ দোষ বর্ণন করিয়া এক শেষ আত্ম-গ্লানি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

এবং নিজ চেষ্টায় শেষ-দশায় ঐ দোষ একবারে পরিত্যাগ করেন।

ইঁহার ক্রোধ বৃত্তিটী অপেক্ষাকৃত বলবতী ছিল, কাহার অল্পপরিমাণে দোষ দর্শন করিলে, ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিতেন। তজ্জন্য সময়ে সময়ে ভৃত্যবর্গের প্রতি কথঞ্চিৎ অত্যাচারও সংঘটিত হইত। ইনি ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া কখন কোন ভদ্রলোককে কটূক্তি প্রয়োগ করিলে, ক্রোধাবসানে তাঁহার নিকট মৌখিক বা পত্র দ্বারা হউক, অতি সামান্য লোকের ন্যায় নম্রতা জানাইয়া স্বদোষ স্বীকার পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন এবং অমাত্যদিগকে বলিতেন " অধিক ক্রোধের সময়ে কেহ আমার নিকটে আসিও না। ,, একারণ পার্য্যমাণে প্রায় কোন অমাত্যই ঐ সময়ে ইঁহার নিকট গমন করিতেন না।

## হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী।

মহাত্ম শম্ভুচন্দ্রের মৃত্যুর পর হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী মহাশয়া দেবর-পুত্র কুমার মহিমারঞ্জ;

নের দ্বারা ( ত্রিপক্ষে ১২৬৯ বঙ্গাব্দের ২৭ শে কার্ত্তিক বুধবার ) তাঁহার শ্রাদ্ধ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করান। এই শ্রাদ্ধে রৌপ্য ষোড়শ, সুখাসন এবং পিত্তল প্রভৃতি ধাতু নির্ম্মিত ও অন্যান্য দ্রব্যজাত সংক্রান্ত একটি দান-সাগর হয়।

শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের লোকান্তর প্রাপ্তির অব্যবহিত কাল পূর্ব্ব হইতেই নীলকান্ত ভট্টাচার্য্য অছি মহাশয়ের সহিত হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী মহোদয়ার কর্ত্তৃত্ব লইয়া অন্তর্ব্বিবাদ উপস্থিত হয় এবং ক্রমশঃ ঐ বিরোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। এই সময়ে উল্লিখিত ভট্টাচার্য্য অছি মহাশয়, কাকিনীয়া রাজ-সংসারের ভূত-পূর্ব্ব পদচ্যুত দেওয়ান, গোলোকচন্দ্র বক্‌সিকে দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করেন। তদনুসারে উক্ত বক্‌সি ১২৬৯ বঙ্গাব্দের ৪ ঠা আশ্বিন রাত্রি চারিদণ্ড সময়ে কাকিনীয়ার রাজবাটীতে উপস্থিত হনএবং হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী মহাশয়া ও কুমার মহিমারঞ্জন, কৈলাসরঞ্জনকে রীতিমত নজর দিয়া কা-

ছাড়িতে বসেন। এদিকে ৫ ই আশ্বিন প্রাতঃকালে হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী, পীতাম্বর মিশ্র পেস্কার ও গঙ্গাপ্রসাদ পালধি সংকারী অছিদ্বয় এবং অন্যান্য অমাত্যদিগকে অন্তঃপুরে ডাকাইয়া বলেন "গোলোক বক্সিকে নেমক্হারামির জন্যে ছোট কর্ত্তা দূর করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর সে তাঁহার স্পষ্টরূপে শত্রু হইয়া উঠিয়াছিল; এমন কাল সাপকে কখনই রাখা হইবে না।" পক্ষান্তরে নীলকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রধান অছি মহাশয় বলেন, "গোলোক বক্সি পুরাতন অমাত্য, সে এ ঘরের আদ্যোপান্ত সমস্ত অবস্থা জ্ঞাত আছে, তদ্দ্বারা জমিদারি কার্য্য ভালরূপে চলিতে পারিবে বলিয়া, শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী, তাহাকে ১২৬৯ বঙ্গাব্দের ১২ ই শ্রাবণ তারিখে মাসিক ১০০ একশত টাকা বেতনে দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করেন এবং গোকুলচন্দ্র মজুমদার পেস্কার, হরিনারায়ণ চৌধুরী দ্বিতীয় মুন্সী, শ্রীনাথ

চৌধুরী ও রামচরণ রায় মুহরি, গঙ্গা বক্‌সি প্রভৃতিকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া তৎসম্বাদ আমাকে পত্র দ্বারা জানান। আমি ঐ পত্রের মর্ম্মগত কার্য্য করিয়াছি, সুতরাং এইক্ষণে গোলোক বক্‌সিকে তাড়াইয়া দিতে পারি না।,,

এ দিকে হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী মহাশয়া ও তৎপক্ষীয় সহকারী অছিদ্বয়, মহাত্মা শম্ভুচন্দ্র যে, গোলোক বক্‌সিকে দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করিয়া, গোকুলচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতিকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন, তাহা অণুমাত্রও বিশ্বাস না করিয়া তাঁহারা অনুমান করিলেন, যে, প্রধান অছি প্রতারণা পূর্ব্বক ঐ সকল কার্য্য করিতেছেন। অতঃপর হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী, ফরাস বরদারদিগের প্রতি আদেশ করিলেন, “কাছারি হইতে দেওয়ানের মছনন্দ উঠাইয়া ফেল যে, গোলোক বক্‌সি তথায় গিয়া বসিতে না পারে।,, পরম্পরা গোলোক বক্‌সি এই কথা অবগত হইয়া কাছারি গমনে ক্ষান্ত

হইলেন। এইক্ষণে নীলকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রধান অহি মহাশয়, গোলোক বক্সি প্রভৃতির সহিত মন্ত্রণা করিয়া আপন কর্ত্তৃত্বের পথ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ইঁহারা বারাণসী নগরে শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের নিকট পত্র দ্বারা জানাইলেন যে, " আপনার একমাত্র বংশধর কুমার মহিমারঞ্জনকে যাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তিনি মহিমারঞ্জনের প্রকৃত হিতৈষিণী নহেন। আমাদিগের একান্ত বিশ্বাস যে, মহিমারঞ্জন তাঁহার তত্ত্বাধীনে থাকিলে, কখনই জীবিত থাকিতে পারিবেন না। আমরা পরম্পরা শুনিতেছি, চৌধুরাণী মহাশয়া কর্ত্তৃক বিষ-প্রয়োগ দ্বারা মহিমারঞ্জনের প্রাণবিনষ্ট করিবার চেষ্টা হইতেছে।,, এই পত্রোত্তরে উদারপ্রকৃতি শম্ভুচন্দ্র লিখিলেন " আমি মহিমারঞ্জনকে শত্রু হস্তে সমর্পণ করিয়া আসি নাই, তাহার জ্যেষ্ঠ মাতার নিকট রাখিয়া আসিয়াছি; তিনি বুদ্ধি

শত্রুতাচরণ করেন, তবে পরমেশ্বর মহিমারঞ্জনকে রক্ষা করিবেন।,,

এই বিবাদ আরম্ভের পূর্ব্বে অছিগণ ওছায়-তির সার্টিফিকেট্ প্রাপ্তির নিমিত্ত রঙ্গপুরের জজ্ আদালতে একখানি দরখাস্ত করিয়াছিলেন। মহাত্মা শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের লোকান্তর প্রাপ্তির পর ঐ দরখাস্তের প্রার্থনা অনুসারে যাহাতে নীলকান্ত ভট্টাচার্য্য মহোদয় ওছায়তির সার্টিফিকেট পাইতে না পারেন, তজ্জন্য নিম্ন-লিখিত হেতুবাদে হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী মহাশয়া ও তৎপক্ষীয় সহকারী অছিদ্বয় ১২৬৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে উক্ত অদালতে আপত্তির দর-খাস্ত উপস্থিতকরিলেন। ঐ দরখাস্তে ভট্টাচার্য্য অছি মহোদয়ের সংক্ষেপতঃ এই সমস্ত দোষের উল্লেখ করা হয় যে, শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহা-শয় রঙ্গপুরের লছমীপৎ ও ধনপৎ সিংহ দুগ-ড়ের কুঠিতে ৪৫০০০ পঁয় তাল্লিশ হাজার টাকা গচ্ছিত রাখেন, তাঁহার মৃত্যুর পর প্রধান অছি

ঐ গচ্ছিত টাকা মধ্যে ৩৬০০০ হাজার টাকা লইয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন। এবং তিনি মিথ্যা খরচ উল্লেখে কাকিনীয়ার ধনাগার হইতে বহু টাকা লইয়া নিজে গ্রহণ করিতেছেন। কাকিনীয়া রাজ সরকারের আদিতমাড়াই, বরইবাড়ী প্রভৃতি মহাল তিনি উৎকোচ গ্রহণ পূর্ব্বক ইজারদার দিগের নিকট ইস্তাফা লওয়ায়, ঐ সকল মহালের পূর্ব্ব জমার সিকি টাকা প্রতিবর্ষে নাবালগ দিগের ক্ষতি হইতেছে এবং তিনি স্বার্থসাধন উদ্দেশ্যে অনেককে ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করিয়া অপ্রাপ্ত ব্যবহার কুমার দ্বয়ের সমূহ ক্ষতি করিতেছেন। এসরকারের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান গোলোক চন্দ্র বকসি, যে ব্যক্তি ইতি পূর্ব্বে দুশ্চরিত্রতা দোষে শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহোদয় কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়াছিল, নীলকান্ত ভট্টাচার্য্য অছি মহাশয় তাহার নিকট উৎকোচ-গ্রহণ ও ভবিষ্যতে তাহার উপার্জ্জিত অর্থের অংশ-গ্রহণ করা স্থিরতর করিয়া সেই অযোগ্য ব্যক্তিকে

মাসিক ১০০ একশত টাকা বেতনে দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইনি শম্ভুচন্দ্র রায়চৌধুরী মহোদয়ের নামাঙ্কিত মোহর হস্তগত করিয়া, তদ্দ্বারা কৃত্রিম দলিল প্রস্তুত ও উল্লিখিত রায়চৌধুরী মহাশয়ের বারাণসী নগরস্থ অস্থাবর সম্পত্তি হরণ করিতেছেন। কলিকাতা রাজধানীতে কাকিনীয়া রাজ-সংসারের বেতনভোগী দুইজন মোক্তার থাকা সত্ত্বেও তিনি তথাকার মোকদ্দমা তদন্ত জন্য নিজ কুটুম্ব কৃষ্ণমোহন সান্ন্যালকে পাঠাইয়া দিয়া তদ্দ্বারা অন্যায় ও অলীক খরচ লেখাইয়া বহু টাকা আত্মসাৎ করিতেছেন এবং তিনি সর্ব্বদা শিষ্যালয়ে গমনাগমন করায়, তদ্ব্যতীত কর্ত্তব্যকর্ম্ম কিছুই তাঁহার দ্বারা নির্ব্বাহ হইতেছেনা। বিশেষতঃ, তিনি জমিদারি কার্য্যে অপারগ, শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় বারাণসী নগরে গমন করা অবধি তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি পর্য্যন্ত তিনি তথায় আদি জমিদারি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কোন কাগজে-

স্বাক্ষর করেন নাই। পরন্তু কালীচন্দ্র ও শম্ভু-চন্দ্র রায় চৌধুরী মহোদয় দ্বয় পূর্ব্বে যে বিষয় সম্বন্ধে উইল্ করেন, তাহাতে উল্লেখ আছে, তাঁহারা নাবালগ পুত্র রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিলে, ঐ অপ্রাপ্তব্যবহার পুত্রের মাতা ও প্রধান কার্য্যকারকগণ অছি নিযুক্ত হইবেন। বস্তুতঃ, নীলকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় এ ঘরের গুরু, তিনি প্রধান কার্য্যকারক নহেন, সুতরাং তিনি ঐ উইলের মর্ম্মানুসারে এ সংসারের অছি হইতে পারেন না। শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় রোগ-যন্ত্রণায় অধীর হইয়া সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক রঙ্গপুরে গমন করেন, এবং তিনি তথায় গিয়া অজ্ঞানাবস্থায় পূর্ব্বোক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে অছি নিযুক্ত করিয়াছেন। এ কারণ, উক্ত ভট্টাচার্য্য মহোদয়ের ওছায়তি গ্রাহ্য হইতে পারে না।

এদিকে নীলকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রধান অছি মহাশয় কাকিনীয়ার রাজকীয় কোন কার্য্যোপলক্ষে রঙ্গপুরে যান এবং (তত্রত্য জজ্ আদালতে

উপরিউক্ত দরখাস্ত উপস্থিত হওয়ার সমসময়ে) হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী ও তৎপক্ষীয় অছি দ্বয়ের নামে অপ্রাপ্তব্যবহার কুমার মহিমারঞ্জনের কোষাগার লুণ্ঠন পূর্ব্বক ধন-সম্পত্তি আত্মসাৎ করা বিবরণে ফৌজদারী আদালতে অভিযোগ করেন। ঐ দরখাস্ত সমর্থনের নিমিত্ত কাকিনীয়াস্থ কতিপয় ভদ্র ও অপর লোকদিগকে সাক্ষী মান্য করা হয়। উভয় পক্ষের এই সকল বিবাদ বিসম্বাদ হেতু কাকিনীয়ার অমাত্যগণের মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া যায়, অমাত্যেরা এইক্ষণে ছত্রভঙ্গ হইয়া স্বেচ্ছামত পক্ষ অবলম্বন করেন।

এই সময়ে তুষভাণ্ডার নিবাসি ভূম্যধিকারি শ্রীযুক্ত রমণীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় কাকিনীয়াতে আগমন পূর্ব্বক উভয় পক্ষকে নানারূপ বুঝাইয়া উপস্থিত মোকদ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করেন। তৎকালীন তাঁহার উপদেশানুসারে উভয় পক্ষ আপোষ

করিতে সম্মত হন; কিন্তু পরিশেষে আবার সামান্য সামান্য আপত্তি উত্থাপিত হওয়ায়, ঐ আপোষের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় না। ফলতঃ এই গৃহবিবাদ উপস্থিত হওয়ায়, কেবল মাত্র যে, অর্থী প্রত্যর্থী বিপন্ন হন, তাহা নহে; অপ্রাপ্ত বয়স্ক কুমার দুইটিরও আর্থিক এবং কার্য্যসম্বন্ধে সমূহ ক্ষতি হইতে থাকে।

হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী মহাশয়া ও তৎপক্ষীয় অছি দ্বয় নীলকান্ত ভট্টাচার্য্য মহোদয়ের ওছায়তি রহিত কামনায়, জজ্ আদালতে যে আপত্তির দরখাস্ত উপস্থিত করেন, ঐ দরখাস্তের লিখিত দোষ সকল খণ্ডন করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় ১২৬৯ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে নিম্নলিখিত বিবরণে, জজ্ আদালতে জওয়াব দাখিল করেন।

"আপত্তিকারিগণ আপত্তির দরখাস্তে কালীচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরীর কৃত উইলের উল্লেখ করিয়া, যে, আমার ওছায়তি অসিদ্ধ করিবার

প্রয়াস পাইয়াছেন, ঐ উইলের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, উল্লিখিত রায় চৌধুরী দ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বিষয়াধিকারী হইবেন, কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকিবেন। তিনি পৃথক্ হইতে ইচ্ছা করিলে, জমিদারীর অংশ পাইবেন না। কেবল মাত্র মাসিক দেড় শত টাকা মোসাহেরা প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহাদিগের অভাব হইলে নাবালগ পুত্রগণের মাতা ও জমিদারির প্রধান কার্য্যকারকগণ অছি নিযুক্ত হইতে পারিবেন। এই নিয়ম ভাবী উত্তরাধিকারি দিগের প্রতিও অর্শিবে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, শম্ভুচন্দ্র জীবমানেই তাঁহার সহধর্ম্মিণীর মৃত্যু হয়, সুতরাং উক্ত রায় চৌধুরীর অবর্ত্তমান কালের জন্য তদীয় অপ্রাপ্তব্যবহার পুত্রের পক্ষে অছি নিযুক্ত করিবার আবশ্যক হয় এবং আমিও শম্ভুচন্দ্রের লোকান্তর প্রাপ্তির পূর্ব্ব হইতে এ ঘরের প্রধান কার্য্যকারকের পদে নিযুক্ত থাকি, তজ্জন্য উক্ত রায় চৌধুরী কাশী-গমন-কালে নিজকৃত উইল্ অনুসারে আ-

খাকে তদীয় জীবিতকাল পর্য্যন্ত কার্য্যাধ্যক্ষের পদে ও অভাব হইলে, নাবালগ দ্বয়ের ওছায়তি পদে নিযুক্ত করিয়া যান। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া গিয়া অজ্ঞানাবস্থায় উইল্ করেন নাই। বাস্তবিক স্বাস্থ্যলাভের নিমিত্ত দারজিলিঙ্গে গমন করার মানস করিয়া রঙ্গপুরে যান এবং সজ্ঞান অবস্থায় তথায় উইল্ করার পর কাশীক্ষেত্রে গমন করেন; তাহার প্রচুর প্রমাণ বর্ত্তমান আছে; সুতরাং আমার ওছায়তি থাকা ও সার্টিফিকেট্ পাওয়ার পক্ষে কোন আপত্তি গ্রাহ্যযোগ্য হইতে পারে না। আমি জমিদারী কার্য্য নাজানা ও রঙ্গপুরের ধনপৎ এবং লক্ষ্মীপৎ সিংহ দুগড়ের কুঠি হইতে শম্ভুচন্দ্রের গচ্ছিত টাকা মধ্যে ৩৬০০০ হাজার টাকা লওয়া, নাবালগ দ্বয়ের ধনাগার হইতে টাকা লইয়া মিথ্যা খরচ উল্লেখে নিজে গ্রহণ করা, স্বার্থসাধন উদ্দেশ্যে অন্যাকে ব্রহ্মোত্তর দান করা প্রভৃতি আপত্তিকারিগণ যে সকল দোষের উল্লেখ করি-

য়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি বঙ্গপুরস্থ ধনপৎ সিংহ দুগাড়ের কুঠী হইতে শম্ভুচন্দ্রের গচ্ছিত টাকা মধ্যে যে টাকা লইয়াছি, তাহা শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরীর শ্রাদ্ধ ক্রিয়ায় ও কাকিনীয়া রাজসংসারের অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে, তাহার স্বতন্ত্র জমা খরচ দাখিল করিলাম। শম্ভুচন্দ্র আমার পিতার মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন, তদুপলক্ষে আমি প্রতিনিয়ত কাকিনীয়ায় গমনাগমন করায়, আমার কার্য্যপটুতা অবগত থাকা হেতু, তিনি আমাকে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। আমি অবিশ্বাসী বা অনুপযুক্ত হইলে, তিনি কখনই আমাকে উক্ত পদে নিযুক্ত করিতেন না।

আপত্তিকারীরা কালীচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরীর কুল উচ্ছেদের ফলপ্রার্থী হওয়াতে, কুমার মহিমারঞ্জনের একশেষ অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, কারণ শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরীর পোষ্য পুত্র কুমার মহিমারঞ্জন জ্যেষ্ঠ, এবং কালীচন্দ্রের

দত্তক পুত্র কুমার কৈলাসরঞ্জন কনিষ্ঠ; সুতরাং উইলের মর্ম্মানুসারে জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষয়াধিকারী হইতে পারেন না। পরন্তু ঈশ্বর না করুন, কুমার মহিমারঞ্জন অবিবাহিত অপুত্রকাবস্থায় অভাব হইলে, যখন তাহার ত্যজ্য ধন-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হরিপ্রিয়া চৌধুরাণীর পুত্র কুমার কৈলাসরঞ্জন হইবেন, তখন উক্ত চৌধুরাণী ন্যায্য-বিচারে মহিমারঞ্জনের পক্ষে অছি নিযুক্ত থাকিতে পারেন না। বিশেষতঃ স্পষ্ট প্রবাদ আছে যে, শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী বারাণসী নগরে গমন করিলে পর, হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী, মহিমারঞ্জনের প্রাণনষ্ট করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় উক্ত চৌধুরাণী ও তৎপক্ষীয় গঙ্গাপ্রসাদ পালধি এবং পীতাম্বর মিশ্র, মহিমারঞ্জনের পক্ষে কোনরূপেই ওয়ারিসি সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইতে পারেন না।,,

জজ্ সাহেব এই মোকদ্দমার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে

সাক্ষি দিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করা আরম্ভ করেন। এই সময়ে মোকদ্দমার ভাবগতি দৃষ্টে উভয় পক্ষেরই দোষ সাব্যস্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা উপলব্ধি হয়। বাস্তবিক ন্যূনাতিরেকে উভয় পক্ষেরই যে দোষ ছিল, তাহার অণুমাত্র সংশয় নাই। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, নীলকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় একচেটিয়ারূপে কর্ত্তৃত্ব চালাইতে চাহেন; হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী মহাশয়ার তাহা একান্ত পক্ষে অসহ্যকর হওয়াতেই এই বিরোধের সৃষ্টি হয়। বস্তুতঃ উক্ত চৌধুরাণী ও তৎপক্ষীয় অহিদিগের আরোপিত সকল দোষেই, যে নীলকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিপ্ত ছিলেন, তাহা নহে; অথচ তিনি একবারে নির্দ্দোষও ছিলেন না। ফলকথা, যে গোলোকচন্দ্র বক্সির বিদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা আদির জন্য তৎপ্রতি দূরদর্শী শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় জাতক্রোধ ছিলেন, তাহাকে যে, তিনি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক পুনর্ব্বার দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন,

ইহা নিতান্ত অসম্ভব। বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত হওয়া গিয়াছে, শ্রদ্ধাস্পদ শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহোদয় পরলোক গমনের অল্পকাল পূর্ব্বে নীলকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রধান অছি মহাশয় কর্ত্তৃক বারম্বার অনুরুদ্ধ ও উত্তেজিত হইয়া এই-রূপ লিখিয়া পাঠান, যে " এইক্ষণে আমি রোগ যন্ত্রণায় ম্রিয়মাণ হওয়ায়, বিষয়-বাসনা সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিয়াছি; আপনি যাহা কর্ত্তব্য বোধ করেন, তাহা করিতে পারেন। "

রঙ্গপুরস্থ প্রধান২ উকীল মোক্তার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত লোকেরা উপস্থিত মোকদ্দমার অবস্থা দৃষ্টে উভয় পক্ষকে বলিতে লাগিলেন, " নাবালগ দিগের বিষয় অতঃপর কোর্টঅব্ ওয়ার্ডসের তত্ত্বাধীনে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে; অতএব, আপনারা অবিলম্বে এই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া ফেলেন "। তাঁহাদিগের এই কথায় উভয় পক্ষ ভীত হইয়া, অগত্যা মোকদ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি করিতে বাধ্য হইলেন।

এবং আর কালব্যাজ না করিয়া ১২৭০ বঙ্গাব্দের ২০শে বৈশাখ জজ্ আদালতে রাজিনামা উপস্থিত করিলেন। এইক্ষণে উভয় পক্ষের সম্মতি ক্রমে নীলকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী মহোদয়া প্রধান অছির পদে এবং গঙ্গাপ্রসাদপালধি ও পীতাম্বর মিশ্র সহকারি ওছায়তিতে নিযুক্ত থাকা অবধারিত হইল; এবং উভয়পক্ষ তদনুরূপ ওছায়তির সার্টিফিকেট পাওয়ার প্রার্থনায় দরখাস্ত দিলেন। জজ্ সাহেব রাজিনামা সূত্রে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনানুরূপ অছি দিগকে ওছায়তির সার্টিফিকেট প্রদান করিলেন।

ইতি পূর্ব্বে নীলকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী ও তৎপক্ষীয় সহকারি দিগের নামে ধনাগার লুঠ সংক্রান্ত যে মোকদ্দমা ফৌজদারি আদালতে উপস্থিত হইয়াছিল, উপযুক্ত প্রমাণাভাবে তাহা অগ্রাহ্য হইয়া যায়। আপাততঃ নির্ব্বিরোধ হইয়া উক্ত ভট্টা-

চার্য্য মহাশয় ১২৭০ বঙ্গাব্দের ২৫ শে বৈশাখ কাকিনীযায় উপস্থিত হইলেন। এই সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই ভূতপূর্ব্ব দেওযান গোলোক চন্দ্র বক্সি দেওয়ানী পদ-লাভে পরাঙ্মুখ হইয়া রঙ্গপুর হইতে স্বস্থানে প্রস্থান করেন।

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়ার পর কাকিনীয়াস্থ কতিপয় হিতৈষী ও দূরদর্শী অমাত্য, হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী মহাশয়ার একাধিপত্যসম সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব দেখিয়া তাঁহার তত্ত্বাধীনে মহাত্মা শম্ভুচন্দ্রের একমাত্র বংশধর কুমার মহিমারঞ্জনকে রাখায়,সংশয়ান্বিত হন। এই সময়ের কিঞ্চিৎপূর্ব্বে আবার রঙ্গপুরস্থ তাৎকালিক কালেক্টর সাহেব নাবালগ কুমারদ্বয়ের রীত্যনুসারে লেখাপড়া হইতেছেনা বলিয়া বিরক্তিসূচক পত্র লেখেন; এই সুযোগে পূর্ব্বোক্ত অমাত্যগণ হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী মহাশয়ার নিকট কালেক্টর সাহেবের লিখিত ঐ পত্রের কথা উল্লেখ করিয়া কুমার মহিমারঞ্জন ও কৈলাসরঞ্জনকে বিদ্যাভ্যাসের

নিমিত্ত রঙ্গপুরস্থ জেলা স্কুলে পাঠাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব করেন এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া, ১২৬৯ বঙ্গাব্দের ৯ ই ফাল্গুন শুক্রবার( ১৮৬৩ খ্রীঃ ২০ শে ফেব্রুয়ারি ) কুমারদ্বয়কে বিদ্যাশিক্ষা ব্যপদেশে রঙ্গপুরে পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা ২১ শে ফেব্রুয়ারি স্কুলে ভর্ত্তি হন।

অছিগণের উপরিউক্ত বিবাদ নিষ্পত্তি হওয়ার অব্যবহিত-কাল পরে ১২৭০ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে, চাকলে কাকিনীয়ার অন্তর্গত পলাসী গ্রামের মাকড়া দাস নামক একজন অতি ক্ষুদ্র প্রজা, অপ্রাপ্ত ব্যবহার কুমারদ্বয়ের বিষয়ের ক্ষতি করা বলিয়া অছি দিগের নামে, লেপ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট অভিযোগ করে। মাকড়া ইহার পূর্ব্বেও কয়েকবার রঙ্গপুরের কালেক্টর সাহেবের নিকট এবং অন্যান্য আদালতে, পূর্ব্বোক্ত ক্ষতি সম্বন্ধে দরখাস্ত করিয়াছিল। যদিও তাহাতে সে পূর্ণমনোরথ হইতে নাপারুক, তথাপি অছি দিগকে যে, ব্যক্তি-

ব্যক্ত করিয়া তুলিয়া ছিল, তাহার অণুমাত্র সংশয় নাই। সময়বিশেষে তুচ্ছ তৃণ কর্ত্তৃক মদমত্ত হস্তিরও গতি রোধ হইয়া থাকে। যাকড়া উক্ত দরখাস্তে সংক্ষেপতঃ অছি দিগের এই সকল দোষের উল্লেখ করে, যে পূর্ব্বোল্লিখিত "ওছায়ত্তির মোকদ্দমায় অছিগণ, নাবালগ দিগের ধনাগার হইতে ৫০০০ হাজার টাকা লইয়া ব্যয় করিয়াছেন, এবং তাঁহারা স্বার্থসাধন-জন্য, কতিপয় প্রজার বার্ষিক জমা কমাইয়াছেন (এই প্রজাদিগের বিপক্ষে ইংরেজী ১৮৫৯ সালের ১০ আইন অনুসারে বৃদ্ধি জমার ডিক্রী পাওয়া গিয়াছিল) শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় গোকুলচন্দ্র মজুমদার, শ্রীনাথ চৌধুরী, হরিনারায়ণ চৌধুরী, রামচরণ রায়, গঙ্গাবকৃসি প্রভৃতিকে দুশ্চরিত্রতা দোষে দূর করিয়া দিয়াছিলেন; এইক্ষণে অছি গণ তাহাদিগকে, নিযুক্ত করিয়াছেন। ভদ্ভিন্ন তাঁহারা দুর্গাচরণ সেন, ঈশানচন্দ্র রায়, চন্দ্র মল্লিক নামক তিন ব্যক্তিকে নূতন মোক্তার

নিযুক্ত করায় ] প্রতি মাসে নাবালগদিগের অন্ততঃ দুইশত টাকার অধিক ব্যয় হইতেছে। হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী মহাশয়া নাবালগ দিগের সংসার হইতে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ, রৌপ্য লইয়া, তদ্দ্বারা আপনার বাসন আদি প্রস্তুত করিয়াছেন। তিনি শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহোদয়ের এক মাত্র বংশধর কুমার মহিমারঞ্জনের ( বিষ-পান দ্বারা ) প্রাণ-বিনষ্ট করিয়া সমস্ত বিষয়ের স্বত্বাধিকারিণী হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় রঙ্গপুরস্থ প্রতাপ সিংহ দুগড়ের কুঠিতে ৪৫০০০ হাজার টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। নীলকান্ত ভট্টাচার্য্য অছি মহোদয় উক্ত টাকার প্রায় সমুদয় লইয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন। ঐ কুঠিতে ১০০০০ হাজার টাকা মাত্র অবশিষ্ট ছিল, তাহাও তিনি এতদিন লইয়া থাকিবেন। পরন্তু কিছু দিবস পূর্ব্বে রঙ্গপুরের দেওয়ানী আদালতে সাক্ষ্য না দেওয়া অপরাধে উল্লিখিত

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দুই হাজার টাকা অর্থ দণ্ড হওয়ায়, তিনি ঐ টাকা নাবালগদিগের ধনাগার হইতে দিয়াছেন। শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহোদয় সাধারণের হিতকর সুপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়, যন্ত্রালয়, চিকিৎসালয়, পুস্তকালয়, প্রভৃতি চির দিন সমভাবে চালাইবার জন্য স্বকৃত উইলে বারংবার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; অছি দিগের কর্ত্তৃত্বে এইক্ষণে ঐ সকল সৎকীর্ত্তি নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। নাবালগ দুইটীর বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে অছি দিগের কিছু মাত্র যত্ন ও মনোযোগ দেখা যায় না; প্রত্যুত, নাবালগেরা মূর্খ হইলেই তাঁহাদিগের অভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারে। ফল-কথা, রঙ্গপুর জেলার মধ্যে অতি প্রাচীন এবং মাননীয় একটা প্রধান জমিদারের ঘর উৎসন্নে যাইবার উপক্রম হইয়াছে। শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় যখন নিজকৃত উইলের স্থলান্তরে উল্লেখ করিয়াছেন যে, অছিদিগের মধ্যে অনৈক্য ঘটিলে, 'নাবালগদিগের হিতসাধনের নিমিত্ত

কোর্টঅব্ ওয়ার্ডস্ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারি-বেন, তখন কোর্টের উহাতে হস্তক্ষেপ করা কথ-নই রাজনীতির বিরুদ্ধ কার্য্য নহে। পরন্তু অছি-গণ, যদিও স্ব স্ব দুরভিসন্ধি সিদ্ধির নিমিত্ত ওছায়তির মোকদ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি করিয়া-ছেন, তথাপি তাঁহাদিগের অন্তর্ব্বিবাদ এখনও নিরাকৃত হয় নাই; সুতরাং তাঁহাদিগের দ্বারা নাবালগ দুইটীর সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহোদয় আমার প্রতি য-থেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন, আমি তাহাই মনে করিয়া নাবালগদিগের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হই-য়াছি। এইক্ষণে আমার প্রার্থনা এই যে, ইহার উচিত আদেশ প্রচার করেন। „

লেপ্‌টনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর এই দরখাস্ত অনুসারে জেলা রঙ্গপুরের কালেক্টর্ সাহেবের কৈফিয়ৎ তলব করেন। পরিশেষে উক্ত কালেক্টর্ সাহেবের রিপোর্ট অনুসারে উপযুক্ত প্রমাণের অভাব হেতু এই দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইয়া

যায়। বস্তুতঃ মাকড়ার আরোপিত সকল দোষই যে মিথ্যা, তাহা নহে।

নীলকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রধান অছি মহাশয় পূর্ব্ব-সঞ্চিত শূলরোগে অতিশয় অসুস্থ হইয়া ১২৭০ বঙ্গাব্দের ৯ ই আষাঢ় সোমবার চিকিৎসার্থ রঙ্গপুরে গমন করেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া বিধিমত চিকিৎসা করান; কিন্তু কোন রূপে আরোগ্যলাভ করিতে না পারিয়া, উক্ত অব্দের ৬ ই শ্রাবণ মঙ্গলবার সায়ংকালে লোকলীলাসম্বরণ করেন।

রাধানাথ চাকী শুমারনবিস্, কাশীনাথ রায় মুন্সী, কৃপানাথ রায়, রামানন্দ দাস, জগদ্বন্ধু সরকার, রুদ্রনাথ রায় মুহরি প্রভৃতি কয়েকজন অমাত্য লোকান্তরিত নীলকান্ত ভট্টাচার্য্য অছি মহাশয়ের একান্ত পক্ষপাতী ও অনুগত ছিলেন, এবং ইঁহারা ওছায়তির বিরোধ-সময়ে, হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী মহাশয়ার অহিতচেষ্টা করিয়াছিলেন, বলিয়া তিনি ইঁহাদিগের প্রতি

সর্ব্বান্তঃকরণে অসন্তুষ্ট ছিলেন, এইক্ষণে সেই কথা স্মরণ করিয়া উল্লিখিত কর্ম্মচারিদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। অতঃপর তিনি ১২৭০ বঙ্গাব্দের ১৩ ই মাঘ অর্দ্ধোদয়-গঙ্গা-স্নানোপলক্ষে গঙ্গাতীর "কান্‌সাট" নামক স্থানে গমন করেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে গঙ্গাপ্রসাদ পালধি সদর নায়েব, পীতাম্বর মিশ্র পেস্কার, কান্তনাথ মিশ্র খাজাঞ্চি, নবদ্বীপচন্দ্র মজুমদার মুন্সী, শ্যামগোবিন্দ দত্ত কবিরাজ ও গুরুচরণ সরকার মহাশয় প্রভৃতি অমাত্যগণ যান। চৌধুরাণী মহোদয়া কান্‌সাটে উপনীত হইয়া গঙ্গাস্নানান্তে তত্রত্য ব্রাহ্মণ ও দীন-দরিদ্রদিগকে ভোজন করান এবং তথায় কালিকা দেবীকে ষোড়শোপচারে পূজা দিয়া, গোবৎস ও অন্যান্য দান বিতরণ করেন। তৎপরে তিনি পুণ্যাত্মা শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের ত্যক্ত সম্পত্তি আনয়নার্থ পীতাম্বর মিশ্র পেস্কারকে বারাণসী নগরে পাঠাইয়া দেন এবং কান্‌সাট হইতে যাত্রা

করিয়া পূর্ব্বোক্ত অব্দের ৬ ই ফাল্গুন নিজালয় কাকিনীয়ায় প্রতিগমন করেন। আইসার সময় পথি-মধ্যে গঙ্গাপ্রসাদ পালধি সহকারি অছি জ্বর-রোগে আক্রান্ত হইয়া বাটীতে উপস্থিত হওয়া মাত্র কালগ্রাসে পতিত হন। এদিকে ইহার কয়েক দিবস পর কাশী হইতে পীতাম্বর মিশ্র পেস্কারের ওলাউঠা-রোগে মৃত্যু হওয়ার সম্বাদ আইসে।

আট মাস কাল মধ্যে উপর্য্যুপরি ৩ জন অছি মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হওয়ায়, এইক্ষণে উক্ত অছি দিগের পদে লোক নিযুক্ত করিবার আবশ্যক হইয়া উঠিল; তজ্জন্য হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী মহোদয়া তাৎকালিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গোবিন্দমোহন রায় মহাশয় ✻ এবং এ সরকারের আশ্রিত গুরুচরণ সরকার মহোদয়কে উক্ত কর্ম্মে মনোনীত করিলেন; কিন্তু এ ঘরের প্রাচীন প্রধান

✻ ইনি, তদানীন্তন অছি দিগের কর্ত্তৃক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে নিযুক্ত হন।

কর্ম্মচারি ভিন্ন অপর লোককে অছি নিযুক্ত করা কালীচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহোদয় দ্বয়ের লিখিত উইলের মর্ম্ম নহে বলিয়া, রঙ্গপুরস্থ উকীল, মোক্তার ও কোন কোন সম্ভ্রান্ত লোক এই সঙ্গে গোকুলচন্দ্র মজুমদার পেস্কার মহাশয়-কেও সহকারী ওছায়ত্তিতে মনোনীত করিবার জন্য অনুরোধ করেন; তদনুসারে হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পূর্ব্বোল্লেখিত দুই জনের সঙ্গে গোকুলচন্দ্র মজুমদারকেও সহকারী ওছায়ত্তিতে নিযুক্ত করিবার জন্য দরখাস্ত দিলেন। জজ্ সাহেব ঐ দরখাস্ত অনুসারে উল্লিখিত তিন ব্যক্তিকে সহকারী ওছির পদে নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে রঙ্গপুরস্থ প্রধান কম্পের আরো ২।৩ জন লোক এখানকার মন্ত্রিত্ব-পদে ব্রতী হইয়া নিয়মিতরূপে গমনাগমন পূর্ব্বক সহকারিগণের ঐকমত্যে জমিদারী-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

১২৭১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে হরিপ্রিয়া

চৌধুরাণী মহাশয়া নিজবাটীতে বাল্মীকি রামায়ণ পারায়ণ করান। তদুপলক্ষে ইনি সম্ভবমত দান-বিতরণাদি করিয়াছিলেন।

উপরি উক্ত অব্দের শ্রাবণ মাসে পূর্ব্বোল্লিখিত মাকড়া দাস পুনর্ব্বার হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী ও নব্য অছি দিগের নামে নাবালগদ্বয়ের ক্ষতি করা বলিয়া, রঙ্গপুরের জজ্ আদালতে অভিযোগ করে; কিন্তু প্রমাণ-অভাবে তাহা অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

১২৭১ বঙ্গাব্দের ২৫ শে মাঘ হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী মহোদয়া কাকিনীয়া-রাজ-সংসারের দক্ষিণ প্রদেশস্থ ভূম্যধিকার শুকরগুজারি প্রভৃতি পরগণা সকল পরিদর্শন-মানসে নিজালয় হইতে যাত্রা করিয়া রঙ্গপুরের অন্তর্ব্বর্ত্তী মাহিগঞ্জের কুঠীতে যান। ইঁহার সঙ্গে রামনারায়ণ সেন শুমারনবিস প্রভৃতি কতিপয় কর্ম্মচারী গমন করেন, ইনি মাহিগঞ্জে গিয়া রঙ্গপুরের অন্তঃপাতি মন্থনার ভূম্যধিকারি লোকান্তরিত

মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী রাধাপ্যারী চৌধুরাণী মহোদয়ার সহিত রীত্যনুসারে সখীত্ব করেন। পরন্তু এ সময়ে, দক্ষিণাঞ্চলের জমিদারী পরিদর্শনের নিমিত্ত গমন করা, যুক্তিসঙ্গত না হওয়াতে, চৌধুরাণী মহাশয়া ৪ ঠা ফাল্গুন মাহিগঞ্জ হইতে উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশস্থ ভূম্যধিকার শোলমারী নামক স্থানে উপস্থিত হন। ইনি তথায় কয়েক দিবস অবস্থিতি করিয়া ১১ ই ফাল্গুন "খারিজাগোলনা,, নামক স্থানে যান এবং তথা হইতে ১৮ ই ফাল্গুন কাকিনীয়ার নিজ বাটীতে প্রত্যাগমন করেন।

এই সময়ে হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী মহাশয়া নানারূপ পীড়া কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ায়, আরোগ্যলাভের নিমিত্ত বিধিমত চিকিৎসা করান; কিন্তু কোন রূপেই ব্যাধির হস্ত হইতে অব্যাহতি-লাভ করিতে না পারিয়া, চিকিৎসার্থ মুরশিদাবাদ কিম্বা কলিকাতায় গমন করিবার মানসে বাটী-হইতে ১২৭২ বঙ্গাব্দের ২৮ শে মাঘ জল-

পথে যাত্রা করেন। ইঁহার সঙ্গে গুরুচরণ সরকার সহকারি অছি, নীলকমল সিংহ সেরেস্তাদার, তাৎকালিক কালীবাড়ীর নায়েব রাজচন্দ্র রায় এবং কালীশঙ্কর কবিরাজ ও শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয় প্রভৃতি যান। ইনি ফাল্গুন মাসে “ কুষ্টিয়া ,, নামক স্থানে গিয়া উত্তীর্ণ হন; কিন্তু তথা হইতে রেলের গাড়ীতে কলিকাতায় গমন করায় ও তথায় যাইয়া লবণাম্বু পান করাতে, ব্যাধি বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আশঙ্কা করিয়া কলিকাতা-গমনে ক্ষান্ত হন এবং মুরশিদাবাদে যাওয়াই স্থির করেন। অতঃপর চিকিৎসক আনার জন্য রাজচন্দ্র রায় নায়েবকে কলিকাতায় প্রেরণ করিয়া জলপথে মুরশিদাবাদের অন্তর্গত দেবীপুরের বাটীতে যান। তথায় উপনীত হইয়া কিছুকাল পর কলিকাতা হইতে আনীত চিকিৎসক পীতাম্বর সেন কবিভূষণ দ্বারা চিকিৎসা আরম্ভ করান। এই সময়ে তথায় ওলাউঠা-রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায়, ভীতা হইয়া

মুরশিদাবাদের অন্তর্ব্বর্ত্তি বড়নগরের বাটীতে গমন করেন; কিন্তু বড়নগরে গিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেননা, কারণ, অল্প দিন পরে সেখানেও উলাউঠা উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে ইনি ভয়-বিহ্বল-চিত্তে অনতিবিলম্বে তথা হইতে যাত্রা করিয়া ১২৭৩ বঙ্গাব্দের ২৯ শে জ্যৈষ্ঠ কাকিনীয়ার বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

কিছুকাল পরে হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী মহোদয়া কুমার মহিমারঞ্জন এবং কৈলাসরঞ্জনকে বিবাহ দেওয়ার নিমিত্ত সম্বন্ধ সুস্থির করিবার জন্য উপর্য্যুপরি ২।৩ জন অমাত্য দক্ষিণ-অঞ্চলে পাঠাইয়া দেন; কিন্তু ইহার বহু পুর্ব্ব হইতে এই বিবাহের চেষ্টা হয়। মহাত্মা শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় পরলোকগমনের কিছুকাল পুর্ব্বে উল্লিখিত পরিণয়-ব্যাপার নির্ব্বাহ করিবার মানস করিয়া পাত্রী সুস্থির করিবার জন্য রাজশাহী প্রভৃতি অঞ্চলে অমাত্য-প্রেরণ করেন। তৎকালীন তাঁহার ইচ্ছানুরূপ পাত্রী না মেলায়,

এই উদ্বাহ-ব্যাপার সম্পন্ন হইতে পারে না। তাঁহার লোকান্তর গমনের পর, হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী মহোদয়াও ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার এই বিবাহের সম্বন্ধ সুস্থির করণার্থ রাজসাহী, কৃষ্ণ-নগর প্রভৃতি অঞ্চলে আমলা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু চৌধুরাণী মহাশয়ার যে ধনুর্ভঙ্গ পণ (কন্যা দুইটী অল্পবয়স্কা, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, সুলক্ষণা; সুশীলা ও সহোদরা হওয়া চাই, তাহার উপর আবার কুলাংশে নিন্দনীয়া না হয় এবং কন্যাকর্ত্তাকে কাকিনীয়ার রাজবাটীতে কন্যা আনিয়া বিবাহ দিতে হইবে) তাহাতে কৃতকার্য্যতা লাভ করা সহজ কথা নহে। প্রেরিত অমাত্যগণ বারেন্দ্র শ্রেণীর প্রসিদ্ধ২ কুলীন-কায়স্থ দিগের গৃহে গৃহে পাত্রী অন্বেষণ করিয়া পরিশেষে বিফলপ্রযত্ন হন। অমাত্যদিগের পুনঃ২ পাথেয়-ব্যয়ে ক্রমশঃ বিস্তর অর্থধ্বংস হইল, ইহা জানিতে-পারিয়াও হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী মহাশয়া স্বকীয় ধনুর্ভঙ্গ পণ ঘুণাক্ষরেও পরিবর্ত্তন অথবা পরি-

ত্যাগ করিলেন না। তজ্জন্য তিনি যদিও এইক্ষণে আগ্রহাতিশয় সহকারে ইতস্ততঃ অমাত্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন, তথাপি স্থানীয় লোকদিগের মধ্যে অনেকের মনে এইরূপ এক ধ্রুব সংস্কার জন্মিল যে “কুমারদ্বয়ের বিবাহ নির্ব্বাহ হইলে পর ভবিষ্যতে বধূদিগের কর্ত্তৃক কর্ত্রীর কর্ত্তৃত্বের ব্যাঘাত হইবে আশঙ্কায় তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে শীঘ্র এ কার্য্য সমাপন করিতে ইচ্ছুক নহেন।” অধুনা এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া এখানকার অন্যতর সহকারি অছি বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত গুরুচরণ সরকার মহোদয় পুত্রের চূড়াকরণ-সংস্কার-সমাপন ব্যপদেশে বিদায় লইয়া বাটী গমন করিলেন। তিনি আলয়ে গিয়া উক্ত সম্বন্ধ সুস্থির করিবার নিমিত্ত নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; এমন সময়ে চৌধুরাণী মহাশয়ার প্রেরিত সেরেস্তাদার নীলকমল সিংহ মহাশয় জেলা ফরিদপুরের অন্তঃপাতি বাগডুলী গ্রাম নিবাসি গৌরসুন্দর রায় মহাশয়ের তুইটী কন্যার সহিত

এই সম্বন্ধ উপস্থিত করায়, কন্যাকর্ত্তার সম্মতি জানিতে পারিয়া, তৎসংবাদ উপরি উক্ত সরকার মহাশয়কে অবগত করিলেন। সরকার মহোদয় এই বিবাহ সংক্রান্ত কোন সংবাদ কাকিনীয়ায় না পাঠাইয়া উক্ত সিংহকে সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে বাগ্‌ডুলী গ্রামে গমন পূর্ব্বক রীতিমত বিবাহের সম্বন্ধ-পত্র সমাপনান্তে কাকিনীয়ায় প্রতিগমন করিলেন।

এই সময়ের অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে ২। ৩ জন মধ্যম শ্রেণীর অমাত্য হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী মহাশয়ার বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠেন এবং তাঁহারা সহকারি অছিদিগকে উল্লঙ্ঘন করিয়া সচরাচর কার্য্যোদ্ধার করায়, সাধারণ সমীপে বিলক্ষণ প্রতিভাসম্পন্ন বলিয়া পরিচিত হন। সহকারিদিগের মধ্যে কেহ কেহ স্বকীয় কর্ত্তৃত্বের বিলোপদর্শনে দুঃখিত ও মর্ম্মান্তিক বিরক্ত হইয়া চৌধুরাণী মহাশয়া অপব্যয় করা উল্লেখে ব্যয় সংক্রান্ত কাগজ-পত্রে স্বাক্ষর করায় অস-

স্মৃতি প্রকাশ করেন। এই সূত্রে চৌধুরাণী মহাশয়া ও সহকারি অছিদিগের মধ্যে অন্তর্ব্বিবাদের সৃষ্টি হয়। তজ্জন্য চৌধুরাণী মহোদয়া এইক্ষণে সহকারি অছিদিগের বলহ্রাস করিবার নিমিত্ত ঐকান্তিক চেষ্টা করিতে লাগিলেন; বিশেষতঃ তিনি গোকুলচন্দ্র মজুমদার সহকারি অছিকে পূর্ব্ব হইতেই দেখিতে পারিতেন না। অধুনা তিনি সহসা কয়েক জন কর্ম্মচারিকে ডাকাইয়া কহিলেন "গোকুল মজুমদার কাকিনাব সংসারটা লুটিয়া খাইতেছে এবং আমার উপরেও কর্ত্তৃত্ব করিতে চাহে; ইহা আমি কোনরূপেই সহ্য করিতে পারিনা। অতএব, এই মুহূর্ত্তেই তাহাকে এথা হইতে তাড়াইয়া দাও; তাহাকে দূর করিয়া না দিলে আমি কখনই এবাড়ীতে জলগ্রহণ করিবনা।" কর্ম্মচারিগণ তাঁহার এই আদেশ শুনিয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। অতঃপর তিনি ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া নাজির রহিমুল্যার প্রতি ঐ আদেশ করিলেন। "একে দেবী মনসা,

তাতে আবার ধুনার গন্ধ,, নাজির এই আদেশ প্রাপ্তিমাত্র প্রফুল্লচিত্তে তৎক্ষণাৎ গোকুলচন্দ্র মজুমদার সহকারি অছির নিকটে গিয়া চৌধুরাণী মহাশয়ার আদেশ তাঁহাকে পরিজ্ঞাত করিল। তচ্ছ্রবণে উক্ত মজুমদার কহিলেন, "আমি যাইতে সম্মত আছি; কিন্তু এখানে আমার অনেকের নিকট দেনা-পাওনা আছে, দুই এক দিনের মধ্যে তাহা পরিষ্কার করিয়া, যাইতে চাই।,,

হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী গোকুলচন্দ্র মজুমদারের গমনের বিলম্ব দেখিয়া, ভৃত্য দ্বারা পাল্কী ও পদাতি আনাইয়া তুষভাণ্ডারেব ভূম্যধিকারি শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে গমন করিলেন এবং সে দিন তথায় থাকিয়া, তৎপর দিবস ১৭ ই বৈশাখ কাকিনীয়ার বাটীতে প্রত্যাগমন কালীন পথিমধ্যে ছায়ামতী নামক দীঘীর তীরে পাল্কী রাখিবার আদেশ করিলেন ও তথা হইতে এই কথা কহিয়া, একজন পদাতিককে কাকিনীয়ায় পাঠাইয়া দিলেন " যে

গোকুল মজুমদার কাকিনীয়া হইতে না গেলে, আমি কখনই বাড়ীতে যাইবনা।,, এদিকে গোকুলচন্দ্র মজুমদার সহকারি অছি কাকিনীয়া হইতে গমনের উদ্যোগ করিতেছেন, কালীবাড়ীতে তাঁহার পাক উঠিয়াছে, ভাত হইলে খাইয়া যাইতে পারেন; এমন সময়ে চৌধুরাণী মহোদয়ার পদাতি যাইয়া তাঁহাকে উক্ত আদেশ জ্ঞাপন করিল। এইক্ষণে প্রাগুক্ত সহকারি অছি মহাশয়ের প্রস্তুতান্ন ভোজন করিয়া যাওয়াও, কষ্টকর হইয়া উঠিল। তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া, যথাকথঞ্চিৎ ভোজনান্তে নিজ পুত্র সহকারে তিস্তা নদী পার হইলেন। ভৃত্যগণ দ্রুতবেগে গিয়া, এই সংবাদ চৌধুরাণী মহাশয়ার নিকট নিবেদন করিলে, তিনি বাটীতে আগমন করিলেন।

এদিকে অন্যতর সহকারি অছি গোবিন্দমোহন রায় মহাশয়, হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী মহোদয়ার পূর্ব্বোক্তরূপ কর্ত্তৃত্বে বিরক্ত হইয়া, বাসাবাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইক্ষণে

তিনি এবং তাঁহার স্বপক্ষ কয়েকজন কর্ম্মচারী যাহাতে অচিরে কুমার মহিমারঞ্জনের নামজারি হইয়া, চৌধুরাণী মহাশয়ার কর্ত্তৃত্বের অবসান হয়, তাহার সমুচিত উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। অধুনা অনেক চেষ্টায় ইঁহারা অভিলষিত বিষয়টি উপরি উক্ত কুমারকে জ্ঞাত করিলেন; কিন্তু আশু তাহাতে পূর্ণমনোরথ হইতে পারিলেন না। ফলতঃ কুমার মহিমারঞ্জনের শীঘ্র নামজারি হওয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকিলেও, কেবলমাত্র চৌধুরাণী মহোদয়ার বিরাগ ভয়ে, তিনি স্বমতপ্রকাশে ইতস্ততঃ করিয়া তদ্বিষয়ে কিছুই বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না; কিন্তু তাঁহার এইরূপ ভাব দেখিয়াও সহকারি অছি ও উল্লিখিত অমাত্যগণ ভগ্নোৎসাহ না হইয়া সবিশেষ যত্ন-সহকারে সংকল্পিত বিষয়টি সিদ্ধির জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ইতিপূর্ব্বে কুমারদ্বয়ের পরিণয়ের নিমিত্ত যে দুইটী

পাত্রীর সম্বন্ধ পত্র হওয়া সম্বন্ধে, উক্ত হইয়াছে; এইক্ষণে নীলকমল সিংহ মহাশয় ১২৭৪ বঙ্গাব্দের ২৭ শে বৈশাখে ঐ পাত্রীদ্বয় ও তাঁহাদিগের পিতা-মাতা সহকারে কাকিনীয়ায় উপস্থিত হইলেন। চৌধুরাণী মহাশয়া পাত্রী দুইটীকে দেখিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে একটী কিঞ্চিৎ বয়োধিকা হইলেও, উভয়ে সহোদরা ভগ্নী ও সুন্দরী বলিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। পাত্রী ও তাঁহাদিগের জনক-জননীর অবস্থানের নিমিত্ত পৃথক্ একটী বাটী স্থিরীকৃত হইল। তথায় তাঁহারা গমন করিলে পর চৌধুরাণী মহাশয়া সময়ে সময়ে উক্ত বাটীতে গিয়া, পাত্রী-দ্বয়কে দেখিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ বিবাহের উদ্যোগ হইতে লাগিল। এদিকে সহকারি অছি ও তৎপক্ষীয় অমাত্যগণ, যে গোপনে গোপনে কুমার মহিমারঞ্জনের নামজারির চেষ্টা করিতেছেন, তাহা কুমার কৈলাসরঞ্জন জানিতে পারিয়া, মাতার কর্ণগোচর করিলেন। তিনি এই

কথা শ্রবণমাত্র চিন্তিত ও ভীত হইয়া, যাহাতে এইক্ষণে উপস্থিত গোলযোগের নিষ্পত্তি হয়, তন্নিমিত্ত আন্তরিক চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বতন উইলে জ্যেষ্ঠানুসারে কর্ত্তৃত্ব করিবার কথা লেখা আছে, সুতরাং মহিমারঞ্জনের নামজারি হইলে, কৈলাসরঞ্জন কর্ত্তৃত্ব হইতে বঞ্চিত হইবেন; এই কথা চৌধুরাণী মহাশয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন। তিনি সেই আশঙ্কায় এই অভিসন্ধিতে এইক্ষণ হইতে ভ্রাতার প্রহরি স্বরূপ নিযুক্ত হইলেন যে, সহকারিগণ কিম্বা তৎপক্ষীয় কোন অমাত্য, কুমার মহিমারঞ্জনের নিকটে গিয়া, নাম জারি সংক্রান্ত মন্ত্রণা দান না করিতে পারেন।

এই সময়ে হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী মহাশয়া কুমারদ্বয়ের উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করা উপলক্ষে, পূর্ব্ব-উপেক্ষিত সহকারি অছি গোকুলচন্দ্র মজুমদারকে আনিয়া দেওয়ার নিমিত্ত তুষভাণ্ডারের ভূম্যধিকারি শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চৌধুরী মহাশয়কে অনুরোধ করেন। তিনি উপদেশ

দ্বারা উল্লিখিত সহকারি অছিকে জেলা রঙ্গপুর হইতে কাকিনীয়ায় আনাইয়া দেন। অধুনা সহকারি অছিগণ পূর্ব্বোক্ত নামজারির চেষ্টা হইতে এক রূপ ক্ষান্ত হইয়া বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কুমার মহিমারঞ্জন ও কুমার কৈলাসরঞ্জন ১২৬৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনমাসে অধ্যয়নার্থ জেলা রঙ্গপুরের গবর্ণমেণ্ট ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তিহন। এইক্ষণে তাঁহারা ১২৭৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিন (১৮৬৭ খ্রীঃ অক্টোবর) মাসে দুর্গোৎসব উপলক্ষে নিজালয়ে আসিয়া, তদবধি কিছু কাল কাকিনীয়ার মাইনর্ স্কুলে অধ্যয়ন করেন এবং তথায় উক্তঅব্দে মাইনর্ স্কলারসিপ্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর পড়া ছাড়িয়া দেন।

১২৭৫ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে বিবাহের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হওয়ায়, ২৯শে শ্রাবণে কুমার মহিমারঞ্জনের ও ৩০ শে শ্রাবণে কুমার কৈলাস রঞ্জনের বিবাহের দিন সুস্থির হইল। এমন সময়ে

হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী মহাশয়া প্রকাশ করিলেন, যে "এ পাত্রীর সহিত আমার ছেলেকে বিবাহ দিব না।" সহসা তাঁহার এইরূপ মত-পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিবাহের উদ্যোগকারি-অমাত্য ও সমাগত সম্ভ্রান্ত ভদ্রগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, চৌধুরাণী মহাশয়ার মত ফিরানের জন্য একশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কহিলেন, "উপস্থিত পাত্রীর সহিত যখন এ বিবাহের সম্বন্ধ সুস্থির হইয়া গিয়াছে, তখন এ কার্য্য না করিলে অখ্যাতি ও অধর্ম্মের পরিসীমা থাকিবেনা; এবং বালিকাটীর জাতিপাত হইবে; অতএব আপনি বিবাহ দেওয়ার অনুমতি করুন।" কিন্তু পরিশেষে ইঁহাদিগের এই চেষ্টা ফলোপধায়িনী হইল না। চৌধুরাণী মহোদয়া কহিলেন, "এ মেয়ের সহিত বিবাহ দিলে, আমার ছেলে কখনই বাঁচিবে না। আরো আমি শুনিয়াছি, বিবাহের দিন ✽ ভাল হয় নাই, অতএব আমি

✽ এই দিবস, সর্ব্বসুষ্ঠু হইয়াছিল না, ইহাতে

আর কিছুকাল দেখিয়া, পরে কৈলাসরঞ্জনকে বিবাহ দিব।" ইঁহার এইকথা শুনিয়া, কন্যা কর্ত্তার চক্ষুস্থির! কুমার কৈলাসরঞ্জনও মাতার মত-পরিবর্ত্তন দেখিয়া অতীব দুঃখিত ও বিরক্ত হইলেন। ইনি পূর্ব্বে জননীকে অতিশয় হিতৈষিণী বলিয়া জানিতেন, ঘটনার স্রোতে, ইঁহার সেই বিশ্বাস একবারে অন্তর হইতে দূর হইয়া গেল। এখন ইনি দৃঢ় বিশ্বাস করিলেন, যে "আমাকে বিবাহ দেওয়া মাতার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা; তজ্জন্যই তিনি এই ছলনা উপস্থিত করিয়াছেন।" অধুনা ইনি এই বিশ্বাসের একান্ত বশবর্ত্তী হইয়া মাতার মতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

---

ঘাতচন্দ্র দোষ ছিল, ফলতঃ উদ্বাহ, উপনয়ন প্রভৃতি শুভ-ব্যাপারের প্রায়শঃ দোষশূন্য দিন পাওয়া যায় না। একারণ, পণ্ডিতেরা উক্ত ঘাতচন্দ্র-ঘটিত দোষ শান্তির ব্যবস্থা করিয়া, ঐ দিবসই স্থির করিয়াছিলেন।

কুমার মহিমারঞ্জন ও প্রধান অমাত্যদিগের নিকট আন্তরিক সমস্ত কথা ব্যক্ত করিয়া, তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। পূর্ব্বে সহকারি অছিগণ বহু যত্ন করিয়াও এক কুমার মহিমারঞ্জনের নামজারি করিতেই সমর্থ হইয়াছিলেন না। এইক্ষণে তাঁহারা ঘটনাক্রমে উভয় ভ্রাতার নামজারি করিয়া, চৌধুরাণী মহাশয়ার ওছায়তির উচ্ছেদ-সাধনে একান্ত আশ্বস্ত হওয়ায়, নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন।

হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী মহাশয়া পুত্রকে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে দেখিয়া এবং স্বপক্ষ ও উপস্থিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধা হইয়াও, কোনরূপেই স্বমত-পরিত্যাগে সম্মতা হইলেন না। পক্ষান্তরে সহকারি অছিগণও এই বলিয়া তাঁহার মত-খণ্ডন করিলেন, যে "একযোগে উভয় ভ্রাতাকে বিবাহ দিলে, ব্যয়ভার কম হইবে বিবেচনায় বিবাহের সমস্ত আয়োজন সমাপন করিয়াছি। এইক্ষণে কোনরূপেই দিন ফিরাইতে পা-

রিনা।,, অতঃপর ইঁহারা উদ্বাহ সম্বন্ধে কুমার কৈলাসরঞ্জনের সম্পূর্ণ সম্মতি বুঝিতে পারিয়া, চৌধুরাণী মহাশয়ার অমতে তাঁহার বিবাহ দেওয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন। চৌধুরাণী মহোদয়া কৈলাসরঞ্জনকে স্বাধীনভাবে বিবাহ করিতে সমুৎসুক দেখিয়া ক্রোধে অগ্নি তুল্য জ্বলিয়া উঠিলেন এবং পুত্রকে নানারূপ ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন।

এদিকে দেখিতেং বিবাহের দিন নিকটে আসিল, রঙ্গপুর-অঞ্চলের অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত লোক ও নানা দিগ্‌দেশীয় ভদ্র-বিশিষ্ট এবং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হইয়া যথাসময়ে কাকিনীয়ার রাজবাটীতে আগমন করিলেন। ২৮ শে শ্রাবণ আহূত, রবাহূত লোকে কাকিনীয়া পরিপূর্ণ হইয়া গেল। গীত-বাদ্যের আমোদে বহির্বাটী আনন্দময়-মূর্ত্তি ধারণ করিল; কিন্তু অন্তঃপুরে ঠিক উহার বিপরীত ভাব দেখা যাইতে লাগিল। তথায় আমোদ আহ্লাদের

নামগন্ধও পরিলক্ষিত হইলনা। এক কালীন নীরব ও বিষাদপূর্ণ! কোথায় চৌধুরাণী মহাশয়া পুত্র ও দেবর-পুত্রের বিবাহের অনুষ্ঠান দেখিয়া মনের সাধে মঙ্গলাচরণ করিবেন, তাঁহার আ-হ্লাদের আর পরিসীমা থাকিবেনা, আজি কিনা, তিনি পুত্রের অবাধ্যতা হেতু মনের দুঃখেই হউক, অথবা-দ্বেষ ভাবেই হউক, কিম্বা ভাবিঅনি-ষ্টাশঙ্কা বশতই হউক (কে তাঁহার মনের কথা কহিতেপারে।) গৃহের দ্বার রুদ্ধকরিয়া দিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন! পরিচারিকাগণ স্থানে স্থানে বিষণ্ণ-বদনে বসিয়া রহিল, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ভুষভাণ্ডার নিবাসি শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চৌধুরী মহাশয় ও কতিপয় সম্ভ্রান্ত ভদ্র অন্তঃপুরে গমন পূর্ব্বক চৌধুরাণী মহাশয়াকে নানারূপ প্রবোধ-বাক্যে বুঝাইলে, তিনি দেবর-পুত্রের অধিবাস-কাল পর্য্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন ক-রিয়া, তাঁহাকে দেশাচারপ্রচলিত স্ত্রী-আচার প্রভৃতি মঙ্গলাচরণ দ্বারা যাত্রা করাইয়া দিলে-

ন। কুমার মহিমারঞ্জন বর-বেশে সমারোহ সহকারে আনন্দময়ীর বাটীতে গিয়া সে দিবস তথায় অবস্থান করিলেন। রাত্রি আনন্দ-কোলাহলের সহিত প্রভাত হইল। স্থানে২ নৃত্যগীত, আমোদ-উৎসবের খরস্রোত বহিতে-লাগিল; কিন্তু অন্তঃপুরের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়া হইয়া উঠিল। হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী মহোদয়া আদেশ দ্বারা ছায়ামণ্ডপের ( ছালনার ) মঙ্গল-কলসী ও কদলীবৃক্ষ আদি দূর করিয়া ফেলিয়া দেওয়াইলেন। ভদ্রাঙ্গনাগণ কর্ত্রীর এই সকল বিপরীত ব্যবহার দৃষ্টে অবাক্ হইয়া, স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। কৈলাসরঞ্জন, মাতার তাদৃশ অনুচিত ব্যবহার দেখিয়া নিরতিশয় দুঃখিত অন্তঃকরণে বিবাহ সম্বন্ধে ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। বেলা চারিদণ্ড মাত্র আছে, এমন সময়ে ইনি শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য তদানীন্তন দিক্‌প্রকাশ সম্পাদককে (ইনি পেন্‌সন্-প্রাপ্ত রঙ্গপুর গবর্ণমেন্ট স্কুল সমূহের ভূতপূর্ব্ব ডিপুটী ইনেস্পেক্টর্)

আনন্দময়ীর বাটীতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুমার মহিমা-রঞ্জনের নিকট এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাই-লেন যে, এইক্ষণে "আমাকে বিবাহ দেওয়া মাতার সম্পূর্ণ অমত, এসম্বন্ধে দাদা যেরূপ আজ্ঞা করেন, তাহাই প্রতিপালন করিব।" তদুত্তরে মহিমারঞ্জন কহিলেন, "উপস্থিত পাত্রীর সহিত যখন রীতিমত সম্বন্ধস্থির ও বিবাহের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে; তখন বিবাহ না করিলে, পাত্রীর জাতিপাত এবং লোকনিন্দা হইবে; অতএব আমি তাহাকে অনুমতি দিতেছি, সে বিবাহ করুক।" কুমার মহিমারঞ্জনের নিকট হইতে এই অনুমতি আসিলে পর কৈলাসরঞ্জন পরিণয়ে স্থির সংকল্প হইলেন। এইক্ষণে বর যাত্রার অনুষ্ঠান হইতেলাগিল। পাছে চৌধুরাণী মহাশয়া কৈলাসরঞ্জনের নিকটে গিয়া বিবাহের কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত করেন, এই আশঙ্কায় কতিপয় কর্ম্মচারী অন্দর মহলে দ্বার-দেশে কৈলাসরঞ্জনের বাসগৃহে গমনাগমনের সম্মু-

দয় দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়াইলেন। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যাস্ত হইয়া রজনী সমাগতা হইল। বরের যাত্রার সময় উপস্থিত দেখিয়া পারিষদ্ ও ব্রাহ্মণ-ভদ্রগণ সমবেত হইয়া কৈলাসরঞ্জনের বাস গৃহের সম্মুখস্থ ছাদের উপর মেয়েলী প্রথানুসারে এয়োগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম একরূপ সমাপন করিলে, কুমার কৈলাসরঞ্জন বরবেশে আড়ম্বরের সহিত আনন্দময়ীর বাটীতে যাত্রা করিলেন।

এ দিকে আবার কুমার মহিমারঞ্জনের বিবাহের সময় উপস্থিত; পূর্ব্বেই রাজবাটীর পূর্ব্বদিকে, আনন্দ সড়কের ধারে বিবাহের জন্য পৃথক্ একটী বাড়ী প্রস্তুত হইয়াছিল। এইক্ষণে আনন্দময়ীর বাটী হইতে সেই বিবাহের বাটী পর্য্যন্ত আলোক-মালায় সুশোভিত করা হইল এবং তৎপরে হস্তি-অশ্ব-পদাতি প্রভৃতি সুসজ্জিত হইলে, কুমার মহিমারঞ্জন বিবাহোচিত বেশভূষা সমাধানান্তে "তঞ্জরোঁয়া,, নামক যানে আরোহণ করিয়া বিবাহের বাড়ীতে গমন করিলেন। স্থানেং

অগ্নিক্রীড়া ও নৃত্যগীত প্রভৃতি তৌর্য্যত্রিক আমোদ হইতে লাগিল। অতঃপর মহিমারঞ্জন উক্ত বাটীতে গিয়া ( ১২৭৫ বঙ্গাব্দের ২৯ শে শ্রাবণ। ১৮৬৮ খ্রীঃ ১২ই আগষ্ট) বুধবার রজনীতে লগ্নানুসারে গৌরসুন্দর রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা মানমোহিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

পর দিবস ৩০ শে শ্রাবণ ইঁহার বিবাহের অঙ্গীয় কর্ত্তব্য-সংস্কার সকল যথাবিহিত নির্ব্বাহিত হইল। তৎপরে ইনি সহধর্ম্মিণীকে সমভিব্যাহারে লইয়া পূর্ব্বোক্তরূপ সমারোহ সহকারে নিজালয়ে প্রতিগমন করিলেন। তৎকালোচিত স্ত্রী-আচার প্রভৃতি অন্তঃপুরের কর্ত্তব্য, সমাগত এয়োগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইলে পর, চৌধুরাণী মহাশয়া তথায় আগমন করিলেন।

৩০ শে শ্রাবণের ( ১৩ ই আগষ্ট ) দিন গত হইয়া রাত্রি উপস্থিত হইলে কুমার কৈলাসরঞ্জন বিবাহার্থ সুসজ্জিত হইয়া, "তক্তেরোঁয়ায়,, আরোহণ পূর্ব্বক বিবাহের বাড়ীতে গমন করিলেন। যথাসময়ে

পূর্ব্বোক্ত রায় মহাশয়ের কন্যা নীরদমোহিনীর সহিত ইঁহার পরিণয় কার্য্য সমাপন হইয়া গেল। পর দিবস মধ্যাহ্নে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে কর্ত্তব্য-সংস্কার সম্পন্ন হইলে, রজনীতে ইনি পরিণীতা সহধর্ম্মিণীসহ সমারোহের সহিত আলয়ে প্রত্যাগত হইলেন। অন্তঃপুরের অবস্থা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এইক্ষণে বরকন্যা সেই ছাদনা বিহীন অঙ্গনে গিয়া বসিলেন। এয়োগণ কর্ত্রীর অপেক্ষায় কিছুকাল থাকিয়া, পরিশেষে রীতিমত মঙ্গলাচরণ করিলেন। নিমন্ত্রিত ভূম্যধিকারি ও কুটুম্ব-স্বগণ নববধূর মুখদর্শন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কর্ত্রী চৌধুরাণী মহোদয়া বধূকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, " আমি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, তুই আমার ছেলেকে খাইতে আসিয়াছিস্; তোর এই লাল কাপড় ময়লা না হইতেই তুই বিধবা হইবি ! ,, কৈলাসরঞ্জন, মাতার মুখে এই মর্ম্ম-ভেদি-নির্ঘাত-বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত ব্যথিতহৃদয় হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরি-

ত্যাগ পূর্ব্বক অধো-বদন হইলেন। কি পরিতাপ! চৌধুরাণী মহাশয়ার হৃদয় কি একান্ত কঠিন উপকরণে গঠিত। যে, তাঁহার মুখ হইতে ঐরূপ কঠরোক্তি বাহির হইয়াছিল; অথবা উহার অন্যতর কারণ ছিল; একমাত্র সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বরই ইহার যথার্থ মীমাংসা করিতে পারেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে, কেহ কেহ কহিয়া থাকেন "কৈলাসরঞ্জন বিবাহ করিলে, ভবিষ্যতে পুত্রবধূ কর্ত্তৃক চৌধুরাণী মহোদয়ার কর্ত্তৃত্বের ব্যাঘাত হইবে বলিয়া, তিনি কৈলাসরঞ্জনের বিবাহের বিসংবাদিনী হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং অবশেষে তাঁহাকে বিবাহ করিতে দেখিয়া, স্বীয় অহিতের সূত্রপাত হইল মনে করিয়া, ঈর্ষ্যা পরতন্ত্র হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের একথা যে, একান্ত ভ্রমাত্মক, ইহা আমরাও বলিতে পারিনা। হইতে পারে; চৌধুরাণী মহোদয়া পুত্রকে বিবাহ দিয়া অধিক দিন সুখ স্বচ্ছন্দতায় সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন না, ভবিষ্যতের এই কথা, তিনি অশ্রুপাত

করিয়াই স্বার্থ-নাশের আশঙ্কায়, পূর্ব্বোক্ত রূপ আচরণ করিয়াছিলেন। আবার প্রাচীন সংস্কার-বিশিষ্টা বঙ্গমহিলাদিগের পক্ষে, ইহাও নিতান্ত অসম্ভাবিত নহে যে, তিনি সত্য সত্যই পাত্রীর কোন-রূপ দুর্লক্ষণের কথা জানিতে পারিয়া স্থির বিশ্বাস করিয়াছিলেন, এ পাত্রী শীঘ্র বিধবা হইবে। ফলকথা, আমাদিগের মনে এরূপ বিশ্বাস হয়, যে, চৌধুরাণী মহাশয়ার অন্তঃকরণে এই শেষো-ক্তরূপ অনিষ্টাশঙ্কা বলবতী না হইলে, তিনি কুমার কৈলাসরঞ্জনকে বিবাহার্থ উদ্যুক্ত দেখিয়া এবং বিবাহ অনিবার্য্য জানিতে পারিয়াও, কখন পূর্ব্বোল্লিখিত বিপরীত-ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইতেন না। এস্থলে আরো একটী কথা বলা আবশ্যক যে, পুত্র যদি সাধারণের কথা মতে, মাতৃ-ক্ষমতা অতিক্রম করিয়া স্বাধীনভাবে বিবাহ করে, তবে মাতার মন অবশ্যই দুর্ব্বিষহ দুঃখানলে দগ্ধ হইতে পারে; কিন্তু তাহা বলিয়াই, যে চৌধুরাণী মহোদয়া বিবাহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ

নির্দ্দোষ ছিলেন, তাহা নহে।

---

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

### কুমার মহিমারঞ্জন ও কৈলাসরঞ্জন।

কুমার মহিমারঞ্জন ও কৈলাসরঞ্জন স্বস্ব নামজারির যুক্তি স্থির করিয়া অনুমতি লওয়ার মানসে হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী মহাশয়ার নিকটে গমন করিলেন। তিনি নামজারির কথা শ্রবণমাত্র মৌখিক হর্ষ প্রকাশ করিয়া আপাত মধুর-বাক্যে কহিলেন, "তোমরা সংসারের কর্ত্তৃত্ব করিবে, ইহা অপেক্ষায় আর আমার সুখের বিষয় কি আছে?" এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীয় আবেদন পত্রে স্বনাম স্বাক্ষর করিয়া, তাহাতে স্ব-হস্তে মোহর অঙ্কিত করিয়া দিলেন। তৎপরে কুমারদ্বয় রঙ্গপুরে গিয়া তত্রত্য জজ্ আদালতে নামজারির দরখাস্ত করিলেন। জজ্ সাহেব দরখাস্ত গ্রাহ্য করিয়া নামজারির সার্টিফিকেট্ দেওয়ার আদেশ করায়, নির্ব্বিবাদে ইঁহাদিগের নামজারি হইয়া গেল।

এই নামজারি হওয়ার পূর্ব্বে, কাকিনীয়া রাজ-সংসারের ভূতপূর্ব্ব নাজির রহিমুল্যা, কয়েকজন-ওঝা-ফকীরকে আনাইয়া, তাহাদিগের দ্বারা কুমার মহিমারঞ্জনের ও কতিপয় প্রধান অমাত্যের কোন রূপ অনিষ্ট করিবার অভিসন্ধিতে অভিচার করে। সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্র যদিও উপরিউক্ত ঘটনা-টীকে প্রকৃত প্রস্তাবে অনিষ্টকারিণী বলিয়া, বিশ্বাস করেন না, কারণ, যুক্তিমতে উহা দ্বারা কিছুমাত্র ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই; তথাপি দুশ্চরিত্র নাজিরকে, তদীয় দুশ্চেষ্টানুরূপ প্রতিফল প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য বোধে, কুমার মহিমারঞ্জন, কৈলাসরঞ্জন, তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া, রাজবাটী হইতে তাড়াইয়া দেন; কিন্তু এই ঘটনাসূত্রে অনেকের এরূপ বিশ্বাস জন্মে যে, হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী মহাশয়ার আদেশানুসারে ঐ ঘটনাটী ঘটিয়াছে। চৌধুরাণী মহোদয়া পরোক্ষে, এই দুরপনেয় অপবাদ শ্রবণ করিয়া লজ্জিতা হন। তৎপরে কৈলাসরঞ্জনের বিবাহ

ঘটিত বিসম্বাদে তাঁহার মনোভঙ্গ হয়, অবশেষে আবার মহিমারঞ্জন কৈলাসরঞ্জনের নামজারি হওয়াতে নিজ কর্ত্তৃত্বের মূলোচ্ছেদ হইয়া যায়; এই সকল কারণ পরম্পরা এইক্ষণে তিনি কাকিনীয়া পরিত্যাগ করিয়া কাশীক্ষেত্রে বাস করাই শ্রেয়ঃ বোধ করিলেন এবং পুত্র ও দেবর পুত্রের নিকট কহিলেন, "আমার বড় সাধছিল যে, আমি তোমাদিগকে লইয়া কিছুদিন সুখে সংসার করি; কিন্তু আমার সে সাধ মিটিল না। কুলোকেরা কুমন্ত্রণা দিয়া তোমাদিগের মন ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে; একারণ তোমরা আমাকে শত্রুর মত মনে করিয়া থাক। পরমেশ্বর না করেন, ইহার মধ্যে কাহার কিছু মন্দ ঘটিলে ঐ সকল লোকে তখন স্পষ্ট করিয়া কহিবে, আমার দ্বারা তাহাও ঘটিয়াছে। আমি সেই ভয়ে এইক্ষণে এত চিন্তিত হইয়াছি যে, তোমাদিগকে মঙ্গল মতে রাখিয়া যাইতে পারিলে রক্ষা পাই। তোমরা এইক্ষণে সম্মত হইয়া শীঘ্র আমাকে কাশীধামে পা-

ঠাইয়া দাও।,, ইতিপূর্ব্বে কুমারমহিমারঞ্জন ও কৈলাসরঞ্জন কর্ত্রী মহাশয়াকে কাশীতে পাঠাইয়া দেওয়ার জন্য অনেক যত্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তৎকালীন কোনরূপেই সম্মত হইয়াছিলেন না। অধুনা কুমারদ্বয় তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি দ্বারা কাশী গমনের সম্পূর্ণ ইচ্ছা বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে তথায় পাঠাইয়া দেওয়াই স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন। অতঃপর তাঁহার কাশীগমনের উপযুক্ত নৌকাভাড়ার চেষ্টা হইতে লাগিল।

কুমার মহিমারঞ্জন, কনিষ্ঠভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া সাংসারিক সমস্তকার্য্যের সুশৃঙ্খল অবধারণে মনঃসংযোগ করিলেন। মহাত্মা শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহোদয় জ্যেষ্ঠানুসারে কর্ত্তৃত্ব করিবার এবং অন্যান্য যে সকল নিয়ম উইলে বদ্ধ করিয়া যান, এইক্ষণে উভয় ভ্রাতা ঐ সকল নিয়ম স্থিরতর রাখিয়া, ইঁহারা অপুত্রকাবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলে ইঁহাদিগের স্ত্রীর কর্ত্তব্য, পোষ্যপুত্র

গ্রহণের অনুমতি, দুই ভ্রাতার মধ্যে একজনের ২। ৩ পুত্র এবং অন্য জন নিঃসন্তান হইলে সপুত্রক ভ্রাতার একটীপুত্রকে, অপুত্রক ভ্রাতা-কে পোষ্যপুত্র করিবারজন্য দানকরা এবং অন্যান্য কতিপয় নিয়ম নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক একখানি একরারের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিলেন ; ও ঐ একরারের লিখিত নিয়ম সকল প্রতিপালন পক্ষে প্রতিশ্রুত হইয়া তাহা সংশোধন পূর্ব্বক গবর্ণমেন্ট রেজিষ্টারি আফিসে রেজিষ্টারি করা-ইবার জন্য যান্ত্রিক রহিলেন।

১২৭৫ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে জেলা বগু-ড়ার অন্তর্গত সেরপুর নিবাসি গিরীশচন্দ্র সান্ন্যা-লের জমিদারি, " তিহি এক সিংহ ,, রঙ্গপুরে নীলামে বিক্রয় হওয়ায় কুমার মহিমারঞ্জন, কৈ-লাসরঞ্জন ঐ মহাল ক্রয় করিবার জন্য তথায় গমন করেন এবং ১৪ ই অগ্রহায়ণ উভয় ভ্রাতা ৪০১১৫ টাকা মুল্যে ঐ " একসিংহ,, ক্রয় করিয়া লন। ঐইকার্য্যে ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য্যে

ইঁহারা কয়েক দিবস রঙ্গপুর-সাতগাড়ার কুঠিতে অবস্থান করেন।

এ দিকে ২৫ শে অগ্রহায়ণ বুধবার হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী কাশী-গমনার্থ নৌকারোহণ করিলেন; কিন্তু এই দিবস রঙ্গপুর-সাত গাড়ার কুঠিতে কুমারমহিমারঞ্জনের জ্বর হওয়ার কথা শুনিয়া চৌধুরাণী মহোদয়া তাঁহার শুশ্রূষা ও চিকিৎসার নিমিত্ত ২৬শে অগ্রহায়ণ প্রাতঃকালে রূপচন্দ্রদাস কবিরাজ এবং গুরুচরণসরকার মহাশয়কে রঙ্গপুরে পাঠাইয়া দিলেন ও কুমার দ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাওয়ার মানসে তাঁহাদিগের আগমন প্রতীক্ষায় নৌকাতেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কুমার মহিমারঞ্জন কথঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করিলে পর ২৭ শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার (১১ ঘটিকার সময়ে স্নানাহার সমাপন করিয়া) সাতগাড়ারকুঠি হইতে মহিমারঞ্জন পালকিতে এবং কৈলাসরঞ্জন অশ্বারোহণে বাটী-যাত্রা করিলেন। কৈলাসরঞ্জন দ্রুতবেগে অশ্ব

চালাইয়া আইসার জন্য জ্যেষ্ঠভ্রাতার আগমনের অনেক পূর্ব্বে অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকার সময়ে বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি এই সময়ে অশ্বারোহণ-জনিত পথ-শ্রমে যদিও একান্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন, তথাপি বলবতী মাতৃদর্শন বাসনার বশীভূত হইয়া অপরাহ্ণ ৪ চারি ঘটিকার সময়ে পদব্রজেই নৌকাভিমুখে গমন করিলেন। কিয়ৎকাল পর ৫॥ ঘণ্টার সময়ে কুমার মহিমারঞ্জন আলয়ে আসিলেন। ওদিকে কৈলাসরঞ্জন নৌকায় গিয়া মাতাকে প্রণিপাতের পর তথায় বসিলেন এবং বিনীতভাবে আপনার বিলম্ব করিয়া আইসার কারণ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত নিবেদন করিলেন। কর্ত্রী মহাশয়া পুত্রকে সস্নেহ-সম্ভাষণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, “তোমরা চিরজীবী হইয়া সুখে সংসার করিতে পারিলেই আমার লাভ; আমি আর সংসারে থাকিতে চাহিনা। এতদিন আমি তোমাদিগের জন্য নানারূপ কষ্টভোগ করিয়া ছিলাম; কিন্তু তোমরা কুলোকের কুহকে

পড়িয়া তাহা বুঝিতে পারনাই। আমি তোমাদি-গের হিত করিবার জন্য যত চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহা ভস্মে ঘি ঢালিয়া দেওয়ার মত মিথ্যা হইয়া গেল। যা হউক, আমি তোমাদিগের ভার হইয়া-ছিলাম বুঝিতে পারিয়া, এখন আপনা হইতেই সেই ভার নামাইয়া দিয়া কাকিনীয়া হইতে যাই-তেছি; এখন আমাকে বিদায়দাও। আমি আর বিলম্ব করিতে চাহি না। তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার কারণ ছিলাম, এক্ষণে তাহা হইল।,,

কৈলাসরঞ্জন মাতার এই সকল কথার উত্তর নাদিয়া এইমাত্র কহিলেন “ আমি আবার আ-পনার সহিত সাক্ষাৎ করিব, এইক্ষণে আদেশ হইলে বাটীতে যাইতে পারি।,, চৌধুরাণী মহা-শয়া পুত্রেরপ্রার্থনায় সম্মতি প্রকাশ করিলে, কৈলাসরঞ্জন পুনর্ব্বার পদব্রজেই আলয়াভিমুখে গমন করিলেন। একে রঙ্গপুর হইতে দ্রুতবেগে অশ্বারোহণে আইসার জন্য শরীর অপেক্ষাকৃত উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপর আবার

রৌদ্রের সময় উত্তপ্তবালুকাভূমি অতিক্রম করিয়া গমনাগমন করায় ইনি বাটীতে প্রত্যাগত হইলে, ইঁহার একটুকু শিরঃপীড়া উপস্থিত হইল; কিন্তু সবল শরীর জন্য তৎপ্রতি দৃক্‌পাত করিলেন না। অতঃপর রজনীতে ইনি পরম্পরা অবগত হইলেন যে “কর্ত্রী অন্তঃপুর হইতে সমস্ত দ্রব্যজাত লইয়া গিয়াছেন; এমন কি? গৃহে একটী সূচিকা পর্য্যন্তও রাখিয়া যান নাই।„ এই কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হইলেন। পরদিবস স্নানাহার সমাপন করিয়া মাতারবাসগৃহ দেখিবার জন্য অন্তঃপুরে গমন করিলেন। তথায় গিয়া মাতৃ-গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক সমস্তকুঠরি তন্নতন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু গৃহের সর্ব্বত্রে শূন্য ও শোভাহীন দেখিয়া নিরতিশয় দুঃখিত হৃদয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। অবশেষে একটী অন্ধকারময় ক্ষুদ্র কুঠরিতে (এই কুঠরি কর্ত্রী মহাশয়ার ধনাগার) প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যে দুইটী লৌহময় সিন্দুক দেখিতে

পাইলেন। এই সিন্ধুক দুইটী চাবির দ্বারা বদ্ধ ছিল না; সুতরাং উহার ডালা সহজেই উত্তোলিত হইল। উহার মধ্যে অনুসন্ধান করায় কয়েকটী রৌপ্যমুদ্রা প্রাপ্ত হইলেন। এইক্ষণে ইনি এই কয়েকটী টাকা লইয়া অনতি বিলম্বে বহির্বাটীতে গমন করিলেন এবং এখানকার অন্যতর প্রধান অমাত্য গোবিন্দ মোহন রায় মহাশয়ের নিকট মাতৃ-গৃহ সংক্রান্ত আদ্যোপান্ত সমস্তবৃত্তান্ত বর্ণনান্তে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন যে, " মাতার সমস্ত সম্পত্তি ভবিষ্যতে অসদ্ব্যয়েই নিঃশেষিত হইবে। এইক্ষণে এই কয়েকটী টাকা সৎপাত্রে দান করিয়া অন্ততঃ তাঁহার একটুকু পুণ্য সঞ্চয় করা আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। "

মাতৃ-গৃহ দেখিয়া আইসার পর কৈলাসরঞ্জনের মন অতীব বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। তাহার উপর আবার ইঁহার শিরঃপীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় অপেক্ষাকৃত কাতর হইলেন। এরূপ অবস্থাতেও ইনি স্বীয় প্রতিজ্ঞা পরিপালনার্থ প্রোক্ত

প্রধান অমাত্যকে সঙ্গে লইয়া ত্রিস্রোতানদী-অভিমুখে চলিলেন; কিন্তু রাজবাটীর বহির্দ্বার অতিক্রম পূর্ব্বক "নহবৎখানা" পর্য্যন্ত গমন করিলে পর সহসা ইঁহার কম্পজ্বর উপস্থিত হইল এবং অতিশয় অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। এমন কি? আর একপাদ ভূমি অগ্রসর হওয়াও ইঁহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল। তদ্দৃষ্টে সমভিব্যাহারি-প্রধানঅমাত্য ইঁহাকে তথা হইতে ফিরিয়া আইসার জন্য বলিলেন। ইনি অগত্যা মাতৃ দর্শনের অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া ধীরেধীরে বাটীতে আসিতে লাগিলেন। পরিশেষে গৃহে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কাতর হইলেন। এই অবস্থায় ইনি কিছুকাল বসিয়া থাকিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সক্ষম হইলেন না; শীঘ্র শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। কৈলাসরঞ্জন তরুণজ্বরের তীব্রআক্রমণে পতিত হওয়ায়, কুমার মহিমারঞ্জন ও পারিষদগণ অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন।

কৈলাসরঞ্জন সমস্ত রাত্রি জ্বর-যাতনায় কষ্ট-ভোগ করিয়া ২৯শে অগ্রহায়ণ প্রাতঃকালে একটুকু সুস্থ হইলেন এবং সমীপস্থ ব্যক্তিদিগের সহিত মৃদুস্বরে কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন, তজ্জন্য প্রায় সকলেই একরূপ নিশ্চিন্ত হইলেন; কিন্তু চিকিৎসকগণ ধাতুর গতি দেখিয়া, সুলক্ষণ বোধ না হওয়ায় জ্বরত্যাগের নিমিত্ত বারম্বার নানা প্রকার ঔষধি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা সফল প্রযত্ন হইতে পারিলেন না; একারণ এই সময়ে সিবিল সার্জ্জন ডাক্তর বাউচার সাহেবকে আনার নিমিত্ত রঙ্গপুরে লোক পাঠান হইল। তিনি রাত্রিকালে রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং ঔষধির ব্যবস্থা দিয়া, সেই রজনীতেই রঙ্গপুরে গমন করিলেন। এইক্ষণে নেটিব ডাক্তর দয়াল সিংহ ও তারিণী চরণ মজুমদার এবং আয়ুর্ব্বেদ মতের চিকিৎসক রূপচন্দ্রদাস, কালীশঙ্কর দাস, শশি-ভূষণ সেন প্রভৃতি মিলিত হইয়া, পরামর্শ পূর্ব্বক চিকিৎসা করিতে লা-

গিলেন। পরদিন ভুষভাণ্ডারের ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত রমণী মোহন চৌধুরী মহাশয় কৈলাস-রঞ্জনকে দেখিবার জন্য আসিলেন। এই দিবস প্রাতঃকালে সহসা কৈলাসরঞ্জনের বাক্‌রোধ হইয়া গেল; কিন্তু তিনি এরূপ অবস্থাতেও হস্তদ্বারা সঙ্কেত করিয়া, নিজের অবস্থা জানাইতে লাগিলেন। তাঁহার ইঙ্গিত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল, কথা কহিবার ইচ্ছা আছে; কিন্তু বক্ষঃস্থল বদ্ধ হওযায় তিনি কথা কহিতে পারিতেছেন না। ইহা জানিতে পারিয়া চিকিৎসকগণ কফনাশক-ঔষধ প্রয়োগ করায়, কিছুকাল পর কৈলাসরঞ্জন অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলেন এবং মৃদুস্বরে দুই একটী কথাও কহিতে লাগিলেন; কিন্তু একশেষ চেষ্টাতেও জ্বরত্যাগ পাইল না; কেবল মাত্র যে জ্বরের বিরতি হইলনা তাহা নহে, ক্রমশঃ আবার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এইক্ষণে কৈলাস-রঞ্জন, জ্বর-যন্ত্রণায় মোহপ্রাপ্ত হইয়া রহিলেন। ডাকিলে চাহিয়া দেখেন, কোন কথা জিজ্ঞাসা

করিলে মৃদুস্বরে তাহার উত্তর দেন। তাঁহার এই রূপ অবস্থাদৃষ্টে, কুমার মহিমারঞ্জন তদীয় জীবনের প্রতি নিরাশ হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। চিকিৎসকগণ তাঁহাকে আশ্বাস-বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া, পরামর্শ পূর্ব্বক ২ রা পৌষ প্রাতঃকালে "গোপাল বসুর নাস,, প্রয়োগ করিলেন। ইহাতে আশু উপকার বোধ হইল; তদ্দৃষ্টে তাঁহারা আশ্বস্ত হইয়া, নাসের উপযোগি-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু এইদিন রাত্রি ৭। ৮ ঘটিকার পর ধাতু ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে লাগিল। দেখিয়া চিকিৎসকগণ হতাশ হইলেন এবং নাসের অনুকূল শুশ্রূষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার পুর্ব্ববৎ ঔষধি ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

এ দিকে হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী মহাশয়া পুত্রের অসুস্থতার সংবাদ শ্রবণে তাঁহার আরোগ্য দেখিয়া যাওয়ার মানসে, কাশী-গমন না করিয়া, নৌকাতেই ছিলেন। প্রত্যহ তথা-হইতে রাজবাটীতে আসিয়া পুত্রকে দেখিয়া

যাইতেন। অদ্য আবার কৈলাসরঞ্জনের পীড়া বৃদ্ধির কথা শুনিয়া, তিনি অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্তে রজনীতেই রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে কৈলাসরঞ্জনের নিকটে গিয়া, তাঁহার তাদৃশী অবস্থা দর্শনে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা আমি কে? আমাকে চিনিতে পারিয়াছ?" তদুত্তরে কৈলাসরঞ্জন কহিলেন, "আপনি মা।" কর্ত্রী মহাশয়া তাঁহাকে অন্যান্য যে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি এক এক করিয়া তৎসমুদয়েরই প্রকৃত উত্তর দিলেন; কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। চৌধুরাণী মহোদয়া ১০। ১১ ঘটিকা রাত্রি পর্য্যন্ত পুত্রের নিকট বসিয়া থাকিলেন। অবশেষে কৈলাসরঞ্জনের জীবনের প্রতি একবারে নিরাশ হইয়া নৌকায় প্রতি গমন করিলেন এবং সেই রাত্রেই নৌকা খুলিয়া দেওয়াইলেন। তিনি পুত্রকে মুমূর্ষু অবস্থায় রাখিয়া যাওয়ায়, অনেকে এইকথা কহিতে লাগি-

লেন " কৈলাসরঞ্জনের জীবন রক্ষা না হইলে, কর্ত্রী মহাশয়ার অনুচিতরূপে লওয়া ধন-সম্পত্তি, পাছে কুমার মহিমারঞ্জন কাড়িয়া লন ; এই আশঙ্কাতেই তিনি নিতান্ত নির্ম্মমতা হইয়া ম্রিয়মাণ পুত্রকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাশী-যাত্রা করিলেন।,, বাস্তবিক, তিনি স্বর্ণ, রৌপ্য মুদ্রা এবং আভরণ আদি দ্রব্যজাতে প্রায় দুইলক্ষ টাকা লইয়া যান, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত লোকবাদটী মিথ্যা না হইতে পারে; আবার ইহাও অসম্ভব নহে, যে, তিনি পুত্রের অকাল মৃত্যু দেখিয়া যাওয়া অতিমাত্র কষ্টের কারণ বলিয়াই তৎকালীন কাশিনা হইতে গিয়াছিলেন।

রজনী প্রভাত হইলেপর কৈলাসরঞ্জনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়া হইয়া উঠিল। চিকিৎসক ও নিকটস্থ ভদ্রগণ, তাঁহার ঐ অবস্থা দর্শনে যারপর নাই দুঃখিত হইয়া, তদীয় জীবনেরপ্রতি একরূপ নিরাশ হইলেন। এইক্ষণে কৈলাসরঞ্জনের দুর্ব্বিষহ গাত্র-দাহ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি,

বারম্বার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন ও জল জল করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। চিকিৎসকেরা মনে করিলেন, "ইতিপূর্ব্বে গোপালবসুব নাস ব্যবহার করা হইয়াছে, তজ্জন্যই শরীর উষ্ণ হইয়া থাকিবে; অতএব, এইক্ষণে ইঁহাকে শীতল জল দ্বারা স্নান করান যাউক।" এই যুক্তিস্থির করিয়া তাঁহারা একটী বৃহৎ টবের ভিতরে কৈলাস-রঞ্জনকে অর্দ্ধ শায়িত ভাবে বসাইলেন এবং মস্তকে শীতল জল ঢালিয়া দেওয়াইলেন। কৈলাসরঞ্জনের তাপিতশরীরে সুশীতল জল পতিত হওয়া মাত্র, তিনি কহিয়া উঠিলেন "আহা! প্রাণ শীতল হইল, বাঁচিলাম।" ইহা শুনিয়া সকলেই আশ্বস্ত হইলেন; কিন্তু দেখিতে দেখিতে ক্ষণকাল পরে, আবার তাঁহার সেই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। এইক্ষণে ক্ষণে ক্ষণে প্রলাপ এবং অন্যান্য উপসর্গ উপস্থিত হইতে লাগিল।

কৈলাসরঞ্জনের ঐরূপ অবস্থাদৃষ্টে অমাত্য

ও বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহাকে দ্বিতল গৃহে রাখা সঙ্গত বোধ নাকরিয়া সন্নিহিত একটী অট্টালিকার নিম্ন-কুঠরিতে লওয়ারজন্য কুমার মহিমারঞ্জনের নিকট অনুমতি চাহিলেন। তিনিবলিলেন "এসম্বন্ধে আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন না, যখন যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয়, তাহা আপনারা করিবেন।,, অতঃপর দিবা আনুমানিক ১২ ঘটিকার সময়ে সমবেত ভদ্রগণ কৈলাসরঞ্জনকে নিম্ন-গৃহে লইয়া গেলে চিকিৎসকেরা তথায় তাঁহাকেবারম্বার তৎকালোচিত ঔষধ সেবন করাইতেলাগিলেন; কিন্তু তাহাতেকোনফলদর্শিলনা।

এদিকে রজনী উপস্থিত হইল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কৈলাসরঞ্জনের ব্যাধি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি রোগ-যন্ত্রণায় বারম্বার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন ও প্রলাপ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তাহারপর আবার সে প্রলাপও কমিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল অবসন্ন হইয়া আসিল। এখন কেবল

মাত্র তাঁহার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। ইহার পর তাহাও পূর্ব্ববৎ রহিল না। তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত দেখিয়া, অমাত্য-বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহাকে ভূমি শয্যায় শয়ন করাইলে রাত্রি প্রভাত হয় হয় এমন সময়ে ১২৭৫ বঙ্গাব্দের ৫ ই পৌষ শুক্রবার ( ১৮৬৮ খৃীঃ ১৮ ই ডিসেম্বর ) ৫।। ঘণ্টার সময় তিনি মায়াময় মানবদেহপরিত্যাগ করিলেন। চতুর্দ্দিকে হৃদয়-বিদারক-শোকধ্বনি উঠিল। অতঃপর কৈলাস-রঞ্জনের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার উদ্যোগ হইতে লাগিল। উপস্থিত ভদ্রলোকেরা রীতিমত তাঁহার মৃতদেহ লইয়া, ত্রিস্রোতা নদী-তীরে চলিলেন। কৌলিক রীত্যনুসারে সঙ্গে২ আসা, সোটা, বল্লম ও ছত্র ধারণ করিয়া পদাতি প্রভৃতি গমন করিল। পরে যথাবিধি চন্দন কাষ্ঠাদি দ্বারা তদীয় দেহ দাহ করা হইল।

কুমার কৈলাসরঞ্জনের বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষ মাত্র হইয়াছিল। ইনি মধ্যমাকারের, শ্যামবর্ণ

ছিলেন। ইঁহার শরীর ঈষৎ স্থূল ছিল ও মুখ-শ্রীতে সর্ব্বদা গাম্ভীর্য্য প্রকাশ পাইত। ইনি কেবলমাত্র মাইনর স্কলারসিপ্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; কিন্তু ইঁহার অধীত বিদ্যায় বি-লক্ষণ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল; বিশেষতঃ ইনি, দুরূহ গণিত-শাস্ত্রে অপেক্ষাকৃত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। পাঠাবস্থায় ইনি, সমপাঠি দিগের মধ্যে একজন উত্তম ছাত্র বলিয়া গণ্য ছিলেন। শিক্ষকেরা ইঁহার শিক্ষা-নৈপুণ্য ও সূক্ষ্ম-বুদ্ধি দৃষ্টে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিতেন। ইনি প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা হইতে উঠিয়া, স্বেচ্ছামত প্রদেশে পরিভ্রমণ করিতেন; সে সময়ে রাজবাটীর কোন দ্বারের প্রহরিকে নিদ্রিত বা অসতর্ক দেখিলে, তাহাদিগের অস্ত্র শস্ত্র বস্ত্রাদি যাহা কিছু সম্মুখে পাইতেন, লইয়া গৃহে যাইতেন। পরে তাহাদিগকে ডাকাইয়া, যাহার অপরাধ সপ্রমাণ হইত, তাহাকে যথো-পযুক্ত দণ্ডবিধান করিতেন। ইঁহার অশ্বারোহণে

অত্যন্ত নৈপুণ্য ছিল। প্রতিদিন সায়ংকালে অশ্বারোহণ করিয়া, ইতস্ততঃ ২। ৩ ক্রোশ পথ-ভ্রমণ করিতেন। একদা ইনি কোন দ্রুতগামি-অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে পতিত হওয়াতে, মৃতকল্প হইয়াছি-লেন; তজ্জন্য আত্মীয়-স্বজনেরা ইঁহাকে অশ্বা-রোহণে প্রতিনিবৃত্ত করিবার কারণ সমুচিত যত্ন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বস্তুতঃ তুরঙ্গ ইঁহার এত দূর প্রিয় ছিল, যে কোন স্থানে গমন কালীন প্রায়শঃ ইনি, অন্যান্য যান পরিত্যাগ করিয়া, অশ্বারোহণ করিতে-ন। মৃগয়ার প্রতিও ইঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ইঁহার শরীর যেরূপ পরিপুষ্ট ও বলিষ্ঠ, মনও তদ্রূপ প্রশস্ত ও কর্ম্মঠ ছিল। মুখ-মণ্ডলে সর্ব্বদা জীবন্ত উৎসাহ ও সাহসিকতার চিহ্ন স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইত।

ইঁহার ক্রোধ বৃত্তিটী কিঞ্চিৎ বলবতী ছিল। কাহার উপর ক্রোধাবিষ্ট হইলে, শীঘ্র সে ক্রোধের শান্তি হইত না। এই দোষ ভিন্ন ইঁহার

চরিত্রে অপর কোন গুরুতর দোষ দেখা যায় নাই। ইনি মৃত্যুর প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্ব হইতে সামান্য আলোকে ক্ষুদ্রাক্ষর পড়িতে ও কিঞ্চিৎ দূরস্থিত (ওয়াচ্) ঘড়ির কাঁটা দেখিতে পাইতেন না। এই ব্যাধির আপনা আপনি উপশম হইবে মনে করিয়া, ইনি উহার প্রতিবিধানের নিমিত্ত কোন চেষ্টা করিয়াছিলেন না।

কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহোদয় নিরতিশয় ব্যথিত-হৃদয়ে, ১২৭৫ বঙ্গাব্দের ৪ ঠা মাঘ যথাবিধি কৈলাসরঞ্জনের শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সমাপন করিলেন এবং রঙ্গপুরের জজ্ সাহেবকে পৈতৃক ও কৈলাসরঞ্জনের কৃত উইলের মর্ম্ম জ্ঞাত করিয়া, জ্যেষ্ঠানুসারে সংসারের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয় ১২৭৫ বঙ্গাব্দে (১৮৬৮ খ্রীঃ জানুয়ারি মাসে) কাকিনীয়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় এবং রজনী বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। তৎপরে ইনি ১২৭৬

বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে ( ১৮৬৯ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে ) মহাত্মা শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহোদয়ের সংস্থাপিত ইংরেজী বঙ্গ-বিদ্যালয় হইতে বঙ্গ বিদ্যালয় উঠাইয়া লইয়া, পৃথক্ রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইতি পূর্ব্বে কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তি কর্ত্তৃক এখানে একটী ধর্ম্ম-সভা সংস্থাপিত হয়; কিন্তু তাহা অত্যল্প কাল স্থায়ী থাকিয়াই বন্ধ হইয়া যায়। পরে কুমার মহোদয় পূর্ব্বোক্ত অব্দের ১২ই মাঘে ঐ সভাটী পুনঃ সংস্থাপন করিয়া তাহার সমুচিত উন্নতিবর্দ্ধন করেন। ইনি এই সভায় ঈশ্বরেরস্তোত্র বিষয়ে যে সমস্ত বক্তৃতা দিতেন, তাহার কয়েকটী বক্তৃতা একত্রিত হইয়া ১২৭৭ বঙ্গাব্দে “ বিজ্ঞান-বিনোদিনী ,, নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রচারিত হয়।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী মহোদয়া কুমার কৈলাসরঞ্জনকে মৃত-কল্প রাখিয়া, কাকিনীয়া হইতে কাশীধামে গমন করিয়াছিলেন। তিনি এইক্ষণে মৃত পুত্রের

ত্যক্ত অর্দ্ধাংশ সম্পত্তি লাভ লালসায় বারাণসী নগর হইতে রঙ্গপুরে আইসেন এবং ১২৭৭ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে তত্রত্য সবর্ডিনেট জজের নিকট নিম্নলিখিত বিবরণে উইল রদের মোকদ্দমা উপস্থিত করেন।

চৌধুরাণী মহাশয়া এই বলিয়া অভিযোগ করেন যে, "দেবর পুত্র মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী প্রভৃতি প্রতিবাদিগণ প্রকাশ করে, কৈলাসরঞ্জন মৃত্যুর ২। ৩ দিন পূর্ব্বে ১২৭৫ বঙ্গাব্দের ১ লা পৌষ নিজ বনিতা নীরদমোহিনী চৌধুরাণীকে উইলের দ্বারা স্বীয় সম্পত্তির উপস্বত্ব ভোগ ও পোষ্যপুত্র রাখিবার অনুমতি দিয়া গিয়াছে। নীরদমোহিনী দত্তক গ্রহণ না করিয়া লোকান্তরিতা হইলে, মহিমারঞ্জনের পুত্রেরা ঐ সম্পত্তি ভোগ করিবে। ঐ উইল আমূলে মিথ্যা এবং তাহা কৈলাসরঞ্জন কর্ত্তৃক হয় নাই। ১২৭৫ বঙ্গাব্দের ২৮ শে অগ্রহায়ণ কৈলাসরঞ্জন জ্বররোগে আক্রান্ত হয় এবং সে তাহার

পর দিবস ২৯ শে অগ্রহায়ণ হইতে মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত জ্বরের আতিশয্য হেতু এরূপ অজ্ঞান হইয়া ছিল, যে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, কোন কথা বুঝিতে পারিত না এবং তাহার বিবেচনা পূর্ব্বক উইল করিবার শক্তি ছিলনা। প্রতিবাদিগণ প্রতারণা পূর্ব্বক পীড়ার তৃতীয় দিবসে তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞানাবস্থায়, তদ্দ্বারা এই কৃত্রিম উইল স্বাক্ষর করিয়া লইয়াছে। অতঃপর হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী মহোদয়া, স্বীয় অভিযোগ সমর্থনের জন্য সবর্ডিনেট জজের নিকট তুষভাণ্ডারের শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চৌধুরী মহাশয়কে এবং অন্যান্য কয়েকজন লোককে সাক্ষী মান্য করেন। পক্ষান্তরে কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহোদয় ঐ উইলের সত্যতা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত কতিপয় ভদ্র লোককে সাক্ষী মানেন। উভয় পক্ষীয় সাক্ষির সাক্ষ্য গ্রহণাদি প্রয়োজনীয় কার্য্যে অনেক দিন পর্য্যন্ত এই মোকদ্দমা উক্ত আদালতে উপস্থিত থাকে।

এই সময়ে ১২৭৭ বঙ্গাব্দের ২৩ শে ফাল্গুন সোমবার লোকান্তরিত রামচন্দ্র রায় চৌধুরী মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী জয়মণী চৌধুরাণী মহাশয়া কাশীধামে সংসার-যাত্রা সম্বরণ করেন। ইনি গৌর বর্ণা, মধ্যমাকৃতি এবং অত্যন্ত বুদ্ধি-মতী ছিলেন। কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহোদয় যথাসময়ে ইঁহার শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া নির্ব্বাহ করেন।

১২৭৭ বঙ্গাব্দে কুমার মহিমারঞ্জন, অমাত্য-বর্গের অবস্থানের নিমিত্ত রাজবাটীর পুরদ্বারের সলংগ্ন আনন্দসড়কের উভয় পার্শ্বে পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ দুইটী সুবিস্তৃত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করান এবং ইনি কাকিনীয়ার পুরাতন বন্দর পূর্ব্বস্থান হইতে উঠাইয়া দিয়া, আনন্দসড়কের ধারে সংস্থা-পনপূর্ব্বক তাহার নাম “ কৈলাস গঞ্জ ,, রাখেন। তৎপরে ১২৭৮ বঙ্গাব্দে ( ১৮৭১ খ্রীঃ ৭ ই জুন ) স্নেহাস্পদ ভ্রাতা কৈলাসরঞ্জনের নাম চিরস্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে, কাকিনীয়ায় কৈলাসরঞ্জন

নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় (ডাক্তার খানা) সংস্থাপন করেন। পূর্ব্বে এই ডিস্‌পেন্‌সরিতে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ছিল। এইক্ষণে কুমার মহোদয় নিজে ইহার সমস্ত ব্যয় ভার গ্রহণ করায়, ইহা হইতে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য উঠিয়া গিয়া, প্রথম শ্রেণীর ডিস্‌পেন্‌সেরি-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। সম্প্রতি এই ডিস্‌পেন্‌সেরির কার্য্য নেটিব ডাক্তর শ্রীযুক্ত বাবু শারদাচরণ মুখোপাধ্যায় নির্ব্বাহ করিতেছেন। এই চিকিৎসালয় দ্বারা কাকিনীয়া এবং তন্নিকটবর্ত্তি-স্থান সমূহের বহু লোক বিনা ব্যয়ে চিকিৎসিত হইতেছে।

কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহোদয় ১২৭৮ বঙ্গাব্দে (১৮৭১ খৃীঃ) জেলা রঙ্গপুরের অন্তর্ব্বর্ত্তী সাতগাড়া নামক স্থানে "কৈলাসরঞ্জন" নামে একটি বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপন করেন।

এই সময়ে (১২৭৮ বঙ্গাব্দে) কুমার মহোদয়

স্বীয় ভূম্যধিকারস্থ প্রজাদিগের জমাবৃদ্ধি করিবার মানস করিয়া, প্রতি টাকায় চারি আনা নিয়মে বন্দোবস্ত করা আরম্ভ করেন। প্রথমতঃ ইঁহার পূর্ব্বঅঞ্চলের জমিদারী চাকলে কাকিনীয়ার অন্তর্ব্বর্ত্তী ভালাবাড়ী প্রভৃতির প্রজাদিগকে ডাকাইয়া, তাহাদিগের নিকট পূর্ব্বোক্ত পরিমাণে জমা বৃদ্ধি চাহেন। তাহারা নিরাপত্তিতে প্রতি টাকায় পোনে চারি আনা স্বীকার করিয়া রীত্যনুসারে পাট্টা গ্রহণ করে। তৎপরে চাকলে কাকিনীয়া ও চাকলে কাজির হাঠের অন্তর্গত উত্তর-পশ্চিম-অঞ্চলের মহাল সমুদয়ের প্রজাদিগের নিকট উপরিউক্ত পরিমাণে জমাবৃদ্ধি চাহাতে, তাহারা কুমার মহোদয়ের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়ায় এবং দলবদ্ধ হইয়া ১৮৭১ খৃীঃ অব্দের আগষ্ট মাসে ও তৎপরে জেলা রঙ্গপুরের, মাজিষ্ট্রেট্ কালেক্টর এবং জজ্ সাহেবের নিকট ও অন্যান্য আদালতে কুমার মহোদয়ের নামে, বর্দ্ধ পূর্ব্বক জমা-বৃদ্ধি ও নানারূপ অত্যাচার করা

সম্বন্ধে দরখাস্ত উপস্থিত করে। মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব প্রভৃতি বিচারকগণ, সবিশেষ যত্ন সহকারে তদন্ত করিয়াও, উপযুক্ত প্রমাণ প্রাপ্ত না হওয়া হেতু, ঐ সকল দরখাস্ত অগ্রাহ্য করেন। তৎপরে বিদ্রোহিগণ জেলা রাজশাহীর কমিসনর সাহেবের নিকট এই বলিয়া, অভিযোগ করে যে, "কাকিনীয়ার ভূস্বামি মহাশয় আমাদিগকে নানারূপে উৎপীড়ন করিতেছেন। এ বিষয়ে আমরা জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করিয়া কোনই ফল প্রাপ্ত হইতেছি না।" প্রজাদিগের এই দরখাস্ত অনুসারে কমিস্নর সাহেব রঙ্গপুরের মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কৈফিয়ৎ চাহিয়া পাঠান। মাজিষ্ট্রেট্ এফ্, জি, মিলেট সাহেব তদুত্তরে তাঁহার নিকট এই বিরোধ সংক্রান্ত একখানি সুদীর্ঘ রিপোর্ট প্রেরণ করেন। তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে, "কাকিনীয়ার জমিদার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী, প্রজাদিগের পূর্ব্ব জমা অপেক্ষায় প্রতি টাকায় চারি আনা জমা

বৃদ্ধি করাতে, কতকগুলি প্রজা তাহা দেওয়া স্বীকার পূর্ব্বক বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে। যে সকল প্রজা, জমাবৃদ্ধি দিতে অসম্মত, তাহারাই তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। বাস্তবিক, পোলিষ ইনস্পেক্টরের রিপোর্টে জানা গিয়াছে, কোন স্থানেই উক্ত জমিদার কর্ত্তৃক কিছু মাত্র অত্যাচার হয় নাই। তবে কোন২ প্রজা তাঁহার নিকট তামাদি করজা দলিলের ( আইন অনুসারে দেওয়ানী আদালতে যাহার অভিযোগ হইতে পারেনা ) অভিযোগ করিয়া থাকে। যদিও তাঁহার জমিদারিতে পূর্ব্বে এ নিয়ম ছিল না, তথাপি তিনি কখন২ বিচার পূর্ব্বক প্রজাদিগকে ঐ টাকা আদায় করিয়া দিয়া থাকেন। তিনি উৎকোচ গ্রহণ করেন না, জমিদারদিগের নিয়মানুসারে নজর লইয়া থাকেন। আমি বিবেচনা করি যে, বঙ্গদেশের প্রায় অধিকাংশ প্রজা জমিদারের নিকট করজা ও সামান্য সামান্য বিষয়ের অভি-

যোগ করিয়া থাকে এবং এটি বড বড় জমীদারির সাধারণ নিয়ম জন্য, জমিদারগণও তাহার মীমাংসা করিয়া থাকেন; বিশেষতঃ প্রজারা উপযুক্ত আদালতে ঐ সকল বিষয়ের অভিযোগ না করিয়া, জমিদারের দ্বারা তাহার মীমাংসা করিয়া লইতেই বিশেষ ইচ্ছুক। জ্বালানি কাষ্ঠ, কলার পাত, পাঁঠা ইত্যাদি দুর্গোৎসবের সময় জমিদার গ্রহণ করিয়া থাকেন বলিয়া প্রজাগণ যে অভিযোগ করে; তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে, তিনি ঐ সকল দ্রব্য কেবল মাত্র পূজার জন্যই গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং প্রজারাও তাহা ইচ্ছা পূর্ব্বক বহু দিন হইতে দিয়া আসিতেছে। পরন্তু প্রজাগণ বলে “মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী জমিদার এত বালক যে, তিনি এই বৃহৎ জমিদারী চালাইবার অযোগ্য। আমার বিশ্বাস এই যে, প্রায় দুই বৎসর গত হইল; মহিমারঞ্জন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই জমিদারি চালাইতে সক্ষম। তিনি যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হন, তখন জমিদারী সংক্রান্ত কাগজপত্র প্রাপ্ত

হওয়া তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইয়াছিল; কিন্তু এইক্ষণে তিনি জমিদারীর অবস্থা জানিতে আরম্ভ করিয়াই জমা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি রঙ্গপুরস্থ গবর্ণমেণ্ট ইংরেজী স্কুলে শিক্ষিত হন; নিজের জমিদারী কার্য্য চালাইতে সক্ষম কি অক্ষম, প্রজাদিগকে তাহার বিচারক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রজারা যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, এইক্ষণেও তাহারা সেই উপায় অবলম্বন করিয়াছে। তাহাদিগের প্রায় সমস্ত দরখাস্ত গুলিই সম্পূর্ণ মিথ্যা সাব্যস্ত হইয়াছে। পূর্ব্বের মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনার নিকট রিপোর্ট করিয়াছিলেন, যে, প্রজাগণ প্রমাণ প্রদর্শন করান অপেক্ষা মিথ্যা অভিযোগ করা সহজ বিবেচনা করে। আমারও সেই মত। পূর্ব্বে জমা-বৃদ্ধির জন্য বিরোধ হয়, এখনও তাহাই বিবাদের কারণ। অত্যল্প প্রজা আছে, যাহারা পূর্ব্বোক্ত জমিদারকে বন্দোবস্ত

দেয় নাই। ফলতঃ আমি যতদূর জানি, তাহাতে আমার বিশ্বাস এই যে, এই বিরোধের জন্য কিছু মাত্র শান্তিভঙ্গ হয় নাই এবং যখন সাধারণ মোকদ্দমা গুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তখন এ সম্বন্ধে আর কিছু করা আমার বিবেচনায় অনাবশ্যক। „

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, প্রজাগণ ক্রমশঃ প্রত্যেক আদালতে অভিযোগ করিয়া কোনই ফললাভ করিতে পারেনা। পরিশেষে আবার তাহারা রাজশাহীর কমিশ্‌নর সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়াও পূর্ণমনোরথ হইতে পারিল না। কারণ পূর্ব্বোক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের রিপোর্ট অনুসারে, কমিসনর সাহেব তাহাদিগের অভিযোগ অগ্রাহ্য করিলেন। অধুনা প্রজাগণ দলভঙ্গ হইয়া পড়িল এবং অল্পে অল্পে ভূস্বামি-কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহোদয়ের শরণাপন্ন হইল। বিদ্রোহি-প্রজারা যদিও অনেক মিথ্যা মোকদ্দমা ও অনুচিত ব্যবহার দ্বারা কুমার

মহোদয়কে বিরক্ত করিয়া তুলিয়া ছিল, তথাপি তিনি সেই কথা স্মরণ না করিয়া, নিজবাটীতে একদা তাহাদিগকে বুঝাইবার নিমিত্ত একটী সভা আহ্বান করিলেন এবং ঐ সভায় তালুক গোতামারি ও শোলমারি প্রভৃতির বিদ্রোহি প্রজা দিগকে আনাইয়া, জমিদার ও প্রজার সম্বন্ধ এবং করবৃদ্ধি করিবার কারণ, ও বিরোধের চরম ফল আদি একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন। ইতিপূর্ব্বে প্রজা-গণ আর কখন ইঁহার এতাদৃশী সারগর্ভ ও দূর দর্শিতার পরিচায়ক বক্তৃতা শুনিয়াছিল না। এইক্ষণে ইহা শ্রবণ করিয়া, কোন কোন প্রজা মুক্তকণ্ঠে কহিতে লাগিল। “আমাদিগের রাজা, যে এতদূর বুদ্ধিমান্ ও দয়ালুস্বভাব, তাহা আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না।„ অতঃপর চাকলে কাকিনীয়া প্রভৃতি প্রায় সমস্ত মহালের প্রজারা পূর্ব্বোক্ত নিয়মে জমা বৃদ্ধি দেওয়া স্বীকার করিয়া, রীতিমত পাট্টা গ্রহণ করে।

এইক্ষণে কেবল মাত্র শোলমারি গ্রামের প্রজাগণ এপর্য্যন্ত বিদ্রোহাচরণ পরিত্যাগ করিয়া, জমাবৃদ্ধি দেয় নাই।

১২৭৯ বঙ্গাব্দের ১৩ ই আশ্বিন ( ১৮৭২ খ্রীঃ ২৮ শে সেপ্‌টেম্বর ) শনিবার ৯ ঘটিকার সময় কাকিনীয়ার রাজবাটীতে কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহোদয়ের একটী কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন। এই দিবস তাঁহার জন্মোৎসব উপলক্ষে রাজবাটীতে গীত-বাদ্য ও দানবিতরণাদি হয়। তৎপরে উক্ত অব্দের ২১ শে ফাল্‌গুন সোমবার ( ইং ৩ রা মার্চ্চ ) সমারোহ সহকারে অন্নপ্রাশন ব্যাপার নির্ব্বাহ করিয়া নব কুমারীর নাম "হেমলতা,, রাখা হয়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী মহোদয়া নিজ দত্তকপুত্র কুমার কৈলাসরঞ্জনের কৃত উইল অসিদ্ধ করিবার মানসে রঙ্গপুরের সবর্ডিনেট জজের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করেন। এইক্ষণে ১২৮০ বঙ্গা-

ব্দের আষাঢ় মাসে ( ১৮৭৩ খৃঃ ১১ ই জুলাই ) উক্ত জজ্ কৃত্রিম বোধে ঐ উইল রদ করেন।

১২৮০ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে কুমার মহিমা-রঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয় গবর্ণমেন্ট জজের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে হাইকোর্টে পূর্ব্বোক্ত উইল রদের মোকদ্দমার আপীল উপস্থিত করেন। তত্রত্য বিচারপতিগণ ১৮৭৪ খৃঃ অব্দের ২২ শে ডিসেম্বর তাহার বিচার করিয়া অধস্থ আদালতের আদেশ রহিত পূর্ব্বক উইল বজায় রাখেন।

এই বৎসর দুর্ভিক্ষ সময়ে কুমার মহিমা-রঞ্জন রায় চৌধুরী মহোদয় দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদিগের অন্নকষ্ট নিবারণের নিমিত্ত কাকিনীয়া এবং ভালাবাড়ী গ্রামে হিন্দু ও মুসলমান দিগের জন্য পৃথক্২ অন্নসত্র সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ইঁহার নিজালয়ের দাতব্য ভাণ্ডারের দ্বার পূর্ব্ববৎ মুক্ত ছিল। ইনি কেবল মাত্র ঐ অন্নসত্র সংস্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না; স্বীয় জমিদারীর স্থানে২ অমাত্য প্রেরণ পূর্ব্বক

দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদিগকে ব্যক্তি বিশেষে, অর্থ-সাহায্য ও ঋণ-দান এবং পুষ্করিণী খনন ও পথ প্রস্তুতের জন্য নিষ্কর ভূমি প্রদান করিয়া তাহাদিগের মহদুপকার সংসাধন করিয়াছিলেন এবং দুর্ভিক্ষের সময় পর্য্যন্ত তাহাদিগের নিকট রাজস্ব গ্রহণে ক্ষান্ত ছিলেন।

১২৮১ বঙ্গাব্দের ৪ ঠা আশ্বিন (১৮৭৪ খৃীঃ ১৯ শে সেপ্টেম্বর) শনিবার অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময়, কাকিনীয়ার রাজবাটীতে কুমার মহিমারঞ্জনের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। নবকুমারের জন্ম-দিন উপলক্ষে রাজবাটীতে আনন্দোৎসব হয়। তৎপরে উক্ত অব্দের ৬ ই চৈত্র শুক্রবার (১৮৭৫ খৃীঃ ১৯ শে মার্চ্চ) এই নবকুমারটির অন্নপ্রাশন ব্যাপার সমারোহ সহকারে নির্ব্বাহ করিয়া ইঁহার নাম "মহেন্দ্ররঞ্জন" রাখা হয়।

১২৮২ বঙ্গাব্দের ৫ ই বৈশাখ (১৮৭৫ খৃীঃ ১৭ ই এপ্রিল) হরিপ্রিয়া চৌধুরাণী মহোদয়া

জ্বর ও উদরাময় রোগে বারাণসী-ধামে পঞ্চত্ব-লাভ করেন। ইনি গৌরবর্ণা, ঈষৎ স্থূলাঙ্গী, মধ্যমাকৃতি এবং বুদ্ধিমতী ছিলেন। পুণ্যজনক কার্য্যেও ইঁহার আনুরক্তি ছিল; কিন্তু কোপনস্বভাবা ছিলেন। ইনি মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব্বে চারিটী শিব এবং পাষাণময়ী কালিকা-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া কাশীর বাটীতে সংস্থাপনের নিমিত্ত তথায় একটি মন্দির প্রস্তুত করান; কিন্তু সহসা কালগ্রাসে পতিত হওয়াতে, তৎকালীন ইঁহার মনোরথসিদ্ধি হইতে পারেনা। পরে কুমার মহিমারঞ্জনের প্রযত্নে ঐ বিগ্রহ কয়েকটি পূর্ব্বোক্ত স্থানে সংস্থাপিত হইয়াছেন। কুমার মহোদয় যথা-সময়ে ভ্রাতৃবধূ নীরদ মোহিনী চৌধুরাণী মহাশয়ার দ্বারা যথা-বিধি ইঁহার শ্রাদ্ধ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করান। ভ্রম বশতঃ ইঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী ( কুমার মহিমারঞ্জনের মাতা ) ব্রজাঙ্গনা চৌধুরাণী মহোদয়ার মৃত্যুর প্রসঙ্গ যথা-স্থানে সন্নিবেশিত হয়

নাই; তন্নিবন্ধন এই স্থানে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। উক্ত চৌধুরাণী মহাশয়া ১২৬৫ বঙ্গাব্দের ১৩ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার (১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দের ২৮ শে অক্টোবর) দিবা আড়াই প্রহরের সময় জ্বর ও উদরাময় প্রভৃতি ব্যাধিতে জীবন-যাত্রা সম্বরণ করেন। তিনি উত্তম শ্যাম-বর্ণা কৃষাঙ্গী এবং বুদ্ধিমতী ছিলেন; কিন্তু জ্যেষ্ঠা ভগিনীর অনুরূপ না হইলেও, তাঁহারও ক্রোধ-বৃত্তিটী অপেক্ষাকৃত প্রবল ছিল।

১২৮৩ বঙ্গাব্দের ১৭ই ফাল্গুন (১৮৭৭ খ্রীঃ ২৭ শে ফেব্রুয়ারি) কুমার মহিমার[illegible]কাকিনী-য়ায় একটি কৃষি-শিল্প প্রদর্শন সংস্থাপন ক-রিয়া, প্রজা ও আশ্রিত জনগণের প্রদত্ত সাম-গ্রীর উৎকর্ষাপকর্ষ অনুসারে পুরস্কার বিতরণ পূর্ব্বক তাহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। এই প্রদর্শন ১৭ই ফাল্গুন হইতে আরম্ভ হইয়া ২১ শে ফাল্গুন পর্য্যন্ত স্থায়ী ছিল। ইহাতে ১৬৩ প্রকারের ধান্য, ১৩ হস্ত পরিমিত দীর্ঘ মান ও

অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য আনীত হইয়াছিল। স্থানীয় পুরুষ ও স্ত্রীলোক দিগের কৃত নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্যও প্রদর্শনস্থলে উপস্থিত হয়; কিন্তু অত্যল্প দিবস পূর্ব্বে প্রোক্ত প্রদর্শনের ঘোষণা প্রচারিত হওয়াতে, কৃষিজাত দ্রব্য অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়াছিল; একারণ কুমার মহোদয় ১২৮৪ বঙ্গাব্দের প্রারম্ভেই আগামি কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনের ঔৎকর্ষ্য সাধনের নিমিত্ত নানাপ্রকার আভরণ ও বস্ত্রাদি পুরস্কার দেওয়ার বিবরণে ঘোষণা প্রচার করান। ইনি এক মাত্র ঐ ঘোষণা প্রচার করাইয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না; অকাতরে অর্থব্যয় পুর্ব্বক শিল্পপটু লোকদিগকে শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া, তাঁহাদিগের দ্বারা প্রজা ও আশ্রিত জনগণকে নানাবিধ শিল্পকার্য্যে শিক্ষা দেওয়াইয়াছিলেন। তৎপরে ১২৮৪ বঙ্গাব্দের ১৬ই পৌষ রবিবার (১৮৭৮ খ্রীঃ ৩১ শে ডিসেম্বর) কুমার মহোদয়ের প্রযত্নে কাকিনীয়ায় পুনর্ব্বার কৃষি-শিল্প-প্রদর্শন আরম্ভ

হইয়া ২১ শে পৌষ (৪ ঠা জানুয়ারি) পর্য্যন্ত স্থায়ী ছিল। ইহাতে জরি, কারপেট্, সূত্র, স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রস্তর ও কাষ্ঠ এবং মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ও চিত্রিত ছবি প্রভৃতি নানাপ্রকার শিল্পজাত দ্রব্য উপস্থিত হইয়াছিল। পরন্তু, উহা গত বৎসরের প্রদর্শন অপেক্ষা, অপেক্ষাকৃত অধিক এবং এতদূর উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে, প্রথমতঃ অনেকে ঐ সকল দ্রব্য কাকিনীয়ার প্রস্তুত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিয়া ছিলেন না। তদ্ভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্যও বিস্তর উপস্থিত হইয়াছিল। এই কৃষি-শিল্প প্রদর্শন উপলক্ষে রঙ্গপুরের জজ্ শ্রীযুক্ত মেং এইচ্, বিভারিজ সাহেব, মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মেং লিব্‌ছে সাহেব, জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মেং ক্রে সাহেব, সিবিল সার্জ্জন শ্রীযুক্ত ডাক্তর কে, ডি, ঘোষ এবং জজ্ ও ডাক্তর সাহেবের মেম সাহেবেরা নিমন্ত্রিত হইয়া ১৭ ই পৌষ (১ লা জানুয়ারি) সায়ংকালে কাকিনীয়ায় উপস্থিত হন। ১৮ ই পৌষ (২ রা জানুয়ারি) প্রদর্শন দেখিয়া পর দি-

বস কাকিনীয়া হইতে গমন করেন। রঙ্গপুরস্থ অন্যান্য কতিপয় সম্ভ্রান্ত লোকও এই প্রদর্শন-স্থলীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে ১৮ ই পৌষ রজনীতে অগ্নিক্রীড়া হইয়াছিল। অতঃপর ২২ শে পৌষ কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহোদয় একটী সভা আহ্বান করিয়া কৃষি ও শিল্পকার্য্যের উপকারিতা বিষয়ে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন এবং এই বিষয়ে যাহাতে স্থানীয় লোকের উৎসাহ ও অনুরাগের বৃদ্ধি হয় তৎসম্বন্ধে যথোচিত উপদেশ প্রদান করেন। তৎপরে প্রদর্শনস্থ দ্রব্য-জাতের উৎকর্ষাপকর্ষতা ভেদে ইয়ারিং, অঙ্গুরী, রৌপ্যফুল, রৌপ্য-ভ্রমর, রৌপ্যচুর আদি আভরণ এবং বনাত, গরদ, রেপার, ধুতি, ফ্লানেলের চাদর, বাক্স, সেতার, বাঁশী বেয়ালা, নগদ ১ হইতে ২৫ পঁচিশ টাকা পর্য্যন্ত বিতরিত হয়। পরন্তু, ২২ শে পৌষ পুরস্কার প্রদানের পরিসমাপ্তি না হওয়াতে তৎপর দিবস ২৩ শে পৌষ

পুনর্ব্বার একটী সভা হইয়া পুরস্কার প্রদান করা হয়। এ সভাতেও কুমার মহোদয় একটী উৎসাহ-ব্যঞ্জক বক্তৃতা দ্বারা আগামী বৎসরের প্রদর্শনে স্থানীয় লোকদিগকে নানা প্রকার নূতন কল আবিষ্কার ও উত্তমোত্তম দ্রব্য উপস্থিত করিবার নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করেন।

কুমার মহিমারঞ্জনের এইক্ষণে যে বয়ঃক্রম, তাহাতে ইঁহার স্বভাবের বিষয়ে কোনই স্থিরমত প্রকাশ করা যাইতে পারেনা; কিন্তু ইঁহার গত-জীবনে যেরূপ চরিত্র দেখা গিয়াছে, তাহা উল্লেখ করায় কোন বাধা দেখা যায়না; অতএব, ইঁহার স্বভাবঘটিত কতিপয় বিষয় বিবৃত করা যাইতেছে। শৈশবাবস্থায় ইনি নিতান্ত স্থিরস্বভাব ছিলেন। ভয়-প্রবৃত্তি বলবতী ছিল। বাল্যকালে অন্য মনস্কতা-দোষ নিতান্ত প্রবল ছিল। প্রায় অধি-কাংশ সময়েই ইঁহার হাস্যবদন দেখা যাইত। ইনি কোন বিষয়ই গোপন রাখিতেননা ও রাখি-বার ইচ্ছা করিতেন না। ইনি প্রায় কখনই মিথ্যা

কথা বলিতেন না। ইঁহার একটি দোষ এই যে, সুদীর্ঘকাল কোন কার্য্য করিতে পারেন না। কখন হয়ত একটি কার্য্য আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সম্পাদনে নিযুক্ত হন, আবার হয়ত বহু দিবস পর্য্যন্ত ঐ কার্য্যে দৃষ্টি পাতও করেন না। ইঁহার ধৈর্য্যগুণ নিতান্ত প্রশংসনীয় এবং চক্ষু-লজ্জা অত্যন্ত প্রবল। প্রায়শঃ অন্যায় আচরণ দেখিলেও, তৎক্ষণাৎ তাহা লোকের মুখের উপর বলিতে পারেন না। ইঁহার ন্যায়-প্রবৃত্তি ও দয়া-বৃত্তি অত্যন্ত বলবতী; কাকিনীয়ার প্রজাগণের মধ্যে অনেকেই ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে। ইঁহার বিচার-কার্য্যের প্রতি প্রজাগণ এতদূর সন্তুষ্ট যে, ইনি স্বয়ং বিচার করিয়া কোন আজ্ঞা প্রকাশ করিলে, তাহাতে কোন পক্ষপাতিতার চিহ্ন আছে, এরূপ প্রায় কোন লোকেই মনে করেনা। ইঁহার আত্মোন্নতি করিবার ইচ্ছাটী নিতান্ত বলবতী। ইনি কোন বিষয় না জানিলে; অন্যকে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে কিছুমাত্র

লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হন না। ইনি "মাইনার স্কলারসিপ" পরীক্ষা মাত্র দিয়াছেন; কিন্তু আপন অধ্যবসায়ে ইংরেজি ও বঙ্গ-ভাষা যেরূপ শিক্ষা করিয়াছেন, তাহা মনে করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ইনি উর্দ্দু ভাষা জানেন এবং বঙ্গ-ভাষায় ২। ৩ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অতি সুমিষ্ট ও হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করিতে পারেন। ইঁহার দান-শক্তিও প্রশংসনীয়।

কুমার মহিমারঞ্জনের চিত্র করিবার শক্তিও আছে এবং ইনি বন্দুকও ভাল চালাইয়া থাকেন; প্রায়শঃ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। ইনি অনেক সময় সঙ্গীতের আলোচনা করিয়া থাকেন। ইঁহার রচিত দুইটি পদ্য এস্থলে সন্নিবেশিত হইল।

## ভারতবাসিগণের প্রতি উক্তি।

জাগ একবার, চাহ একবার,
ভারত-নিবাসিগণ!

এত নিদ্রা কেন ? বোধ হয় যেন,
আত্মনাশে নিমগন।
নিজ হিত-তরে, উঠহ সত্বরে,
ঘুমিয়ে রোওনা আর।
ছিল নানা ধন, রতন-কাঞ্চন,
নানা বিদ্যা-অধিকার ॥
এ কথা বলিয়ে, অলস থাকিয়ে,
সবে ভুলাইতে চাও।
আর্য্যেরা পণ্ডিত, গুণেতে মণ্ডিত,
বোলে কিবা ফল পাও ?
পিতা ছিল ধনী, নানা গুণে গুণী,
কিন্তু এবে দুখী বট।
হারায়ে সে গুণ, লাগায়ে আগুন,
পূর্ব্ব গুণ কেন রট ?
তাহে কিবা ফল, দেখ ফলাফল,
বিফল সে সব কথা।
হও গুণবান্, পিতার সমান,
মান পাবে যথা-তথা ॥

হোয়ে সদা রত, বিদ্যা নানামত,
শিখিয়ে স্বদোষ-হর।
দেশের গৌরব, যশের সৌরব,
বাড়াতে বাসনা কর॥
জ্ঞানের সঞ্চয়, বুদ্ধির বিজয়,
সকল স্থানেতে হয়।
ইংরেজ তাহার, বিশেষ প্রকার,
দেয় সদা পরিচয়॥
ভাষা আছে যত, প্রায় জানে তত,
শ্রমেতে কাতর নয়।
মনের প্রবাহ, প্রবল উৎসাহ,
সমভাবে সদা রয়॥
হেয় যে তাহারা, বলেন যাঁহারা,
ভাবেন হোলো কি হায়!
বেদ পাঠ করে, জ্ঞান লাভ তরে,
ভেদ কোথা রক্ষা পায়?
কাফের ফিরিঙ্গি, করিয়ে ভ্রুভঙ্গি,
মুসল্মান সদা কয়।

এ কথার অর্থ, অবশ্যই ব্যর্থ,
যথার্থ কহিতে হয়॥
পরগুণ নিতে, স্বদোষ-গণিতে,
ইংরেজের নাই ঘৃণা।
এত পরিমাণ, তাহার সম্মান,
হোত কি সে গুণ বিনা?
কানন-আবাস, করিত নিবাস,
বন্য-পশু ধরে খেত।
বদনে বরণ, করিয়ে লেপন,
মনে বড় সুখ পেত॥
হের হে এখন, সে জাতি কেমন,
অশেষ বিদ্যার বলে।
পারাবার পার, হোয়ে অধিকার,
করেছে অনেক স্থলে॥
ভারত-অপত্য, মম কথা সত্য,
প্রমাণ দেখিলে তার।
দেখিয়ে শুনিয়ে, থাকিলে ঘুমিয়ে,
রহিবে ও দুঃখ-ভার।
বিশ্ব-বিধাতার, এ বিধি প্রচার,

রোয়েছে জগতী-তলে।
বিপদ-বিমুক্ত, সদাশিব যুক্ত,
হওয়া যায় বিদ্যা-বলে॥
যদি সে বিধান, করি প্রণিধান,
পালন না কর তুমি।
বৃথা হে আসিলে, ঘুমিয়ে নাশিলে,
সোণার ভারত-ভূমি!

## সংসারের অনিত্যতা বিষয়ক।

পৃথিবীর গতি, দেখে মনে অতি
শোকের সঞ্চার হয়।
কাঙ্গাল যে ছিল, সব ধন নিল,
ধনীরে করিয়ে ক্ষয়!
এক দিন যার, গৌরব-প্রচার,
হইল সকল দেশে।
দেখ দেখ তার, কিরূপ প্রকার,
ঘটিল কপালে শেষে॥
যেখানে নগর, বিবিধ প্রস্তর-
বিরচিত সৌধ ছিল।

সেখানে এখন, বিজন গহন,
চিহ্ন নাই এক তিল !!!
অযোধ্যা-হস্তিনা, এখন দেখি না,
তুলনা রহিত ধনে।
রোমের প্রভাব, হোয়েছে অভাব,
ভাবিয়ে দেখনা মনে ॥
কোথা ব্যাবিলন্, নিনিভা এখন,
প্রধান নগরী দ্বয়।
দিনে দিনে তারা, হোয়ে শোভা হারা,
ভূমিতে হোয়েছে লয় ॥
অনিত্য সকল, ধন-মান-বল-
জীবন-যৌবন-দেহ।
সুন্দর নগর, অতি মনোহর
মণিতে খচিত গেহ।
ইতিহাস পড়ি, মনে মনে করি,
সকলি হরেছে কাল।
ভেবে বা কি করি, কোন্ গুণে তরি,
ঘিরেছে মায়ার জাল !

সম্পূর্ণ।

## শুদ্ধি-পত্র।

| পৃষ্ঠা | পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ৭ | ২ | দণ্ডায়মান্ | দণ্ডায়মান |
| ৮ | ১১ | নামক স্থানে | নামক স্থান |
| ৯ | ৩ | যাত্রা করাতে | যাত্রা করিয়া |
| ৯ | ৪ | ইঁহা দ্বারা | ইঁহা কর্ত্তৃক |
| ১৬ | ২ | সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব-ভাবে | সর্ব্বস্বস্বরূপে |
| ১৮ | ১৩ | সর্ব্বতে ভাবে | সর্ব্বতোভাবে |
| ১৯ | ৩ | বিগ্রহ মুর্ত্তি | দেব মূর্ত্তি |
| ২০ | ১৫ | ষায় না | যায় না |
| ২১ | ১৩ | বিব্রড | বিব্রত |
| ২৪ | ৬ | কাশীশ্বরী | বরদা |
| ২৪ | ১ | ভৈরবচন্দ্র | ভৈরবচন্দ্র |
| ২৬ | ৮ | ব্যরবিধান | ব্যয়বিধান |
| ২৮ | ১১ | তিনি | ইনি |
| ২৯ | ৪ | ইনি | তিনি |
| ২৯ | ১১ | ইনি | তিনি |
| ২৯ | ১৪ | ইঁহার | তাঁহার |
| ঐ | ১৫ | ইনি | তিনি |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ঐ | ১৭ | ইঁহার | তাঁহার |
| ৩৩ | ১৫ | শ্যামব | শ্যামবর্ণ |
| ৩৩ | ১০ | টীকা | টিকা |
| ৩৪ | ৭ | সর্ব্বতোভাবে | অনেকাংশে |
| ৩৪ | ১১ | প্রমথটি | প্রথমটি |
| ৩৫ | ১০ | তাঁহার | ইঁহার |
| ৩৫ | ১৫ | মুমূর্যাবস্থ | মুমূর্ষাবস্থ |
| ঐ | ১১ | তাঁহাকে | ইঁহাকে |
| ৩৬ | ৬ | হওতঃ | হওত |
| ৩৬ | ৫।৬ | গদ গদ | গদ্‌গদ |
| ৩৮ | ১৭ | কার্যোর | কার্য্যের |
| ৪০ | ৭ | সবল | সরল |
| ৪০ | ১৭ | নানবলীলা | মানবলীলা |
| ৪৩ | ৬ | ক্ষীণাঙ্গিনী | ক্ষীণাঙ্গী |
| ৪৪ | ২ | দিগস্থ | দিক্‌স্থ |
| ৪৫ | ৮ | তথয়া | তথায় |
| ৪৫ | ৫ | নিভালয়ে হইতে | নিভালয় হইতে |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪৬ | ৩ | সম্প্‌ কর্ত্তৃত্ব | সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব |
| ৪৭ | ১৭ | শান্ত্বনাব | সান্ত্বনার |
| ৫১ | ৯ | পশ্চিমদিগস্থ | পশ্চিমদিক্‌স্থ |
| ৬৮ | ১২। ১৩ | কর্ত্তব্যকার্য্য | কর্ত্তব্যকর্ম্ম |
| ৬১ | ৫ | কযেন | করেন |
| ৬৩ | ১৬ | সোভাগ্যের | সৌভাগ্যের |
| ৮৭ | ১৮ | তালক | তালুক |
| ৯৫ | ১৫ | ভতিষ | ভভিষ |
| ১০২ | ৬ | সানোপলক্ষে | স্নানোপলক্ষে |
| ১০৪ | ১৮ | একতুল | একতূল |
| ১০৫ | ১৩ | বাখিয়া | রাখিয়া |
| ১১৬ | ১৩ | শম্ভুচন্দ্র | শম্ভুচন্দ্র |
| ১০৯ | ৯ | হহবেনা | হইবেনা |
| ১২৩ | ৮ | প্রতিবষে | প্রতিবর্ষে |
| ১২৪ | ১৩ | কিছুহ | কিছুই |
| ২৮৫ | ২ | ব্যাকূল চিত্তে | ব্যাকুলচিত্তে |